প্রেমের ফাঁদ

দৈব ও পুরুষকারের খেলা।

নাটকাকারে উপন্যাস

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত
বিরচিত।

কলিকাতা
ইং ১৯০১

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রকাশক—
শ্রীরামচন্দ্র দত্ত
১নং সিকদারপাড়া লেন,
কলিকাতা।

আইডিয়েল আর্ট প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীরামপদ ঘোষ
১০নং নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেন,
কলিকাতা।



শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

(যৌবনে)

উৎসর্গ

হে বিধাত ! সনাতন ! অনন্ত ! অচ্যুত !
হৃষীকেশ ! তব বিধি চির-অপ্রমেয় ।
দৈব ও পুরুষকার দু'টী শক্তি বশে
এ জগতে মানবের উত্থান পতন ।
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যত মহাপণ্ডিতেরা
তাই ল'য়ে করিতেছে আদিকাল হ'তে
কত তর্ক, কত যুক্তি, বাদ প্রতিবাদ,
আজিও মীমাংসা তার হয়নি, হ'বে না ;
কভুও এ প্রহেলিকা হ'বে না পূরণ ।
আলোক আঁধার, আর সুন্দর কুৎসিত,
দয়া হিংসা, ভক্তি ঘৃণা, শান্তি ও সংগ্রাম,
হাসি কান্না, স্বাস্থ্য রোগ, জন্ম মৃত্যু ল'য়ে
অনুকূল প্রতিকূল, ঘাত প্রতিঘাতে
চলিতেছে সৃষ্টি তব বিরোধী বিধানে ।
পরস্পর বিসম্বাদী সৃষ্টির শৃঙ্খলা
কি বুঝিব মোরা—ক্ষণ-ভঙ্গুর কীটাণু ?
সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস চলে যে মহাকৌশলে
দু'টাতেই সাধে সদা কল্যাণ জগতে ।
এই বিশ্ব-মাঝে দেব, সৃষ্টি রক্ষা হেতু
অদ্ভুত "প্রেমের ফাঁদ" রেখেছ পাতিয়া ।

সেই প্রেম-ফাঁদ ল'য়ে মহা-কবিগণ
নানা কালে নানা দেশে—লোকশিক্ষা হেতু—
তোমারি মহিমা বিভো ! জগতে প্রচারি,
রচিয়াছে, রচিতেছে মহাকাব্য কত।
ভকতি-বিভোর-চিত্তে, লুণ্ঠিত-মস্তকে—
"বন্দে মহাপুরুষ ! তে চরণারবিন্দম্।"

দীন পুলিন

বিনীত নিবেদন।

জীবনের তেজোদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে
আরম্ভ করিয়াছিনু যেই গ্রন্থখানি—
দুর্ভাগ্যের বারম্বার ভীষণ পেষণে,
মৃত্যুর নির্ম্মম শোক-অশ্রুর প্লাবনে
অসমাপ্ত ছিল তাহা বহুদিন ধরে।
আজি, এ ধরণী হ'তে বিদায় সময়ে
দৃষ্টি, স্মৃতি, বল, বুদ্ধি সকলি হারায়ে
মুখে বলে, কাণে শুনে, রুগ্ন-ভগ্ন-দেহে
সমাপ্ত করিনু তাহা ম্লান-সন্ধ্যালোকে।
আনন্দ-বিষাদ-মাখা স্মৃতি অতীতের—
কত কথা মিশাইয়া আছে গ্রন্থমাঝে,
জানে যারা, গেছে তারা মহাসিন্ধু-পারে।
ভারতী-চরণামৃত পানের এ নেশা
ছুটিল না, ছুটিবে না, এ দেহ থাকিতে।
স্তুতি, নিন্দা যাহা পাই, সুধী পাঠকের
সমভাবে হাসিমুখে লব মাথাপাতি।

১নং সিকদারপাড়া লেন,
বড়বাজার, কলিকাতা।
৮ই বৈশাখ ১৩৩৮
অক্ষয় তৃতীয়া

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

পরিচয়

পুরুষগণ।

সনাতন রায়চৌধুরী	নব্য-শিক্ষিত জমিদার
হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ঋষি	ঐ বাল্য-বন্ধু
নফরা	ঐ ভৃত্য
দেওয়ানজী	ঐ কর্ম্মচারী
সর্দ্দার দেবীদয়াল বাহাদুর	যোধপুরের রাজার এডিকং
জমাদার	ঐ ভৃত্য
গোপাল	ঐ ভৃত্য
ব[illegible]ভাঙ্গী	অনুপমা দেবীর কর্ম্মচারী

সাধু, ব্রজবালকগণ, চৌবেগণ, পাখীওয়ালাগণ।

নারীগণ।

অনুপমা দেবী	দিনাজপুরের জমিদার-কন্যা
রমা সুন্দরী	দেবীদয়ালের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী
উমা সুন্দরী	ঐ প্রথম পক্ষের কন্যা
জানকী	অনুপমার পরিচারিকা

ঝুঁটেওয়ালী ও সহচরীগণ।

প্রেমের ফাঁদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(আগ্রা যমুনাতীর, পরপারে তাজমহল দেখা যাইতেছে)

(এস্কেচ্‌বুক হস্তে হৃষীকেশ বা ঋষি দণ্ডায়মান)

ঋষি— আহা মরি! মরি! কি সুন্দর! কি মনোহর!
শ্যামল যমুনা-কূলে বিমল বরণে,
বিভূষিত বরবপু বিবিধ ভূষণে,
নূপুর নদীর তটে, মুকুট গগন-পটে,
সখা-চতুষ্টয় মাঝে, কে তুমি ললনে?

সুধাকর-কর কি রে শরীরী হইল?
অবনীতে নবনীত-স্তূপ কে রাখিল?
অথবা কি শূন্যপথে, ভীম হিমাচল হ'তে
কে আনি তুষার রাশি হেথা সাজাইল?

শারদ-বারিদ বুঝি পড়িয়া ধরায়?
পারদ-ভূধর কিম্বা উত্থিত হেথায়!
অথবা কি মন্ত্র বলে, ডুবিয়া জলধি-জলে,
মুক্তাময় মঞ্চ কেবা রচিল মায়ায়?

মালতী, মল্লিকা, বেলা, যূথিকা, বকুল,
কুন্দ, গন্ধরাজ আদি বাছি শ্বেত ফুল—
সাজাইয়া থরে থরে, কেবা হেন যত্ন করে
সৃজিল মোহিনী-মূর্ত্তি ভূতলে অতুল ?

অথবা পবিত্র নদী-পুলিনে স্থাপিত
স্নেহ, সখ্য, দয়া, ভক্তি চৌদিকে বেষ্টিত—
প্রেমের মূরতি খানি, পদতলে রাজারাণী—
প্রেমিক-যুগল—চির-নিদ্রায় লুণ্ঠিত।

(সনাতনের প্রবেশ)

সনা—আরে কেও ? ঋষি নাকি ? খুব তো কবিতা আওড়াচ্চ, আগরায় কবে এলে ? আছ কেমন ?

ঋষি—এই যে সনাতন দাদা ! নমস্কার, অমনি এক রকম আছি। পূজার ছুটীতে পশ্চিমে বেড়াতে এসেছি।

সনা—এখন ক'র্‌ছ কি ?

ঋষি—জানইত দাদা, এনট্রেন্স ফেল্ (Entrance fail) হয়ে আর্ট (Art) স্কুলে ভর্ত্তি হই। তারপর সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে, একজন সাহেবের কাছে কিছুদিন অয়েল পেন্টিং বেশ করে শিখলেম্। এখন ভগবানের কৃপায়, তাতেই সংসার চল্‌চে।

সনা—সে ত বেশ কথা, এনট্রেন্স পাশ করে পরের আফিসে চাকরি কর্‌তে, তা না হয়ে নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রোফেসান (Independent profession) ধরে যে জীবিকা চালাচ্চ, তার চেয়ে আর সুখ কি ? আর তা ছাড়া একটা ফাইন আর্টেরও ত কাল্‌চার (Culture) ক'রছ !

ঋষি—হ্যাঁ দাদা, তা একরকম মোটামুটি বেশ চলে যাচ্চে। এবার

জয়পুরের মহারাজের কাছ থেকে, কতকগুলো ল্যাণ্ডস্কেপ্ (Landscape) ছবির অর্ডার পেয়েছি, তাই পশ্চিমে এসেছি—এই তাজ মাজ কতকগুলো এঁকে পাঠাব। আর সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ-দর্শনও হবে। তুমি দাদা এখানে এসেছ কেন?

সনা—ভাই, এম্, এ, পাশ করে, ল (Law) পড়তে সুরু করলেম। কিছুদিন পড়লেম, কিন্তু ভাল লাগল না, বড় ভাই, তাই কলেজ ছেড়ে দিয়ে নিজের জমিদারি দেখ্ছিলেম্। আর মধ্যে মধ্যে এসিয়াটিক্ সোসাইটির জারন্যালে (Asiatic Society Journal) এন্টিকোয়েরিক্ রিসার্চ্চেস্ লিখতেম। এবার ভাই, সেই রকম একটা কিছু লেখবার মত জিনিস খুঁজতে পশ্চিমে এসেছি। এখানে এসে দেখছি যে, যা কিছু জানবার বা লেখবার, সাহেবেরা সে সব এমন খুঁটিয়ে লিখেছে যে, আমরা সাত বৎসর ঘুরেও তা পারব না। এখানে নাই পেলেম, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি হিন্দুতীর্থে লেখবার বিষয় বোধহয় অনেক পাওয়া যাবে।

ঋষি—সে যাক্, এখন বেথা করেছ কি? ছেলে পিলে ক'টি?

সনা—How foolish! আমি পুরুষবাচ্ছা হয়ে, লেখাপড়া শিখে, বের শিকল পায়ে পর্বো? মেয়েমানুষের গোলাম হবো? তা কখনই হচ্চিনি রে ভাই।

ঋষি—কেন দাদা, তোমরা হলে বড়লোক, জমিদার মানুষ, খাওয়া পরার অভাব নাই, স্ত্রী ঘরে এলে রোজগার করেও খাওয়াতে হবেনা। তবে বে করতে এত চটা কেন?

সনা—দেখ ঋষি, তুমি যে দেখছি এখনও তেমনি সাদা সিদে ছেলে মানুষটি আছ। আমার চেয়ে বোধহয় বছর ৪।৫ এর ছোট হবে। কিন্তু তোমার আজও গোঁপ দাড়ি বেরুল না, আর তার উপর

ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল রেখে, তোমার মুখখানি ঠিক্ যেন মেয়ে মানুষের মত দেখায়। বোধহয় তোমার বুদ্ধিটাও তেমনি মেয়েদের মতন।

ঋষি—কেন দাদা, বের কথায় আমার উপর এত রাগ ক'রছ কেন?

সনা—দূর ছোঁড়া, তোর উপর রাগ ক'রব কেন? তোমার লতান লতান চুলগুলি, আর সরল নম্র স্বভাব জেনেইত, তোমাকে হৃষীকেশ না বলে ঋষি বলে ডাকি।

ঋষি—তবে ভাই, আমাকে যদি এতই ভালবাস, তবে বলনা দাদা, কেন বে করবে না? আর তোমাতে আমাতে এক পাঠশালে, এক স্কুলে বরাবর পড়েছিলাম ত। তবে যদি কোন গোপনীয় কথা থাকে, তা হলে না হয় নাই ব'ললে।

সনা—ওরে তা নয় রে, তা নয়। কি জানিস্ আমার ছেলেবেলা থেকেই ধারণা যে যারা স্ত্রীলোকের ফাঁদে পড়ে, তারা কখনই কোন উচ্চ কাজ করতে পারে না, সাহস থাকে না, বিদেশে যেতে চায় না। দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে। এই দেখনা ডেভিড হেয়ার, নিউটন, গায়েট প্রভৃতি মহাত্মারা, বিবাহ না করাতে তাঁহাদের জীবন, মানব-জাতির হিতের জন্য উৎসর্গ করতে পেরেছেন। কেন হিন্দুদিগের মধ্যেও ভীষ্ম, পরশুরাম প্রভৃতি স্বদেশ-হিতৈষীরাও ত, বিবাহ করেন নাই। মুনি ঋষিদের মধ্যে অনেকেই ত ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তেন।

ঋষি—সে কথা যেতে দাও দাদা, বিধাতা যখন যার ফুল ফোটাবেন, তখন তার বে হবে, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বইত নয়।

সনা—ঋষি, তুই স্বপ্নেও ভাবিস্‌নে যে, আমি কখনো বে করবো।

ঋষি—স্বপ্ন! স্বপ্ন! বেশ কথা মনে করে দিলে দাদা, আচ্ছা ভাই, স্বপ্ন কখন সত্য হয় কি?

সনা—দূর পাগল, ওটা একটা মাথার খেয়াল। মেডিকেল সায়েন্স (Medical Science) এ বলে, আমরা একাগ্রমনে যা ভাবি, বা একান্তচিত্তে যা করি, নিদ্রাবস্থায় সেই রকম একটা কিছু মস্তিষ্কে উদয় হয়, তাই আমরা স্বপ্ন দেখি! ওটা আবার সত্য মিথ্যা কি? ও সবই মিথ্যা।

ঋষি—না ভাই, আমি কাল রাত্রে যা স্বপ্ন দেখেছি সেটা বড় আশ্চর্য্য।

সনা—কিসের? স্ত্রীলোক ঘটিত স্বপ্ন ত? তোমারও বুঝি আজও বে হয়নি? তাই বেছে বেছে সুন্দরীর স্বপ্ন দেখ।

(নফরার প্রবেশ)

নফরা—ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে এনেছি বাবু, আসুন।

(কেহ শুনিল না)

ঋষি—তুমি ভাই বড় ব্যস্তবাগীশ, কথাটা না শুনে আগেই ঠাট্টা আরম্ভ করলে। যা বলচি তা আগে শোন, তারপর যা ইচ্ছা হয় বোলো।

সনা—নেহাৎ ছাড়বেনা? বল শুনছি।

ঋষি—কাল রাত্রির দুপুর কি একটার সময়, ধর্ম্মশালার দোতলার ঘরে খাটের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছি—নাঃ, ঠিক ঘুম যে, তা নয়, এই কেবল একটু তন্দ্রা এসেছে মাত্র, এমন সময়ে আচম্‌কা দেখি, যেন একটী পরমা সুন্দরী রমণী—

সনা—নাও, আর বলতে হবে না, আগেই বলেছিলাম রমণীর স্বপ্নত?

ঋষি—শেষ পর্য্যন্তই শোননা, তারপর যা বলতে হয় বোলো।

নফরা—(স্বগত) ইনি দেখছি বাবুর পুরাণ ইয়ার, সেই ঋষিবাবু। কি বলেন আগে শুনিই না।

সনা—আচ্ছা ভাই, বলে যাও, বলে যাও।

ঋষি—আমি যেন চোখ বুঝেই,—না, না, আধ চাওয়া, আধ বোঝা রকমে ঘুমুচ্ছিলাম, বা আধ জাগন্ত ভাবে শুয়েছিলাম। ঘরের ভিতরে একটী আলো মিট্ মিট্ করে জলছিল, এমন সময়ে সেই দেবী-প্রতীমা কামিনী আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

নফরা—(স্বগত) আমরা বাবা গরীব লোক, আমাদের কপালেত এমন মেয়ে মানুষের স্বপ্ন জোটে না।

সনা—তারপর ?

ঋষি—তারপর যেন এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে, ঈষৎ হেসে হেসে, আমরি! নাক্ চোখ্ মুখ, সবই যেন হাসিতে মাখা, এমন কি সেই চাঁদপানা বদনের চারিদিকে কুঞ্চিত অলকাগুলিও যেন হাস্যময়ী। তিনি যেন সোহাগভরে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে, ধীরে ধীরে, একটু ঘাড় নামিয়ে, আমার গালে চুমু খেলেন।

নফরা—ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ !

সনা—কিরে নফরা, গাড়ি এনেছিস্ ? তারপর কি হ'ল ?

ঋষি—তারপর ভাই, যেমন ছায়ার মত নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নীরবে চলে গেল। তখন আমার বেশ জ্ঞান ছিল। কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ঘুম ভেঙ্গে উঠে বস্‌লেম, কিন্তু কা'কেও কোথাও দেখতে পেলাম না। তখনও যেন আমার গালে সে মধুর-চুম্বন টুকু লেগে রয়েছিল। প্রদীপটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল, উঠেই ভাল করে উস্‌কে দিয়ে, ঘরের চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেম। দরজা যেমন ভেজানছিল, ঠিক্ তেমনি ভেজানই আছে, আর কোথাও কেহই নাই, যেমন খালি ঘর তেমনি আছে।

সনা—এ পর্য্যন্ত, না আর কিছু আছে ?

ঋষি—শোনই না ভাই, বিছানায় ফিরে শুতে যেয়ে দেখি, বালিসের

কাছে একটী ছেঁড়া গোলাপ ফুল পড়ে রয়েছে, তাতেই আমার সংশয় আরো বেড়ে গেল। ঘুমত আর এলোই না, সেই রমণীর মুখখানি যেন আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। তখনি উঠলেম, সেই ঘরে বসে, পেন্সিল দিয়ে তার মুখের একখানা স্কেচ্ (Sketch) করে রাখ্‌লেম। এই যে স্কেচ্ বইখানা আমার হাতে আছে, দেখনা ভাই, কেমন সুন্দর মুখখানি।

সনা—(দেখিয়া) তাইত ঋষি, তুমি যে বেশ ছবি আঁকতে শিখেছ। দিব্য সুন্দর হয়েছে। আমি ও রমণীর মুখের কথা বলছি না। তোমার আর্টের প্রেজ্ করছি। ঠিক যেন হাসি হাসি, সজীব, খুব নেচারেল্ (natural) হয়েছে। ভাই! এ ছবিখানা নিয়ে আর কি করবে?

ঋষি—কি আর করবো। গোলাপ ফুলটা পেয়েইতো, মনে কেমন একটা ধোঁকা হয়েছে, এটা মিথ্যা স্বপ্ন—না সত্য ঘটনা?

নকরা—(স্বগত) ও বাবা! যখন ফুল ফেলে গেছে, তখন কোন ঠাকুর দেবতার খেলাই হবে।

সনা—আরে না না, ও সব কিছুই সত্য নয়। শোবার পূর্ব্বেই বিছানায় হয়ত ফুলটা পড়েছিল, অত ঠাউরে দেখনি। স্বপ্ন দেখার পর ফুলটা খুঁজে পেয়েছ, তাই তোমার মন ধুক্ পুক্ করছে। তা যাক্, আমি যা বলি তা শোন, আগামী মাঘমাসে বেনারসে একটা আর্ট একজিবিসন্ (Art Exhibition) খুলবে, এই ছবিখানার একটা ভাল অয়েল পেন্টিং করে সেখানে পাঠিয়ে দাও না কেন? হয় মেডেল পাবে, না হয় সার্টিফিকেট (Certificate) তো ঘোচাচ্চেনা। নিদেন ভাল আর্টিষ্ট বলে, নামও বেরুতে পারে।

ঋষি—বেশ বলেছ ভাই, আমি তাই কোর্ব্বো।

সনা—আয় ভাই ঋষি, আজ হতে আমার বাসায় থাকবে এস। অনেক

দিনের পর দেখা, তোমাকে আর স্বতন্ত্র বাসায় থাকতে দেব না। চুপ করে রইলে যে?

ঋষি—(কুণ্ঠিতভাবে) তোমার অসুবিধা হবে যে দাদা। আমি কি তোমার সঙ্গে একত্র থাকবার যোগ্যপাত্র?

সনা—(হাত ধরিয়া) নে নে, ওসব ওজর আমি শুন্‌তে চাইনে, আমি বুঝি তোমায় পর ভাবি? যখন আমার মা বেঁচেছিলেন, তখন তো তুমি আমাদের বাড়ীতে এসে কতবার থাকতে। ছেলেবেলার সে সব কথা কি আমি ভুলে গেছি মনে করেছ? এস, এখন দু'জনে সেকেন্দ্রা দেখে আসি। নফরা, গাড়ী কোথায়?

নফরা—ঐ যে রাস্তার ওধারে, চলুন।

সনা—তুই বাসায় যা।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আগরা, উপনগরস্থ অনুপমার বাসাবাটী)

(অনুপমা আসীনা)

গীত

অনু— বুক ফেটে যায়, মুখ ফুটেতো বল্‌তে পারিনে,
প্রাণের ব্যথা, মনের কথা, বাহির করিনে।
গুমুরে গুমুরে প্রাণ, সদা করে আন্‌চান,
মানে মানে রাখি মান, সরম ছাড়িনে।
পাষাণী পাষাণ দিয়ে, চাপিয়ে রাখিব হিয়ে,
নারীর ধরম জলে দিয়ে সাধি কেমনে?

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা—দেখ দিদি! তোর ভাই সবই বেশী বেশী, দু'চার দিন আগ্রার রইলেম্, তাই ভাল। এখন চলো মথুরা, বৃন্দাবন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন, আর আর সব ঠাকুর দেবতা দেখিগে। তা নয়, এখানে থেকে আজ এ মোছলমানের গোর, কাল ও বাদসার কবর, এই সব দেখে কি হবে? ঠাকুর দেবতা দেখিগে যাই চলো, যে ইহকাল ও পরকালের কাজ হবে।

অনু—ওলো, ঠাকুর দেবতা ত আর পালাচ্ছেন না, যাবইত, দেখবইত। দেখ্ দেখি, এ সহরে বাদসারা কেমন বড় বড়, রকম বেরকম বাড়ী, বাগান তয়ের করে গেছেন, তা দেখ্তে কি তোর ভাল লাগে না?

উমা—একবার দেখলেই হলো, তুমি ভাই ও তাজটা সকাল, বিকাল, আবার চাঁদের আলোর, পাঁচ-সাত বার দেখলে, তবু কি তোমার সাধ মিটলো না?

অনু—না ভাই, ওটা যতবার দেখি, ততবার যেন নূতন নূতন বলে বোধ-হয়, ততই ওটাকে আবার দেখ্তে ইচ্ছে করে। আরও কি জানিস্? আর সব কবরগুলো পুরুষ মানুষের, কিন্তু ভাই এটীতে যদিও বাদ্সা সাজাহানের সমাধি আছে, তবু কেউ বাদ্সার নাম করে বলে না। সকলেই বলে মম্‌তাজ বাগুবেগমের কবর, এমন কি পৃথিবীশুদ্ধ লোক, তাজমহল বলে ডাকে। কেহই সাজাহান মহল বলে না। আমরা মেয়েমানুষ, যেটাতে এতখানি মেয়েমানুষের নাম, সেটা দেখে কি অল্পে সাধ মেটে?

উমা—নে ভাই, তোর যাতে আশ মেটে তাই কর্। আমায় আর একখানা বই দিস্, মহাভারতখানা পড়া শেষ হয়েছে।

অনু—আচ্ছা, এই ত রামায়ণ, মহাভারত, দু'খানা বই পড়েছিস্। বল দেখি সীতা বড় সতী, না দ্রৌপদী বেশী পতিব্রতা?

উমা—দূর্ দূর্, সীতার কাছে দ্রৌপদী? মা জানকীর মত সতী কি আর জগতে আছে, না হবে? শ্রীরামচন্দ্র এত সব করেছেন, তবু একটু বিরক্তি নেই!

অনু— তবেই তুই খুব বুঝেছিস্ যা হোক।

উমা—তুমি বল কি দ্রৌপদী? আমরি পাঁচ ভাতারী!

অনু—তা নয় তো কি? একটী মাত্র স্বামী, তাঁরও মন রাখ্তে পারলেন না। সীতা ঠাকুরুণকে একবার পোড়াতে গেল, আবার বাড়ী থেকে দূর্ দূর্ করে বের করে দিলে। দেখ দেখি, পাঞ্চালী কেমন পাঁচ পাঁচটী স্বামীর মন জুগিয়ে চ'লে, শেষে রাণী হয়ে বস্লো, আর মরণকাল পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে কাল কাটালে। তাকেই বলি পতিব্রতা।

উমা—বেশ গো দিদি বেশ, তোরও যেন পাঁচটা—পাঁচটাতে কি হবে, একশোটা ভাতার হয়। (জিভ কাটিয়া) না দিদি, বড় রূঢ় কথা বলে ফেলেছি, কিছু মনে করোনা। আমার মাথা খাও।

অনু—কেন বল্লেই বা, তাতেই বা দোষ কি? দেখ্বি লো দেখ্বি, আমি যদি কখনও বে করি, আমার যিনি সোয়ামী হবেন, তিনি একাই একশো।

উমা—তুমি বুঝি বেছে বেছে সোয়ামী করবে? ইচ্ছাবরী হবে?

অনু—তা নয়ত কি? আমি যে কুলীনের মেয়ে, যদি বাপ মা থাকতো কি কেউ অভিভাবক হয়ে বে দিত, তা হলে না হোক্ একরকম হোতো। আমি যখন নিজেই নিজের কর্ত্তা, যেখানেই বে করি না কেন, স্বয়ম্বরা হবইত। আর তুইও দেখছিস্ কি? মেসোমশাই কেবল রাজবাড়ীর কাজ নিয়ে বিদেশে ব্যস্ত থাকেন, মাসীমা যে আমাকে গোপনে গোপনে তোর জন্যে বর ঠিক করতে বলেছেন। তা তুই যেমন হাবা মেয়ে, তোর জন্যে একটা বোকা

গাধা খুঁজে দেবো, আর তুই তার ঘাড়ে চড়ে শেতলা ঠাকরুণ হয়ে ব'সবি।

উমা—যা ভাই, আমায় অমন করে লজ্জা দিস্‌নে।

(পত্র লইয়া বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—মা ঠাকরুণ, আপনার মাসীমার সেই পুরাণ চাকর গোপাল, এই চিঠিখানা দিয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেল

(পত্র দিয়া প্রস্থান)

অনু—দেখি (পত্র পাঠ)

পরম কল্যাণীয়া—

শ্রীমতী অনুপমা দেবী—

শ্রীকর কমলেষু—

বাছা অনুপমে—

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। রবিবার প্রাতে আমরা আগরায় আসিয়াছি। বিশেষ কারণবশতঃ দেখা করিতে পারিলাম না। তোমাদিগের মাতুলের সঙ্গে এখানে দেখা হইয়াছে, আমি অদ্যই তাঁহার সহিত পিত্রালয়ে যাত্রা করিলাম। অনেকদিন সেখানে যাই নাই, মনটা অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। তাই একবার জন্মভূমি দেখিতে যাইব। তোমার মেশোমশাই কোন মতে যাইতে দেবেন না, এজন্য গোপালকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহাকে না জানাইয়া, যাইতেছি। তিনি যদি তোমাদের ওখানে আমার খোঁজ করেন, আমি কোথায় আছি, তাঁহাকে জানিতে দিও না। উমা তোমার নিকট যেমন আছে তেমনি থাকুক।

তুমি যে তাহাকে সহোদরার মত স্নেহ কর, তাহা জানি বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলাম। তোমার মাতুলের ঠিকানায় আমাকে পত্র লিখিও। ইতি

চিরশুভানুধ্যায়িনী

শ্রীমতী রমাসুন্দরী দেবী।

উমা—তাইতো, আগরায় মা এলেন, বাবা এলেন, একবার দেখা করবো না?

অনু—না লো না, চিঠির ভাবে বুঝ্লিনে, মাসীমা ভায়ের সঙ্গে চুপি চুপি বাপের বাড়ী গেছেন; আর এখন মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করলেই, তিনি মনে করবেন যে মাসীমা বুঝি আমাদের সঙ্গে লুকিয়ে আছেন, আর আমাদের তীর্থ দেখা সব ঘুচে যাবে।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—দেখুন মা ঠাকরুণ, যে অনাথ ছেলেটীকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে বাড়ীতে রেখেছেন, তার আজ দু'চার বার ভেদবমী হয়েছে, তাই খাতাঞ্চী মশাই বললেন যে, তাকে কি হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন?

অনু—না না, হাঁসপাতালে পাঠাবে কেন? এখানকার যিনি ভাল ডাক্তার আছেন তাঁকেই ডাকিয়ে আনতে বল। গরীব লোক, বিদেশে হাঁসপাতালে গেলে, ভয়েই মরে যাবে। চল, আমি নিজেই দেখ্ছি যেয়ে। খাতাঞ্চীকে একজন ভাল ডাক্তার ডাকতে বল্। যাতো উমা, আমার ওষুদের বাক্স থেকে পাঁচ ফোঁটা কর্পূরের আরক দিয়ে আয় তো, সেই যে কাগজের বাক্সর ভেতর সরু শিশিটা আছে (চাবিদান)

উমা—আমি চিনি দিদি, আয়রে।

(বেহারার সহিত প্রস্থান)

অনু—(স্বগত) এবার বুঝি মাসীমার সঙ্গে, কিছু বেশী রকম ঝগড়া হয়ে থাকবে, তা নইলে মাসীমা কেনই বা এমন লুকিয়ে লুকিয়ে বাপের বাড়ী যবেন? আমাদেরকেই বা প্রকাশ করতে বারণ করবেন কেন? দু'তিন মাস ওঁদের বাড়ী ছিলেন, নিত্যই একবার ঝগড়া, আবার ভাব। কিন্তু মাসীমা আমার এমনি আমুদে মেয়ে, মেসোমশাই যতই ঝগড়া করুন না, রাগ করুন না, মাসীমা তাঁকে হাঁসিয়ে তবে ছাড়তেন। আরও সতীনঝি হোক্ না কেন, উমা-সুন্দরীকে নিজের পেটের মেয়ের মত স্নেহ করেন। মেসোমশাই এর ভ্রুক্ষেপ নাই, কিসে মেয়েটী যে সুপাত্রে পড়বে, নিশিদিন মাসীর সেই ভাবনা। দেখি বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। (জান্‌কীর প্রবেশ) কিরে কি হল?

জান্‌কী—আজ আর বেশী কিছু হয় নাই। এ বেলা কেবল তাঁদের বাসাটা দেখে এলাম।

অনু—তবেত বেশই হয়েছে। হিন্দুস্থানী মাগীদের মত পোষাক পরে, ও ঘরে যে সব সাদা পাথরের ঘটি, বাটি, থাল গেলাস, খেলেনা কিনে রেখেছি, তারই কতকগুলো নিয়ে, ওদের বাসায় বেচতে যানা, আরও অনেক খবর পাবি।

জান্‌কী—না দিদিমণি, তা হবেনা। তা হলে ক'টা চোখ এড়াব, শেষে যদি কেউ চিনে ফেলে? অমনি বাইরে বাইরে থেকে, তোমায় ভেতরের কথা সব এনে দেবো।

অনু—আচ্ছা, তবে তুই যত দূর পারিস্ কর্। দেখিস্, যেন আগে থাক্‌তেই কোন রকম ফাঁস না হয়।

জান্‌কী—না দিদিমণি, আসুন না আপনাকে ফিকিরটি যা ঠাউরেছি বলে দিচ্চি।

অনু—আয় তবে, আগে অনাথ ছেলেটার কি হয়েছে দেখে আসি। পরে তোর কথা শুনবো।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(আগরা—সনাতনবাবুর বাসা, দেওয়ানজী আসীন)

দেওয়ান—সকলই গোবিন্দের ইচ্ছা। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করলেম। কর্ত্তামশাই মরণকালে বলে গিয়েছিলেন, "বাবুকে ভাল করে লেখাপড়া শিখিও, আর যাতে, হিঁদুয়ানী মতে থাকেন, তারও চেষ্টা কোরো।" গিন্নি মা ত ছেলের বে দিচ্চি, দেব, করে মারা গেলেন। কোথাও মেয়ে পছন্দ হেলো না। আর, বাবু নিজেই যখন বে করতে একদম নারাজ, তখন কার সাধ্য যে বে দেয়। এই একটা খেয়াল ছাড়া, বাবুত আর সকল বিষয়েই ভাল। যেমন লেখাপড়া শিখেছেন, তেমনি সাহসী, আবার সাহেবসুবোর সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয়, গরীবগুরবো প্রতিপালন করা, দান ধ্যান সব দিকেই নজর উঁচু। আবার চাকরবাকর, প্রজারা ও পাড়াপড়সী যে কেউ, যেমন দায়ে পড়ুক না কেন, বাবুকে ধরতে পারলেই তার বিহিত করবেনই করবেন। তা এ সব গুণ হলে কি হয়? বংশটা যে লোপ হয়ে যায়। প্রায় পঁচিশের উপর বয়স হলো, আরও বে না করলে কি ভাল দেখায়? তা আমরা কি করবো? প্রজাপতি যখন ফুল ফোটাবেন তখনই হবে। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ। (নফরার প্রবেশ)

কিরে নফরা, বাবু কোথায় গেলেন?

নফরা—এজ্ঞে, বাবু ঋষিবাবুর সঙ্গে ঠিকে গাড়ী করে, কি বলে ভাল, ঐ ছাই মুখে আসছে না, ঐ ঐ যে সেখাণ্ডা দেখতে গিয়েছেন।

দেওয়ান—সেখানটা কোনখানটা ?

নফরা—এজ্ঞে, এখানটা সেখানটা নয়, সেই যে সেই কি খাণ্ডা।

দেওয়ান—কি বল্‌ছিস্, খাণ্ডা ? খাণ্ডা বলে খাঁড়াকে, যা কালীমায়ের হাতে থাকে। তবে বুঝি কোন কালীবাড়ী দেখতে গেলেন ?

নফরা—এজ্ঞে, না গো না মশাই, তা নয়। সেই যে, বাবু কাল বলছিলেন৷ কোন বাদ্‌সার গোর গো, মস্ত পাঁচতলা বাড়ী।

দেওয়ান—ওহো, তাই বল, আকবরশার কবর—সেকেন্দ্রা।

নফরা—আমিও তাই বলছিলাম মশাই, আপনিই বুঝিতে পারছিলেন না।

দেওয়ান—(হাসিয়া) বেশ্ বেশ্, তুইত বুঝেছিস, সেই ভাল। ঋষিবাবুর নাম কল্লি কোন্ ঋষিবাবু রে ?

নফরা—সেই যে মশাই, বাবুর মামাদের গাঁয়ের লোক, ছেলেবেলা আমাদের বাড়ী অনেক বার আস্‌তেন। গিন্নীমাকে পিসীমা বলে ডাকতেন।

দেওয়ান—ওহো, সেই ঋষিবাবু, তিনি যে আমাদের বাড়ী অনেকদিন আসেন নি।

নফরা—হাঁগো দেওয়ানজি মশাই, আমি গরীব লোক, একটা কথা বল্‌বো শুনবেন কি ?

দেওয়ান—এত ভণিতে কেন ? কি বল্‌বি, বল্‌না।

নফরা—না, এমন কিছুই নয়, এই আজ যখন যমুনার ঘাটে চান করছিলাম, তখন এক মাগীর সঙ্গে আলাপ হয়। কথায় কথায় সে বল্লে দু'তিন দিন হোলো, একজন মস্ত সাধু সন্ন্যাসী এখানে এয়েছেন। তিনি হাত দেখে গুণে গেঁথে, যাকে যা বলেন, সব ফলে যায়।

দেওয়ান—তাতে আমাদের কি ?

নফরা—আমি তাই ভাবছিলাম যে, আপনি বলে কয়ে বাবুকে রাজি করে তাঁর হাতটা গুণিয়ে দেখলে হয় না?

দেওয়ান—তাতো হয়, কিন্তু বাবু যে ওসব বিশ্বাস করেন না। কে বল্বে, বাবু, হয়ত চটেই উঠবেন, নয়ত একটা বিশ্রীরকম ঠাট্টাই করে বস্বেন।

নফরা—কেন, এই ঋষিবাবু আমাদের বাসায় আসবেন, তাঁকে দিয়ে, কোন রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেই দেখুন না।

দেওয়ান—তা বরং দেখ্বো এখন, কিন্তু বাবু যে সহজে যেতে রাজী হবেন, আমার তো বোধহয় না।

(নেপথ্যে) ওরে নফরা একটা আলো ধরতো।

নফরা—এজ্ঞে যাই, এই যে বাবু আস্ছেন।

(প্রস্থান)

দেওয়ান—স্বর্গীয় কর্ত্তার বংশ রক্ষার জন্য, বাবুর বিবাহ দিতে আমার নিতান্ত আকিঞ্চন। আর এরা চাকর বাকর, এরাও দেখ্ছি, সেইজন্য ব্যস্ত। না হবে কেন—যে হলে, ছেলে পুলে হলে, দু'পয়সা পায় থোয়, তাতেই এদের এত আগ্রহ।

(সনাতন ও ঋষির প্রবেশ)

সনা—কেমন ঋষি, সেকেন্দ্রা কেমন দেখলে বল? যদিও সে নবাবী আমোদ নাই, অনেক ভেঙ্গে চুরে গেছে, তবুও কেমন গ্র্যাণ্ড ষ্ট্রাকচার (Grand Structure) বল দেখি।

ঋষি—আমার বোধহয়, তাজমহল ও এৎমাদ্উদ্দৌলার পরই, সেকেন্দ্রার বিউটি (Beauty) ধরতে হবে।

সনা—উঁহু, উঁহু, ভুলছো, ভুলছো, কেল্লার ভিতর যে পারল্ মস্কটা (Pearl mosque) আছে, সেটা বোধহয় তাজের উপর না হোক প্রায় কাছাকাছি বল্তে হবে। মিষ্টার শ্লিমান (Mr. Sleeman)

সাহেবের Wife তাজ দেখে কি বলেছিল শোনো। "I would die to-morrow, to have such another over me"

ঋষি—সত্য নাকি? সাহেবের মেম্ হয়ে এমন কথা বলে?

সনা—আজ যেখানে তাজ দেখ্ছো, পূর্ব্বে ওখানে কি ছিল তা জান?

ঋষি—কৈ না, কিছু শুনিনি তো।

সনা—সম্রাট আকবরের সময়ে যমুনা-তীরে ঐ স্থানে অম্বরপতি-মহারাজ মানসিংহের প্রাসাদ ছিল, আইনআকবরিতে ত এই কথা লেখে। যেখানে এক দিন অদ্বিতীয় হিন্দু বীরের আবাস ভবন ছিল, সেখানে আজ হিন্দু রাজকুমারীর গর্ভজাত সম্রাট সাহ সাজাহানের অন্তীম শয়নাগার হয়েছে স্মরণ হলে, মনে কি ভাব উদয় হয় বল দেখি?

ঋষি—আগরায় যে সব দেখি, সবইত মুসলমানের কারখানা, এখানে হিন্দুর কীর্ত্তি কি কিছু আছে?

সনা—আছে বৈকি, দু একটা, ক্রমে বল্ছি।

ঋষি—কোথায় ভাই, আমি ত একটাও দেখতে পেলেম না।

সনা—সে কীর্ত্তি চক্ষে দেখবার যো নাই, অথচ চিরস্থায়ী, তার রিপেয়ার (Repair) নাই, তার ডিকে (Decay) নাই, চিরকাল ফ্রেস্ (Fresh)।

ঋষি—সে আবার কি রকম?

সনা—কেন বাইরনে পড়নি?

"Where points her Muse to strenger's eye
The graves of those that can not die"

হিন্দু শাস্ত্রেও বলে "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি"।

ঋষি—ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সনা—শোন, খুলে বলি, আকবরশা বাদশা যখন চিতোর জয় করেন, তখন জয়মল ও পত্তু নামে দুই জন হিন্দুবীরকে রাত্রে গোপনে গোপনে

গুলি ক'রে মারেন, কিন্তু তাঁদের বীরত্বে এত মুগ্ধ হয়ে ছিলেন যে, যুদ্ধ জয়ের পর আগরায় ফিরে এসে, তাঁদের দুজনার মূর্ত্তি পাথরে গড়িয়ে, পাথরের হাতীর উপর বসিয়ে, কেল্লার সদর ফটকের দুপাশে রেখে দেন, সেই জন্য আজও ঐ ফটকের নাম হাতী দরওয়াজা।

ঋষি—কৈ এখন ত সেখানে কোন হাতী টাতী দেখলেম না?

সনা—দেখবে কোথা হতে, তাঁর নাতী সাজাহান সা, সে দুটা আগ্রা হতে নিয়ে যেয়ে, দিল্লীর নতুন কেল্লার ফটকে স্থাপন করেন, আবার তাঁর বেটা গোঁড়া আরংজেব কাফেরের মুরদ এস্‌লামের দরজায় রাখা চক্ষুশূল বিবেচনা করে, সে দুটা ভেঙ্গে মাটিতে গোর দেন। এখন ইংরাজ বাহাদুর তার একটা হাতী, জুড়ে তেড়ে দিল্লীর কুইন্‌স গার্ডেনে (Queen's Garden) এ সাজিয়ে রেখেছেন, আর বীর যুগলের মূর্ত্তি দুটা, ভাঙ্গা চুরা অবস্থায় দিল্লী মিউজিয়ামে রয়েছে।

ঋষি—আকবরশা খুব হিন্দুর গুণগ্রাহী ছিলেন. আবার তাঁর প্রপৌত্র আরংজেব, তেমনি হিন্দুর কীর্ত্তিধ্বংসী জন্মে ছিলেন। আচ্ছা ভাই ও কেল্লার আর একটা ফটকের নাম অমরসিংকা ফটক হয়েছে কেন? তিনি কে?

সনা—মাড়ওয়ারের রাজবংশে অমরসিংহের জন্ম, তিনি বুঁদীর রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। অমরসিংহের অসাধারণ বীরত্ব দেখে, সাজাহান বাদ্‌শা তাঁকে মন্‌সব্‌দারী পদ দিয়ে, নিজের শরীর রক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করে ছিলেন ও তাঁহাকে বড় খাতির যত্ন করতেন। তাতেই অন্যান্য মুসলমান্ ফৌজদারেরা তাঁর উপর ঈর্ষা করত। একবার অমরসিংহ, কোথায় মৃগয়া করতে যাবার জন্য বাদ্‌সাহের নিকট এক সপ্তাহের ছুটী নেন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মে ফিরে আস্‌তে এক পক্ষ বিলম্ব হয়, এই অছিলাতে শত্রু পক্ষীয়

মুসলমানেরা বাদশার কাছে তাঁর নামে অনেক চুকলি করে। যে দিন অমরসিং কাজে জয়েন করেন, বাদ্‌শা তখন কেল্লার আম্‌দরবারে বিরাজ করছিলেন। মুসলমান্ শত্রুরা, সেই সময়ে প্রকাশ্য সভার মাঝে অমরসিংহকে বিদ্রূপ ও অপমান করে। তাহাতে ক্ষত্রিয় বীরের হৃদয়ে ক্রোধানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। নিজের কোমর থেকে কাটার খানা তুলে নিয়ে সেই দুষ্‌মনের বুকে এত জোরে বসিয়ে দিয়েছিল যে ছোরাটা তার পিঠ ফুঁড়ে বাহির হয়ে পড়্‌ল, যে পাষাণ থামের পাশে মুসলমান্‌টা দাঁড়িয়েছিল তাহার খানিকটা ভেঙ্গে গেল। আজও আগরার Guideরা সেই ভাঙ্গা জায়গাটা দেখিয়ে, অমরসিংহের বীরত্ব কাহিনী দর্শককে শুনাইয়া থাকে।

ঋষি—ওরে বাস্‌রে, হাতের কব্‌জির্ কি জোর? পাথরের থামটা ভেঙ্গে গেল! তারপর, তারপর কি হ'ল?

সনা—বাদ্‌শাত সেই ক্ষত্রীয় বীরের যমদূতের মত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখেই, পিছুকার দোর দিয়ে বেগমমহলে পালিয়ে গেলেন। এদিকে সেখানে যত মুসলমান্ সেপাইরা ছিল, সকলে একত্র হ'য়ে হিন্দুকে ঘিরে দাঁড়াল, আর তলোয়ার চালাতে লাগল। তখন অমরসিংহ, একজন মুসলমানের কোমর থেকে লম্বা একখানা তলোয়ার কেড়ে নিলেন, একহাতে ছোরা ও একহাতে তলোয়ার চালিয়ে, ঐ ফটকের দিকে অগ্রসর হলেন। একা আর কতকক্ষন অসংখ্য লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে? সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হ'ল, অবিরত রক্ত স্রোত বহিতে লাগিল, ঐ ফটকের কাছে এসে অবসন্ন হয়ে পড়ে গেলেন। সেই দাঙ্গায় কুড়িজন মুসলমান মারা পড়ে, ও তাহার দ্বিগুণ ঘায়েল হয়, বাদ্‌শার কাছে এই খবরটা গেল, তিনি কিন্তু অমরসিংকে আন্তরিক ভাল বাসতেন, তাই তিনি হুকুম দিলেন যে, কেহ যেন

মৃত বীরের দেহ অপবিত্র না করেন, বীরের পত্নী এসে শবদেহ লয়ে যান, হিন্দু শাস্ত্র মত সৎকার করুন, আর বাদ্‌শার যত হিন্দু সেপাই আছে তারা যেন সসম্মানে মৃত বীরের সঙ্গে সঙ্গে যায়। সেই দিন থেকে এটা "অমরসিংহের ফটক্‌" নাম হল।

ঋষি—তবেত দেখছি, কেল্লার দুটো ফটকের সঙ্গে হিন্দুর বীরত্ব কথা বিজড়িত।

সনা—ইতিহাস যে এই কথাই বলে। ব'স ভাই ঋষি, আমি একটু হাতে মুখে জল দিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

দেওয়ান—মশাই তামাক খান্ কি? কল্‌কে ডাকবো?

ঋষি—না মশাই, আমার ওসব কোন বালাই নাই।

(নফরার প্রবেশ)

দেওয়ান—মশাই বিবাহ করেছেন কোথা?

ঋষি—না, আমার আজও বিবাহ হয় নাই।

নফরা—ঋষিবাবু, এদেশে একজন ভাল গণৎকার এসেছেন, আপনি যে স্বপনের কথা বাবুকে বলেছিলেন, আমাদের বাবু সব কথাইত উড়িয়ে দিলেন, আপনি তাঁকে দিয়ে হাতটা গণিয়ে দেখুন না কেন? তিনি কি বলেন।

ঋষি—কোথায় রে? গণৎকার? না জ্যোতিষী? না সাধু সন্নাসী? শুনেছি বটে পশ্চিমে, তীর্থস্থানে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা ভূত ভবিষ্যৎ সবই বলে দিতে পারেন।

দেওয়ান—তার আর সন্দেহ কি? যাঁহারা যথার্থ মহাপুরুষ, তাঁরা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের যেখানে যা আছে, সবই নখ-দর্পণে দেখতে পান। এই দেখুন না বাবু, ছেলে বেলায় একজন ব্রহ্মচারী আমার হাত দেখে বলেছিলেন "বহু সংসার হবে," তা মশাই যা

বলেছিল ঠিক ফলে গেছে। এই বুড়ো বয়সে তিন তিনটি সংসার বর্ত্তমান, তবু আর দুটি পেছিয়েছেন, বা এগিয়েছেন, যাই বলুন, পুষ্যি অনেকগুলি, তাঁদের জন্যেইত আজও খেটে খুটে মরছি।

ঋষি—সে মহাপুরুষ থাকেন কোথায় ?

নফরা—আজ্ঞে যমুনার ওপারে, তিনি কাউকে বড় একটা দেখা দেন না, সমস্ত দিনরাত ধ্যানে থাকেন, সন্ধ্যের পর কেবল একবার মাত্র আহার করতে উঠেন, সেই সময়েই খুব কাকুতি মিনতি করে ধরলে, দু একজনকে যা একটা আধটা কথা বলেন। কারও কাছে একটা পয়সা নেন্ না, বরং কেহ কিছু দিতে গেলে রাগ করেন।

দেওয়ান—ওঁদের অভাব কি ? অষ্ট সিদ্ধি লাভ করেছেন, যা ছোঁবেন, তাই সোনা হয়। যা মনে করেন তাই সিদ্ধি হয়।

ঋষি—বেশ নফর, আমি তবে কালই সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে যাব। আর অদৃষ্টটা জানা থাকলে মনটা অনেক ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু এ কথা কারও কাছে গোল করিস্‌নে।

নফরা—রাম, রাম, তাও কি করতে আছে।

দেওয়ান—আপনারা কাল যান; আমিও পরশু দিন যাবো একবার।

নফরা—কেন যাবেন, আরও কটি সংসার হবে, তাই জানবার জন্য বুঝি ?

দেওয়ান—দূর ব্যাটা, এ বয়সে আরও।

নফরা—অদেষ্টে থাকেত কে ঘোচাবে মশাই।

দেওয়ান—ওরে আমার নিজের জন্যে নয়রে, বাবুর জন্যে; গিন্নিমার কথাটা মনে নাই কি ? এমন মহাপুরুষ আর পাব কোথা।

নফরা—আপনাকে আর অত কষ্ট পেতে হবেনা। ঋষি বাবু মনে করলেই, বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।

ঋষি—তোমার বাবু কি যেতে চাইবেন? জানইতো, যে রকম বাবুর মেজাজ।

দেওয়ান—আপনি একবার বলিয়ে কলিয়ে বলে দেখুন, না যান চাড়া কি?

নফরা—আমি কাল পথ ঘাট সব ঠিক করে জেনে রাখব, আপনি যখন বৈকালে বেড়াতে বেরুবেন, সেই সময় একটী ফিকির করে বাবুকে বল্‌বেন, তা হলে তিনি হয়ত যাবেন, আমিও কাছে কাছেই থাকবো।

(নেপথ্যে) ওরে নফরা, ঋষি বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়, পাতা প্রস্তুত।

নফরা—আসুন মশাই।

ঋষি—চল যাই।

দেওয়ান—আমিও দেখিগে যাই।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগরার রাজপথ।

(অগ্রে অগ্রে জান্‌কী ও পশ্চাতে নফরার প্রবেশ)

নফরা—বলি, ও-ও-ওগো, বলি শোনই না, ও-ও-ও মাগী?

জান্‌কী—আমর্ মিন্‌সে! তোর চোখে কি চাল্‌সে ধরেছে? আমার কি দাঁত পড়েছে, চুল্ পেকেছে? চোখে দেখ্‌তে পাইনে? যে তুই মাগী মাগী বল্‌ছিস্।

নফরা—খুড়ি, খুড়ি, বলি ওলো ও ছুঁড়ি, শোনই না।

জান্‌কী—আমোলো যা, তোর চ'খে কি আগুন লেগেছে? আমার কি দাঁত উঠেনি? চুল বেরোয়নি? আমি কি পাঁচ বছরের কচি খুঁকি? যে তাই ছুঁড়ি ছুঁড়ি করছিস্।

নফরা—ও বাবা, এ যে বিষম গোল বাধালে। মাগী বল্‌লেও রাগে, ছুঁড়ী বল্‌লেও চটে, তবে সোনার চাঁদ, তোমায় কি ব'লে ডাক্‌বো?

জান্‌কী—এই ত এক রকম বেশ ডাক্‌লি, কেন আমার কি নাম নেই?

নফরা—তোমার নামটা যে ভাই কি, আমি তা জানি কি?

জান্‌কী—এই ত, নিজের মুখে বল্‌ছিস্ রে।

নফরা—কই, নিজের মুখে কি বল্‌লেম?

জান্‌কী—নিজের মুখেইত বল্লি, জানি কি। আমার নামই জান্‌কী।

নফরা—বটে? বটে? সোনার চাঁদ্, বিদুমুখী, পটলচোখী, এমন করে ডাক্‌লেইত খুসী হবে? (স্বগত) রোসো বাদু, দুটো মিষ্টি কথায় তোমার কাছ থেকে গণৎকারের সন্ধানটা ভাল করে জেনে নিই।

জান্‌কী—এই দেখ্‌না ভাই, এমনি করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বল্লেইনা প্রাণ্‌টা খুসী হয়, তা না, বলে কিনা, মাগী, বুড়ী, ছুঁড়ী।

নফরা—আচ্ছা ভাই, আজ থেকে ঐ রকম বলেই ডাক্‌বো। আর তুমি রূপা, সোনা, হীরে, জহরৎ, মণি, তুমি আমায় কি বলে, ডাক্‌বে বল দেখি?

জান্‌কী—আমি? আমি ডাক্‌বো নফরা পাজী, ছুঁচো, শুয়োর, গাধা, বাঁদর, আর যে যে দিন মেজাজ্‌টা আরো খুসি থাক্‌বে, সে সে দিন ডাক্‌বো, নফ্‌রা পোড়ারমুখো, নফ্‌রা চুলোমুখো, নফ্‌রা হতচ্ছাড়া, নফ্‌রা হতভাগা, নফ্‌রা ড্যাক্‌রা, নফ্‌রা আল্‌পেয়ে, আরও শুন্‌তে চাস?

নফরা—(স্বগত) ইস্ মেয়েমানুষটা যে খুব ইয়ার দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) বাস্ বাস্, আর শোনাতে হবে না, এই দুটো চারটে শুনেই প্রাণ তর্ হয়ে গিয়েছে। বাস্ করো বাবা। আমার নাম যে নফরা তা তুমি জান্‌লে কি করে চাঁদ? তোমার সঙ্গে আমার যা যমুনার ঘাটে একবার মাত্র দেখা সাক্ষাৎ। আমিত তোমায় আমার নাম বলিনি।

জান্‌কী—তুই বল্‌বি কেন? আমার হাত দেখে, সেই মহাপুরুষ সব বলে দিয়েছেন, তোদের বাড়ী মহিমপুর, তোর বাবু সেখানকার জমিদার, তাঁর নাম সনাতন বাবু, ছোক্‌রা বয়েস, এখনও বে হয়নি, তিনি বে করবেন না বলে পণ করেছেন।

নফরা—(স্বগত) ও বাবা, এ ছুঁড়ীত সব খবরই জানেরে, মহাপুরুষত দেখছি তবে খুব জবর গণৎকার। এর হাত দেখেই যখন এত কথা বলেছেন, বাবুর হাত দেখ্‌লে না জানি কি না বল্‌বেন।

জান্‌কী—ভাবছিস্ কিরে মিন্‌সে, তোর আমার দুটো কথা হয়েছিল, তাই আমার হাত দেখে তিনি এত কথা বলেছেন, তোর বাবুর হাত দেখ্‌লে নাড়ী নক্ষত্র, কি দিয়ে ভাত খেয়েছেন, কোন ঘাটে মুখ ধুয়েছেন, তা সব ঠিক্ ঠাক্ বলে দিতে পারেন, তাঁর এতদূর ক্ষমতা।

নফরা—তা তো দেখ্‌ছিই, তিনি সবই জানেন, তাঁর কাছেত আর কিছুই ছাপা নেই। তবে বলি শোন ভাই, ঋষি বাঁড়ুয্যে বলে বাবুর এক ছেলেবেলার ইয়ার আছেন, কাল হঠাৎ তার সঙ্গে এ সহরে বাবুর দেখা হল, তিনি পরশু রেতে স্বপন দেখেছেন যে, একটী মেয়ে মানুষ তাঁর গালে চুমো খেয়ে গেছে, তাই তিনি জান্‌তে চান, সেটা স্বপন, না সত্য। আমি আজ সন্ধ্যে বেলা ঋষি বাবুকে সঙ্গে করে সেই গণৎকার, মর্, মহাপুরুষের কাছে নিয়ে যাবো

বলেছি। আর মা কালী যদি দয়া করেন, তো তাঁকে দিয়ে বলে কয়ে, আমার বাবুকেও নিয়ে যাব, তা ভাই, ঠিকানাটা ঠিক্ ঠিক্ করে বলে দেনা চাঁদ, এমনি বলে দিবি, যেন রাত্ বিরেতে আর হাঁতড়ে বেড়াতে না হয়।

জান্কী—এই, শুধু এইটে জান্তে চাস্? বল্ছি এখুনি, ঠিক্ ঠিক্ মনে ক'রে রাখ্তে পারবি ত?

নফরা—হাঁ, তা আর মনে থাকবে না?

জান্কী—হ্যাঁ দেখ, এই যমুনার ওপারে যাবার একটা পেন্টুণ না পন্টুন্ সাঁকো আছে, দেখেছিস্ কি? রেলের ও বড় পোলটা নয়, আমরা যাকে কেটো পোল্ বলি, তা দেখেছিস্ কি?

নফরা—হ্যাঁ, হাঁ, দেখেছি বই কি। বাবুর সঙ্গে সেদিন একটা হল্দে পাথরের গোর্ দেখ্তে গেছলেম, তার পর কিছু দূর গেলেই রামবাগ।

জান্কী—তবেত দেখ্ছি তুই সবই জানিস্, তার পর ডান হাতি খানিকটা গেলেই একটা বড় মন্দির, সেই মন্দিরটা পার হয়েই একটা ভাঙ্গা ফটক দেখতে পাবি, সেই ভাঙ্গা ফটকের গোড়ায় একজন বুড়ো দরোয়ান বসে থাকে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সে মহাপুরুষের কাছে নিয়ে যাবে। মনে থাক্বে তো?

নফরা—ঠিক্ মনে থাক্বে, আজই ঋষি বাবুকে, আর যদি পারি ত বাবুকেও নিয়ে যাবো, দাওয়ানজীও যেতে চেয়েছেন, তাঁকে নিয়ে যাবো কি?

জান্কী—খবরদার, বেশী ভীড় করিস্নি, তা হলে, হয়ত তিনি দেখাই দেবেন না, আর একটা লণ্ঠন নিয়ে যাস্, পথটা বড় অন্ধকার।

নফরা—ঠিক্ বলেছিস্ ভাই জান্কী, মর্ সোনামণি, বিদেশ, বিভুঁই,

আলো না নিয়ে কি যাওয়া যায়, তা চাঁদ তোমার সঙ্গে আমার আবার কথন দেখা হবে?

জান্‌কী—হয়তো এ জন্মে এই শেষ দেখা।

নফরা—এঁ্যা! এঁ্যা! কেন? কেন?

জান্‌কী—আমরা হলেম পরের চাকর, মনিব যেখানে নিয়ে যাবেন, সেই খানেই যেতে হবে। আজ সন্ধ্যার রেলে মনিব মথুরা যাবেন, তারপর বৃন্দাবন, আবার তারপর যে কোথায় যাবেন তা তিনিই জানেন।

নফরা—তবেত দেখ্‌ছি তোতে আমাতে আবার দেখা হবে রে, আমার মনিবও বলেছেন যে তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, আর আর সব তীর্থ দেখে, তবে বোম্বাই যাবেন, তা হলেইত তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা শোনা হবেরে চাঁদ।

জান্‌কী—সেটা তোর বরাৎ।

(প্রস্থান)

নফরা—(স্বগত) ছুঁড়িটে খুব আমুদে, এ পোড়া খোট্টার দেশের লোক গুলো, কি ছাই কাঁই মাঁই, হিন্দি মিন্দি কথা বলে, একটা লোকের সঙ্গে যে মন খুলে দুটো কথা কব, তার যো নেই, ভাগ্যে এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাই দুটো বাঙ্‌লা কথা কয়ে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচলেম, ঐ না বাবুরা এই দিকে আস্‌চেন।

(সনাতন ও ঋষির প্রবেশ)

সনাতন—ছোট্‌, ঋষি তোমার মাইণ্ডটা দেখ্‌ছি বড় ফিক্‌ল্ (Fickle) একটা স্বপ্ন দেখলে, না মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌লো, আবার বল্‌ছো কোথায় নাকি গণৎকার, না জ্যোতিষী, না আচার্য্য কার কাছে আজ হাত দেখাতে যাবে, ও সব টম্‌ফুলারি (Tom foolary) কি তুমি বিশ্বাস কর?

ঋষি—না হে না, আমার ততটা বিশ্বাস নেই, তবে হাত দেখাতেই বা ক্ষতি কি? আমাদের এই হিন্দুস্থানে, প্রাচীন কাল থেকে কতকগুলি গুপ্ত বিদ্যার প্রচলন আছে এখনকার দিনে প্রায় তার সকলই লোপ হ'য়ে আস্‌ছে, কোথাও দুটো একটার ছায়া মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। এখানে যখন একটা সুযোগ পেয়েছি, ছাড়ি কেন? দেখিই না কিসে কি হয়, আর ও বিদ্যাটা যদি সত্য হয়, তা হলে অদৃষ্টে কি আছে, কি নাই, সেটাওত জানা গেল।

সনাতন—নিজের কি আছে, না আছে, তা আমরা নিজে নিজেইত জানি; আমার ধারণা, মানুষের ভাগ্য মানুষের নিজের করায়ত্ত। নিজেই যত্ন, চেষ্টা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় সহকারে, সদ্বিবেচনার সহিত, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে, তাহাতেই সফলতা লাভ করতে পারবে, জাননা কি কথায় বলে "সাধনেই সিদ্ধি।" আমার এক্‌সপিরিএন্স (Experience) এই, আমি যখন যে কর্ম্মে একান্ত যত্ন করেছি, তাইতে সফল হয়েছি, যেটায় তত মনোযোগ দিই নাই সেটা পাইও নাই।

ঋষি—দাদা, তোমরা হলে বড় লোক, ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল সবই আছে, তাতেই যা কর সাজে, অপর গরীব লোকে কি আর তা পারে?

সনাতন—নাই পারুক, তাই বলে কি কতকগুলো হামবাগ (Hamburg) হার্টথ্রিলিং (Heart thrilling), দো ভাষা রকম মিথ্যা কথা শুনে, মনটাকে এজিটেট্ (Agitate) করা উচিত?

ঋষি—ওঃ বুঝলেম্ এতক্ষণে, তুমি সেই জন্যই ভয় পাচ্ছ, ভাল মন্দ কথা শুনে পাছে মনটা বিচলিত হয়, এই ভয় না আর কিছু? যদি

তোমার হৃদয় এত দুর্ব্বল বোধ কর, তবে তোমার যাওয়াই উচিত নয়।

সনাতন—হোঃ হোঃ হোঃ, আমার হৃদয় কি এতই দুর্ব্বল ঠাউরেছ? তোমার মন, অতি কোমল জানি বলেই, তোমাকে যেতে বারণ করছি। তা যদি নাই শুন্‌লে, তবে চলত, দেখিগে তোমার গণৎকার মশাইয়ের বিদ্যার দৌড়টা কত? তুমি দেখ্‌বে, দুই এক কথায় তার ভুল ভেঙ্গে দিব, আমাদের কাছে এক পয়সাও চাইতে পারবে না।

নফরা—আজ্ঞে বাবু, আমি শুনেছি মশাই, তিনি কারো কাছে কিছু নেন্‌না, তাঁর অভাব কি?

সনাতন—তুই ব্যাটাই বুঝি ঋষি বাবুর গাইড্ (Guide)? নইলে এমন আর হুজুকে লোক কোথায় পাবে? কোন্ ব্যাটা গাঁজাখোর মাজাখোর হবে, এখন বলবে পয়সা নেয় না, ভাত খায় না, হাত ধোয় না, শেষে দুটো এমনি আজ্‌গুবি আজ্‌গুবি কথা ঝেড়ে দেবে, যে ভয়ে টাকা বার করতে পথ পাবে না, চল্ ব্যাটা কোথায় যাবি। আমিও যাচ্ছি চল।

নফরা—এই আসুন না মশাই, সন্ধ্যাও ত হয়ে এল, কেবল বাসা থেকে একটা লণ্ঠন আনিগে যাই, এই পথ দিয়েই যেতে হবে।

(প্রস্থান)

সনাতন—(স্বগতঃ) শুনেছি নাকি কল্‌কাতায় অনেক জোচ্চোর আছে, যারা এই রকম ভুজংভাজং দিয়ে লোকের কেড়ে কুড়ে নেয়, আগ্‌রাতেই বা সে রকম থাক্‌তে না পারে কেন? পকেটে একটা পিস্তল আছে, নিয়ে যাব। (প্রকাশ্যে) দেখ ঋষি, আজকের এই বিষয় নিয়ে, এ্যান্ একৃশ্‌কার্‌সন্ টু এ ফরচুন টেলার হেডিং (An excurtion to a fortune teller heading) দিয়ে

নিউজপেপারে বেশ একটা মজার আরটিকল্ (Article) লেখা চল্‌বে।

ঋষি—বেশী ইংরাজী লেখাপড়া শেখার, এটা বড় দোষ, একটু কোন রকম ছুতা নাতা পেলেই, হিঁন্দুয়ানীর উপর আক্রমণ কর্‌তে যায়।

(স্বগত) আমরাত দু'দিনের ক্রীড়া পুত্তলিকা,
হাসি, কাঁদি, উঠি, পড়ি, সু কু ভাগ্য ফলে,
নির্দ্ধারিত অদৃষ্টের সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া
মানবেরে তোলে ফেলে বিশ্ববাজীকর।
ধর্ম্মনিষ্ঠ, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষেরা
কেন না জানিবে তাহা দৈব শক্তি বলে?

সনাতন—(স্বগত) মানুষের একি ভ্রম? একি দুর্ব্বলতা?
বিশ্বস্রষ্টা, জগতের মঙ্গল কারণ,
ভবিষ্যৎ অন্ধকার যবনিকা দিয়া,
যে নিয়তি, মানবের নেত্র পথ হ'তে,
রেখেছেন গুপ্ত ভাবে, অকালে না বুঝি—
কেন লোকে ব্যগ্র হয় উদ্ঘাটিতে তাহা?
উঁকি ঝুকি মারে কত, খোঁজাখুঁজী করে,
দেখিতে কি পায় কিছু? সাধ্য কি তাহার?
কে বল বলিতে পারে অঙ্কুর দেখিয়া—
কত বড় হবে বৃক্ষ, কত পত্র শাখা?
কত ফুল, কত ফল, জনমিবে তায়?
অবিশ্রান্ত অনিশ্চিত ঘটনা তরঙ্গে
বিক্ষোভিত মহাঘোর সংসার সাগরে,
এ ক্ষুদ্র জীবনতরী মানব-কীটের—
সুখ কিম্বা দুঃখময় কোন তটে গিয়া

উপনীত হবে, তাহা বলিবে কি করে?
নর-কীটে হেন শক্তি কোথা?

ঋষি—এস, ভাব্‌ছ কি ভাই? এস, যদি তুমি যাও, তবে এই বেলাই যাই চল। ঐ যে নফরা লণ্ঠন নিয়ে আস্‌ছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ানজী—গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ, তুমি সত্য, তুমি সত্য, তুমি সত্য, ঐযে নফরাকে সঙ্গে লয়ে বাবুরা মহাপুরুষ দর্শন কর্‌তে চলেছেন। তাঁর কৃপায় যদি বাবুর বংশরক্ষা হয়, তাহা হলেই মঙ্গল, সকলই গোবিন্দের ইচ্ছা, আমি পাঁচ পাঁচটা সংসার করলেম, আর আমার বাবুর একটাও সংসার হবেনা, এও কি কথার কথা গা। এ ছাই মুসলমানের দেশে, একটাও কি ঠাকুর-বাড়ী নাই? যাই খুঁজে দেখিগে, কোথাও যদি আরতি দর্শন করিতে পাই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আগ্‌রা ভাঙ্গা ফটক)

(সনাতন ও নফরা দণ্ডায়মান, বুড় দরোয়ান সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে)

দরোয়ান—বাবুজী থোড়া ভাঙ্‌ পিজিয়েগা? ইস্‌ চিজ্‌ উজৈন্‌সে মেরা ভাই ভেজ্‌ দিয়া, বহুত্‌ আচ্ছা ভাঙ্‌, দিল তর্‌ হো যাগা।

সনাতন— (স্বগত) এর ভেতরে কোন জুচ্চুরি চাল আছে, নইলে ভাঙ্‌ খাইয়ে আমাদের নেশায় ফেল্‌তে চায়? (প্রকাশ্যে) নেহি নেহি। দেখ্‌ নফরা, এই বাগানটী দেখছি খুব পুরানো, ঐ দেখ্‌না গাছগুলা, সব বুড়িয়ে গেছে।

নফরা—এজ্ঞে।

সনাতন—বাড়ী, ঘর দোর, সব ভেঙ্গে পড়েছে।

নফরা—এজ্ঞে।

সনা—আমার বোধ হয়, সাবেক মুসলমানি আমলে, কোন আমীর ওমরার বাগান ছিল।

নফরা—এজ্ঞে।

সনা—এখন আর দেখছি এই বাগানের কেউ যত্ন টত্ন করে না, তাই সব ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে।

নফরা—এজ্ঞে।

সনা—হ্যাঁরে, ঋষি বাবু যে লণ্ঠনটা নিয়ে বাগানের ভেতরে গেলেন, তাতে বেশী করে তেল দেওয়া আছে ত? নইলে অল্প ক্ষণে নিবে যেতে পারে।

নফরা—এজ্ঞে।

সনা—মর্ ব্যাটা, সকল কথাতেই এজ্ঞে এজ্ঞে করছিস্, তোর আজ কি হয়েছে? মুখে কথা বেরুচ্ছে না যে?

নফরা—এজ্ঞে—এজ্ঞে—এজ্ঞে না।

সনা—কি হয়েছে রে? কথা কইছিস্ না কেন?

নফরা—(অঙ্গুলি দ্বারা দর্শান) ঐ।

সনা—ওটাতে দেখছি মুসলমানদের একটা গোররে নফরা, তাতে তোর কিসের এত ভয়?

নফরা—এজ্ঞে।

দরোয়ান—ডর্ কেয়া? অব্ ডর কেয়া? যব্ তক্ মহারাজ্‌জী হিঁয়াপর বিরাজ করতে হৈ, তব্ তক্ সব্ ডর্ ছুট্ গেয়া।

সনা—কাহে জী?

দরোয়ান—মাপ্ কি জিয়ে বাবু সাহেব, এত্‌নি রাত্ কি বখত্ হাম ও সব বাত কহনে নেহি শেকেঙ্গে।

সনা—ইস্‌মে, বল্‌তে দোষ কি দরোয়ান জি ?

দরোয়ান—দেখিয়ে লালাজি, মেরে উমর কোই ষাট বরষ হোগা, ময়নে কিসিকো ইস্ বগিচেমে তিন রাত টিক্‌নে নেহি দেখা, যো আতা সোহি মর্‌যাতা, এহি বদ্‌নামকে লিয়ে ইস্ বগিচেকা কোই খরিদার্‌ভি মিল্‌তে নেহি, আউর মেরামৎ ভি হোতা নেহি, যেইসেকা তেইসে, পড়া পড়া মিট্টি হো যাতা, ইস্ খবর ইস্ মুলুক্‌কা তামাম্ আদ্‌মি জানতে হৈ।

সনা—তবে কি করে সন্ন্যাসী মহাপুরুষ এখানে রতা হৈ ?

দর—বাবুজি, মহারাজ কা বাত্ ছোড়্ দিজিয়ে, আউর এক দফে ভি হিঁয়াপর আকে দো মাহিনা থা, কুচ্ ভি নেহি হুয়া উন্‌কা। সাধন ভজন প্রভাব্‌সে, ভূত পেরেত্ সব ভাগ্‌তে হৈ।

নফরা—ওরে বাবা, গাটা শিউরে উঠ্‌ছে যে, রাম! রাম! রাম!

সনা—আচ্ছা, দরোয়ানজি ও সব্ কথা যেতে দাও, সন্ন্যাসী ঠাকুর এবার এখানে কেত্‌না রোজ রহেগা।

দর—কোই আট দশ রোজ হিঁয়া আয়া হোগা, দো এক রোজ্ পিছে হর্‌দোয়ার হোকে বদ্‌রিনারায়ণ চলা যাগা।

(লণ্ঠন হস্তে ঋষিকেশের প্রবেশ)

নফ্‌রা—আঃ বাঁচ্‌লেম্ বাবা, আলো এল।

সনা—এই যে ঋষি, এসেছ, এখন আমি যাব নাকি ?

ঋষি—না হে না, এখন তিনি একটা কি জপ্ না হোমে বসেছেন। একটু বাদে, শাঁক ঘণ্টা বেজে গেলে যেও, তিনি বলে দিয়েছেন।

সনা—ইস্ অনেক রকম ঢং আছে দেখ্‌ছি।

ঋষি—ওকি ভাই, ও রকম কোরে ঠাট্টা তামাসা কোরোনা, তোমার অপরাধ হবে যে, সেই জন্যেইত তোমাকে প্রথমে যেতে দিই নি, এমন দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা, আজকালকার দিনে মেলা সুদুর্ল্লভ!

যা স্বচক্ষে দেখলেম্, মহাপুরুষটী বড় কেও কেটা নয়, এখুনি যাচ্ছত, স্বচক্ষে দেখতেই পাবে।

সনা—বুঝেছি, বুঝেছি, বোকা লোক পেয়ে খুব ভুলিয়ে দিয়েছে, বলি খস্‌লো কিছু ?

ঋষি—ও কথা মুখেও এনো না, পূজার বাসনকোসন, ঘটি, বাটি, এমন কি কোশাকুশি, কমুণ্ডল্ পর্য্যন্ত সব সোনা রূপোর, সে সকল দেখে, তাঁকে কিছু দেবো বলি কোন মুখে ?

দর—এক_দাম্‌ড়ি ভি কিসিসে লেতে নেই, শিয়া শনিচর্ কি রোজ, এক সদাগর, পাঁচ হাজার রূপেয়া লেকে দেনে আয়াথা, আগেসে মহারাজ কো মালুম্ পড়া, উন্‌কো মহারাজ কা সাথ দর্শন ভি মিলা নেহি।

সনা—বটে, বটে, তা মহারাজের বয়স কত, চেহারাখানা কেমন ? সে সব শুনতে পাইনে কি ?

ঋষি—এখনো এত তাচ্ছিল্য করে কথা কইছ ? কিন্তু এখুনি ত স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাবে, তখন আর ওভাব থাকবে না, বয়েস বোধ হয় আশী কি নব্ব্ইয়ের কম্ হবে না ; খুব লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি বুক ছেয়ে ফেলেছে, মাথার জটা সাদা ধপ্_ধপ্_ কর্‌ছে, গেরুয়া বসন পরা, সর্ব্বাঙ্গে বিভুতি মাখা, এক খানা ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপর বসে আছেন, খুব মোটা সোটাও না, মাঝা মাঝি, এত বয়েস হয়েছে, তবু নয়ন দুটী যেন ব্রহ্মতেজে জ্বল্‌ছে, আর কথাগুলি তেমনি বিশুদ্ধ, কেবল দাঁত নেই বলে বুঝি কথাগুলো যেন একটু একটু জড়ানে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়।

সনা—তোমার আর এত রূপবর্ণনায় কাজ্_নেই, এখনই দেখ্‌তে পাব। এখন তোমার সঙ্গে কি কি কথা হল শুনি ?

ঋষি—অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! আশ্চর্য্য ! আমি একটি কথাও বলিনি, যেমন

প্রণাম করে দাঁড়িয়েছি, আর তিনি আমার নাম ধ'রে, নিজেই আমার বিষয়ে এত কথা বললেন, যা আমি কখন নিজে জান্‌তেম্‌ না, আমাদের বাড়ী কোথায়, কটা ঘর, সেথায় আমার বুড়ো মা আছেন, আমার একটী ছোট ভগিনী হয়ে ছিল, সেটি কেমন করে জলে ডুবে মরেছে, ছেলে বেলায় আমার যে অত্যন্ত বসন্ত রোগ্‌ হয়ে ছিল—

সনা—সেটাত তোমার মুখে যে দুটো একটা দাগ আছে, তাইতে জানা যায় হে।

ঋষি—সেটা না হয় দাগ দেখেই বলেছেন মানলেম, বাকিগুলো কি করে জানলেন? আর সে সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটবে? ওঃ এখনও তাঁর কথা মনে হলে গাটা শিউরে উঠে।

সনা—তোমার স্বপনের কথাটা বলেছিলে কি?

ঋষি—আমাকে বড় একটা বেশী কিছু বল্‌তে হয়নি, তিনি নিজেই সে সব কথা বললেন, এমন কি চুমুটি পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই, আর বলেও দিলেন যে সে বিষয় অধিক গোলোযোগ করলে, মহা বিপদ ঘটবে, এমন কি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে, আমি যা যা শুনলেম্‌, বা দেখলেম তাতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, মহাপুরুষটী সর্ব্বজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সিদ্ধপুরুষ। এত দিন যা শুনে আসছিলেম্‌, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখলেম।

নফরা—বলেন কি মশায়? খুব ভাগ্যের জোর না থাক্‌লে কি এমন সব মহাপুরুষের দেখা পাওয়া যায়।

সনা—কি ভাষায় কথাটা হল?

ঋষি—তিনি সংস্কৃত ত বেশ জানেনই, প্রথম হিন্দিতেই বল্‌ছিলেন, কিন্তু আমি সকল কথা বুঝতে পারলেম না বলতেই, তিনি হেঁসে হেঁসে বল্‌লেন "তোমরা বঙ্গদেশীয় লোক তোমাকে বাঙ্গালাতেই

বল্‌ছি” তার পর থেকে বেশ সাধু ভাষায় কথা বল্‌তে লাগলেন।

নফরা—যাঁরা সত্যি সত্যি সাধু লোক, তাঁরা সকল লোক্‌কেই চেনেন, সকল দেশের কথাই বলতে পারেন, আজ্ঞে ঋষি বাবু, আজ আমি কি তাঁর চরণ দর্শন পাবো ?

ঋষি—ওরে নারে না, ব্যস্ত হস্‌নি, তোর বাবুর নাম কর্‌লেন—

সনা—আমার নাম করলে ?

ঋষি—তা নইলে বল্‌ছি কি? তোমার নাম কর্‌লেন, নফরার নাম ও করলেন, তোম্‌রা যে, ফটকে অপেক্ষা করছ তাও বললেন, আর এবার এখানে এসে অবধি অনেকে তাঁকে বিরক্ত করে বোলে, আজ রাত্রেই তিনি চলে যাবেন, তোমার সঙ্গে মোটেই দেখা কর্‌তে চান নাই, শেষে আমি অনেক কাকুতি মিনতি করাতেই, পূজা শেষ করে কেবল সনাতন দাদাকে একবার মাত্র দর্শন দেবেন বলেছেন।

নফরা—আমাদের সঙ্গে নাই দেখা হোক্‌, আমরা এমন কি পুণ্যি করেছি যে, তাঁর দেখা পাব? বাবুর উপর তাঁর যে কৃপা হয়েছে, এই আমাদের পরম ভাগ্যি।

সনা—ঋষি, তোমরাই যে আমাকে থ করে দিলে হে।

(নেপথ্য শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি)

ঋষি—এই যে শাঁখ ঘণ্টা বাজ্‌ছে এখনইত যাবে, তখন চক্ষু কর্ণের আর বিবাদ থাকবে না।

সনা—আমি তবে এগোই।

ঋষি—অত উতলা কেন? একটু থেমে যাওনা, বরাবর সোজা ঐ যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, এইটে ধরে গেলেই, ঐ ভাঙ্গা বাটীর পেছনের দরজায় পৌঁছিবে, সামনেই একটা বড় হল্‌, ঢুকেই বাঁ

হাতি একটা ছোট কামরায় তিনি রয়েছেন। দেখ্‌বে, আলো জ্বলছে।

সনা—অত আর বলে দিতে হবে না।

ঋষি—পথটায় বড় টিপি চাপা, বেশ সাবধানে যেও, লণ্ঠনটা বাহিরে রেখে, জুতো খুলে, তবে ঘরে ঢুকো। তাঁরে একটা ভাল করে প্রণাম কোরো, দেখো ভাই! যেন রূঢ় কথা বলে মহাপুরুষের কোপে পোড়ো না, তবে এখন এসো।

সনা—আচ্ছা গো আচ্ছা।

(লণ্ঠন লইয়া প্রস্থান)

ঋষি—দুর্গা, দুর্গা, আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তোর বাবু বেফাঁস কথা বোলে মহাপুরুষের মন্যিতে পড়েন। (স্বগত) দেশে থেকে যা যা শুনতেম আজ তাহা স্বচক্ষে দেখলেম, কি শুভক্ষণেই আমি পশ্চিমে যাত্রা করে ছিলেম। আজ আমার জন্ম সার্থক হল, তাই এমন মহাপুরুষের দর্শন পেলেম। (প্রকাশ্যে) কই, সে দরোয়ানটা গেল কোথায়?

নফরা—তাইত, বোধ করি ভাঙ্‌ টাঙ্‌ গিল্‌তে গেছে, এখানটা বড় ঝুপ্‌সি পানা, আসুন মশাই, রাস্তায় গিয়ে একটু ফাঁকায় দাঁড়াইগে চলুন।

ঋষি—তাই চল্‌।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ভগ্ন কক্ষ

(মহাপুরুষ ধ্যানে মগ্ন, এক পার্শ্বে সনাতন দণ্ডায়মান)

সনা—(স্বগত) ইস্‌, ঋষি যা বলেছিল, এসে দেখছি সব ঠিক্‌ মিল্‌চে। ফুল, বিল্ব-পত্র আছে, ধুপ, দীপ, নৈবিদ্য আছে, শঙ্খ, ঘণ্টা, কোশা-

কুশি আছে, ত্রিশূল, কমুণ্ডল, ঘটি, বাটি, সব রূপো সোনার, সন্ন্যাসী মানুষ এত ঐশ্চর্য্য পেলে কোথা? ইতি মধ্যে বুঝি হোম্ হয়ে গেছে, তাই এখনও ঘরটা ধূমে আচ্ছন্ন। ধূপ্, ধূনা, গুগ্‌গুল ও হব্যগন্ধে এস্থানটা মাত্ করে রেখেছে, দেখাই যাক্‌না, এঁর বিদ্যের দৌড়্টা কতদুর, আমি ত কোন কথা অগ্রে বল্‌বো না।

(মহাপুরুষের চক্ষু উন্মীলন ও ঘণ্টাবাদন

সনাতন দণ্ডায়মান থাকিয়া কুড়ুলে প্রণাম)

প্রণাম হই ঠাকুর।

মহা—এখানে ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি বিরাজ কর্‌ছেন, তুমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ সন্তান, দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তিকে ওরূপ ভাবে অভিবাদন করা তোমাদের কুলোচিত নহে।

সনা—(অপ্রতিভ ভাবে) আজ্ঞে না। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আবার দাঁড়াইলেন)

মহা—জয়োঽস্তু, প্রদীপের নিকট একখানা কুশাসন আছে, ইচ্ছা করিলে তথায় বসিতে পার।

(সনাতন নীরবে তথা করণ)

মহা—এই কুসুমবিভূষিত বাণলিঙ্গের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, আমি যাহা যাহা বলি, এক মনে শুনিয়া যাও। তোমাদিগের বাটী যশোর জেলার অন্তর্গত মহিমাপুর, সচরাচর লোকে মহিমপুর বলে, তোমার পিতামহ নৈকষ্য কুলীন নিঃস্ব নারায়ণ চৌধুরী জমিদার বাটিতে ঘরজামাই ছিলেন। তাঁহার শ্যালকের অকালে মৃত্যু হয়, তদীয় বিধবা পত্নী জলপথে কাশীযাত্রা করেন। পথে নৌকা ডুবি হইয়া মারা যান, তাঁহাদের সন্তানাদি ছিল না, তোমার পিতামহ ও পিতামহী তাঁহাদিগের সেই

অতুল সম্পত্তির অধিকারী হন, তাঁহার দুই পুত্র গোলোক ও গোবিন্দ, জ্যেষ্ঠ গোলোকের চরিত্র বড় ভাল ছিল না, তিনি বিবাহ করেন নাই, একটা বারনারী ঘটিত খুনী মামলার আসামী হইয়া, মকর্দ্দমার শেষ দিনে প্রহরিগণকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া নিরুদ্দেশ হন্। কাজেই সমস্ত বিষয়, তোমার পিতা গোবিন্দের হাতে আসিল। তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইয়াছিল। সকলেই শিশু ও বাল্যকালে মৃত হয়, সেজন্য তোমার জননী, সাতিশয় শোকার্ত্তা হইয়া বাবা তারকনাথের নিকট হত্যা দেন, তাহার কিছুদিন পরে তোমার জন্ম, সূতিকাগারে জননী পাঁচ কড়া কড়ি লইয়া সদ্য-প্রসূত শিশুটীকে ধাত্রীর নিকট বিক্রয় করেন, বাল্যকালে সেই জন্য তোমাকে পাঁচ কড়ি বা পাঁচু বাবু বলিয়া ডাকিত, এখন বড় হইয়া তোমার নাম সনাতন রায় চৌধুরী হইয়াছে।

সনা—যিনি আমাদিগের বংশ পরিচয় এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন, তাঁহার পক্ষে আমার নামটা জানা বিচিত্র নয়।

মহা—বটে,—প্রদীপের দিকে মুখ কর, কপালটা দেখি, (সনাতন তথা করণ) তুমি সত্যব্রত, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সাহসী, কর্ম্মপটু ও কষ্ট-সহিষ্ণু, কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোন বাধা, কোন ক্লেশ সহ্য করিতে কাতর নহ।

সনা—সে কি রকম? বুঝতে পারলেম না।

মহা—প্রায় এক বৎসরের কিছু উপর হবে, তুমি গঙ্গাসাগরের নিকটে ধবলাট নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপে ব্যাঘ্র শীকার করিতে গিয়াছিলে, তথায় কৃষকের সামান্য কুটীরে, কদন্ন আহার করিয়া একপক্ষ কাল বাস করিয়াছিলে।

সনা—কেন আমি ত এক জোড়া বাঘ মেরে, তবে বাড়ী ফিরি।

মহা—আমি ও তাহাই বলিতেছিলাম।

সনা—এ কথাত খবরের কাগজে পর্য্যন্ত বেরিয়েছিল, অনেকেই জানে।

মহা—বুঝেছি, আমার কথায় তোমার শ্রদ্ধা হচ্ছেনা, দু' একটা গুপ্ত কথা বলি শুন, কপোতাক্ষ নদীতীরে তোমাদের একখানা বড় বাগান আছে, নদীতে স্নানের বাঁধা ঘাট, তাহার এক পার্শ্বে তোমাদিগের পিতামহ স্থাপিত একটী শিব মন্দির ও অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড বট্‌গাছ আছে। সেই বট্‌গাছের তলায় একটী বালক ও বালিকা খেলা করিত, বালিকাটী বালক অপেক্ষা আট নয় বৎসরের ছোট হবে।

সনা—ওঃ, আপনি ননীবালার কথা বল্‌ছেন, আমিই তাকে প্রথম ক—খ পড়িতে শিখাই, সে বেশ মেধাবিনী, চার, পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সে, যে কোন বাঙ্গালা বহি অনর্গল পড়িতে পারিত।

মহা—তুমি যদি নিজেই সকল কথা বলে যাও, তবে আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন কি?

সনা—(অপ্রতিভ ভাবে) আজ্ঞে না না, আপনি বলে যান।

মহা—বাগানের সন্নিকটেই সেই বালিকার মাতা তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতেন, তিনি অতি দরিদ্রা, তাঁহার কুলীন স্বামীর অনেক বিবাহ, দুই তিন বৎসর অন্তর এক আধবার এই শ্বশুর বাটী আসিতেন, কখন কিছুই দিতেন না বরং এই শ্বশুরালয়ে ভাল-রূপ মর্য্যাদা পাইতেন না বলিয়া রাগ করিতেন। তোমার মাতা সেই অনাথার হাতে তোলা পৈতা ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিতেন, ও অসময়ে অভাগিনীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, তাঁহার বালিকাটিকেও পূজা পার্ব্বণে বসনাদি দিতেন ও ভালবাসিতেন। তাহাতেই তাঁহাদের সংসার কষ্টে সৃষ্টে কোনরূপে চলিত।

সনা— আমি শুনেছিলাম, ননীর একজন কাকা কলিকাতায় পাটের মহাজনী করিয়া অনেক টাকা রোজগার করেন, কোথায় নাকি জমিদারীও কিনেছিলেন, তিনিও কখন কখন তাহাদের সাহায্য করিতেন।

মহা—কালে ভদ্রে। সে যাহা হউক, বালিকার বয়স যখন নয় দশ বৎসর, সে একদিন নদীতে স্নান করিয়া, আলুলায়িত-কেশে, আর্দ্রবসনে, বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া মৃন্ময় শিব পূজা করিতেছিল। ঘাটে তখন অপর কেহই ছিল না, কেবল সেই বালকটী নীরবে আসিয়া, তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল। বালিকা একান্ত মনে পূজা করিতেছিল, বালকের আগমন বৃত্তান্ত সে কিছুই জানিতে পারে নাই। শেষে, পূজা সাঙ্গ হইলে সেই বালিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে অনুচ্চস্বরে "হে ঠাকুর! আমায় এই বর দাও, আমি যাকে চাই তাকে যেন পাই," বলিয়া বর প্রার্থনা করিতেছিল, তখন বালকটী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "তাহা হইলে তোমাকে চিরদিন আইবুড় থাকিতে হইবে"। বালিকা মাথা তুলিল না। দেবতার উদ্দেশ্যে বলিল, "ঠাকুর, তুমি যদি সত্য হও, আর তোমার চরণে আমার যদি অচলা ভক্তি থাকে, তবে তাকে আমার পায়ে ধরিয়ে ছাড়বেন"।

সনা—মশাই, না, না, প্রভো, বাধা দিচ্চি, মাপ করবেন, আপনি দেখছি সকল সংবাদই জানেন, আপনার কাছে আর গোপন রাখবো না; আমি যে বাল-চাপল্য বশতঃই ওরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিলাম, তাহা নহে, আমার তখন বয়স ১৮ কি ১৯ বৎসর হবে, আমি এ জীবনে কখন বিবাহ করবো না বলে স্থির সংকল্প করে রেখেছিলাম, যাহাতে সেই বালিকাটী আমার প্রতি

অনুরাগিণী না হয়, সেই জন্যই তাকে বিদ্রূপ করে, নিরস্ত করতে গিয়াছিলাম, নতুবা সে অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিল, আমার জননী তাহাকে দেখেইত. আর অন্য কোন কন্যাকে আমার উপযুক্ত পাত্রী বলে বিবেচনা করেন নাই!

মহা—কলিকাতায় লেখাপড়া সাঙ্গ হলে, তুমি আইন অধ্যায়ন জন্য বিলাতে যাইবে বলিয়াই, মাতাকে তোমার বিবাহ দিতে বাধা দিয়াছিলে। কিন্তু সেই ঘাটে দেখা শুনার পর সে বালিকা তোমার সহিত আর কখনও দেখা করে নাই। কেমন, এখন আমার কথায় প্রত্যয় হয়?

সনা—বুঝিলাম, আপনি অসাধারণ দৈব-জ্ঞান-সম্পন্ন মহাপুরুষ, জিজ্ঞাসা করি এখন সে বালিকাটী কোথায়?

মহা—ধ্যান করিয়া দেখি। (নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান) সে বা—লি—কা কা—ল কা—ল—গ্রা—সে নিপতিতা।

সনা—আহাহা! মারা গেছে? আমার মা যত দিন বেঁচে ছিলেন, তাদের খবরাখবর নিতেন, আমি কলিকাতায় কলেজে ভর্ত্তি হয়ে অবধি, তাদের আর বড় কোন সংবাদ রাখতেম না, বোধ হয় বড় কষ্টে পড়েই মারা গিয়ে থাকবে, কি পরিতাপ!

মহা—কি করবে বল। ভগবান যাহাকে ক্লেশ দেবেন, তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাহা অন্যথা কর।

সনা—আপনি দেখছি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি কে?

মহা—(বিরক্ত ভাবে) তুমি কি আমার পরিচয় লইবার জন্য এখানে এসেছ?

সনা—(অপ্রতিভ ভাবে) না, না, ক্ষমা করবেন।

মহা—তুমি আর কি কিছু শুনিতে চাও?

সনা—এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়াছেন, সকলইত প্রায় আমার জানা ছিল, নূতন কিছুত শুনিলাম না।

মহা—নূতন? তুমি নূতন শুনিতে চাও? বুঝেচি তোমার ভবিষ্যৎ ঘটনা শুনিতে বাসনা হইয়াছে, বেশ তোমার হাতখানা দীপের কাছে ভাল করিয়া ধর।

সনা—(তথাকরণ) হয়েছে কি?

মহা—না, আর একটু তুলে, হাতের রেখা গুলি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, হাঁ, হাঁ এইবার হয়েছে, (অনুচ্চস্বরে) সংস্কৃত বা হিন্দিতে বলিলে আবার দোকর করে বোঝাতে হবে, আমার ততটা অবকাশ নাই, উঁ, হুঁ, হুঁ, (কণ্ঠরব) তাইত তোমার দেখ্‌ছি ছয় মাসের মধ্যেই বিবাহ—

সনা—আমার বিবাহ! অসম্ভব! অসম্ভব!

মহা—স্থির হও, স্থির হও, আমি ঘটক নই। আমি তোমার বিবাহ দিতে আসি নাই, তোমার করতলে যাহা লিখিত আছে, তাহাই পাঠ করে শুনাইতেছি।

সনা—আমার হাতে কি বিবাহের কথাও লেখা আছে? প্রভো! সে নারীটী দেখিতে কেমন?

মহা—(হাসিয়া) এই বল্‌ছিলে বিবাহ অসম্ভব।

সনা—(অপ্রতিভ ভাবে মাথা হেট করণ) আপনি বলে যান।

মহা—করলেখা দেখিয়া সৌন্দর্য্যের বিষয় ঠিক বলা যায় না, অনেক সময়েই ভ্রম হয়।

সনা—আচ্ছা বলুন দেখি, তাকে প্রথম দেখবো কোথায়?

মহা—নদীতীরে, পর্ব্বতে বা, তীর্থক্ষেত্রে, পথেহপিচ।

সনা—ও রকম অনিশ্চিত আভাসে না বলে, অনুগ্রহ করে যদি আরও নির্দ্ধারিত করে বলেন, তাহা হইলেই বুঝব যে, আপনার এ বিদ্যাটা অভ্রান্ত।

মহা—এখনও সংশয় আছে? আচ্ছা হাতটা আরো একটু আলোকের পশ্চাতে ভাল করে ধর।

সনা—কেমন, এখন ঠিক দেখ্‌তে পাচ্চেন ত?

মহা—হাঁ, এখন যাহা বলি মনোযোগপূর্ব্বক শুনে যাও, প্রথম যখন সে যুবতীর সহিত দেখা হবে, তখন তাহার কণ্ঠহারে একখানা রামচন্দ্রী-মোহর দেখিতে পাইবে। সে রমণীটী অতি মুখরা, তুমি কথা কও বা না কও, সে প্রথমেই তোমার সহিত কথা কহিবে। পরে তাহার রূপে হউক, বা গুণে হউক, আকৃষ্ট হইয়া যখন তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাইবে, তখন সে বার বার তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিবে।

সনা—(স্বগত) ইনিত দেখছি অনেক রকমই বলে যাচ্ছেন, মুখরা, যুবতী, রূপগুণবতী, কিন্তু তাকে আমি সাধিব? আমায় আবার প্রত্যাখান করবে? না আরও কত শুনতে হবে। (প্রকাশ্যে) তার পর কি হবে ঠাকুর?

মহা—দুইবার অসম্মতি প্রকাশের পর, সে কামিনী কোনও ঘোর বিপদে পড়িবে, এমন কি তাহার জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হবে। দেখি দেখি হাতটা ভাল করে, বিপদটা জলে? না অনলে? রেখা গুলো ঠিক বোঝা যাইতেছে না, কিন্তু তোমার দ্বারাই তাহার প্রাণরক্ষা হবে, আবার তৃতীয় বার তুমি তাহার পাণি প্রার্থনা করবে, তাহাতেও যদি সে রমণী অস্বীকার করে, তাহা হইলে—না না আর শুনে কাজ নাই।

সনা—বলুন না ঠাকুর, বলে যান, বলে যান।

মহা—দেখ, কোন ঘোর অমঙ্গলের সংবাদ দিয়া, লোক্‌কে উদ্বিগ্ন বা ভীত করা উচিত নয়।

সনা—আমি বালক বা স্ত্রীলোক নই, যে একটা অশুভ সংবাদে বিচলিত হব।

মহা—নিতান্তই শুনবে, তবে শোন। সে তৃতীয় বার অস্বীকার করিলে, তুমি স্বহস্তেই আত্মজীবন শেষ করিবে।

সনা—হাঃ হাঃ আমি যখন একাকী বিকট ব্যাঘ্র মুখে দাঁড়াইতে পারি, বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার উপর ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া বিচরণ করিতে পারি, তখন জানিবেন যে, মৃত্যুভয় এ হৃদয়ে স্থান পায় না।

মহা—যাহার জীবনের বন্ধন নাই, তাহার প্রাণের মায়াও কম, সন্ন্যাসী বা সিপাহিরা সেই কারণেই অতি-সাহসী। তোমার সাহসের কথা জানি, সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধন, মান ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে তুমি বাল্যাবধি লালিত, একারণ তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল যে বিষয়ে তোমার অভাব দেখিলাম, সেই বিষয়টীরই উল্লেখ করিলাম জানিবে। তুমি বিজাতীয় শিক্ষাপ্রভাবে বিকৃত-মস্তিষ্ক ও আত্ম-গর্ব্বিত, তাই তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার জন্য এতটা সময় নষ্ট করিলাম। আর না, এক্ষণে বিদায় হও, আমার জপের সময় সমাগত।

সনা—মহাত্মন্, আপনার অপূর্ব্ব জ্ঞান, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অলৌকিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করুন। যদি অনুমতি করেন ত আপনাকে—কিছু—কিছু—

মহা—কিছু কি? কিছু দিতে চাও? "নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ" (ঝুলির ভিতর হইতে এক থলিয়া মোহর বাহির করিয়া সম্মুখস্থ রৌপ্য থালে ঢালিয়া দিলেন) লইয়া যাও, দীন, দুর্গত দুঃখীদিগকে ইহা বিতরণ করিও, তাহা হইলে আমি সমধিক প্রীত হইব।

সনা—(করযোড়ে) ক্ষমা করিবেন, দেব! মার্জ্জনা করিবেন। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত)

মহা—(আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া)—

জটা-কটাহ-সংভ্রম ভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোল-বীচিবল্লরী বিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোর-চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং তব ॥

সনা—কি সুললিত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ, ইনি সংস্কৃত ভাষা বেশ জানেন দেখ্‌চি।

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্ণৌ—দেবী দয়ালের কক্ষ।

(তরবারী হস্তে—দেবী দয়ালের প্রবেশ)

দেবী—এই টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটব, তবে ছাড়বো। জানেনা, আমায় জানেনা, আমি সর্‌দার দেবীদয়াল বাহাদুর, মহারাজ যোধপুরের এডিকঙ, আমার পরিবার ফেরার! একি বল্‌বার কথা! না কয়্‌বার কথা! একবার দেখা পেলে হয়, এই কুচি কুচি, কুচি, করে কেটে ফেল্‌বো, আর কাটা ঘায়ের উপর নুন্‌ ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেবো, তবে আমার রাগ যাবে। কি আস্পর্দ্ধা আমি কুকুরকে নাই দিয়ে মাথায় তুলেছি, কোথায় গরিবের ঘরের মেয়ে; এক মুটা অন্নের কাঙাল, আমি যে করেছিলাম বলেইত

তার এত মান, মর্য্যাদা, গহনাগাটি। সকলইত আমাহতে, তবু আমার কথার অবাধ্য, আমায় না বলে, না কয়ে, না জানিয়ে পালাল। আগরা হ'তে ত নিরুদ্দেশ হয়েছে, যোধপুরে খবর নিলাম্, সেখানে যায় নাই, মেয়েটার কাছেও ত শুনলেম, কোন খবর দেয় নাই, বাপের বাড়ী অচেনা পথ, এত দূর যে যাবে, তারও কোন সম্ভাবনা নাই। তবে গেল কোথা? একবার দেখা পেলে হয়, খান্ খান্ করে কাটবো, তবে ছাড়্বো জমাদার, জমাদার, ও জমাদার এক দফে ইধার আও।

(জমাদারের প্রবেশ)

জমা—ফরমাইয়ে হুজুর?

দেবী—তোম্‌রা বাত্‌সে হাম্ লক্‌নউমে আয়া, তুঁহিত হামকো বাতায়াথা যো মেরে বিবি লক্ষ্ণৌ গিয়া হোগা, আব্ দেখ্‌লাও, কাঁহা তেরা মুনিব হ্যায়।

জমা—হাম্ কেঁয়া করে মহারাজ, একরোজ্ গোপাল নোকর মেরে পাস্ কাহাথা কি আপকো জানানা লক্ষ্ণৌ হোকে অযোধ্যামে রামচন্দ্র মহারাজকি দর্শন করনে যায়েগী। ইস্ বাস্তে হাম্‌কো মালুম্ হুয়া কি, উন্‌নে লক্ষ্ণৌমে আয়ী হোগী।

দেবী—রাখ্‌দেও তেরে মালুম্‌কিয়া, হাম কুছ ওজর শুন্‌নে নেহি মাংতা, গোপাল, গোপাল, ওহি শালাতো যেত্তা বদ্‌মাস্ কো জড়্, একদফে উস্‌কা মুলাকাৎ মিলেতো, হাম্ ইস্ তলোয়ারসে উস্‌কো টুক্‌রা টুক্‌রা কর্‌কে কাটেঙ্গে।

জমা—আলবৎ হুজুর।

দেবী—দোনোকো কাট্‌কে কুর্ত্তাকো খিলায়েঙ্গে।

জমা—বহুৎ আচ্ছা, ধর্ম্মাবতার।

দেবী—আউর হাড্ডি লেকে গাড় ডালেঙ্গে।

জমা—বেসখ্ খোদাবন্দ্।

দেবী—আওর্, আওর্, আওর্ কেয়া করে ?

জমা—জো আপ্‌কো দিল্‌মে হোয়্ সো কি জিয়ে।

দেবী—নেহি, নেহি, উন্‌কি মার্‌ণা ঠিক্ নেহি হ্যায়, উও হাম্‌রা ব্রাহ্মণী হ্যায়।

জমা—ঠিক কহা আব্, ও আপ্‌কো জরু হ্যায় জাঁহাপানা।

দেবী—হাম্‌কো বহুৎ পেয়ার করতিথী।

জমা—হাঁ গরিব নেওয়াজ্, আপ্‌কো বহুৎ পেয়ারীথা।

দেবী—গোপাল ভি বহুৎ পুরাণা নোকর।

জমা—লেড়কা উমর্‌সে আপ্‌কা সেবা করতে করতে আব বুড্ডা হুয়া মেহেরবান্।

দেবী—তাতো সবই জানি, কিন্তু আমার প্রাণেশ্বরীকে না দেখ্‌লে যে আমার প্রাণ কেমন করে। আমি পাগল হ'য়ে পড়ি, চারিদিক্ অন্ধকার দেখি, জমাদার্‌রে তোকে আর দুঃখের কথা বল্‌বো কি ? প্রথম পক্ষের পরিবার সাত দিনের মেয়েটী রেখে মারা গেল, আমার বয়স তখন ৫০ কি ৫২ হবে, ঘরে একটা ভাই, কি বোন ছিল না যে, কাছে বসে দুটো মিষ্টি কথা কয়, কি কাছে শোয়।

জমা—এ ক্যা বাত্ বাবু, এ ক্যা বাত ? ছো ! ছো।

দেবী—ওরে তা বলিনি, জমাদার, ছো ! ছো !! তা বলিনি। বলছিলেম কি, আমার সেই ছোট মেয়েটাকে কাছে নিয়ে শোয়, তখন কি করি, আমি গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে, একলা পশ্চিমে এসে, অদৃষ্ট ক্রমে ত কিছু সংস্থান করলেম্, মান মর্য্যাদা হল, মহারাজ এডিকঙ্ করে, সরদার্ বাহাদুর খেলাৎ দিলেন, কিন্তু বুড়ো বয়সে পরিবার মারা যেয়ে, সংসারটা সব ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল।

জমা—ঠিক বাত হ্যায় হুজুর, জিস্‌কা ঘরমে জরু নেহি হ্যায়, উস্‌কা ইস্ দুনিয়া জাহান্নাম্ হ্যায় ধর্ম্মাবতার।

দেবী—কি করি বল, দেশে গেলেম, সকলেই পরামর্শ দিলে, আর একটী সংসার করতে। তাই দেখে শুনে, গরিবের ঘরথেকে, একটা, না না, একটী টুক্ টুকে সোমত্ত মেয়ে দেখে বে করলেম, আহা মেয়ে ত নয়, যেন প্রতিমাখানি। ভাবলুম, বিধাতার কি দয়া, যেন সেওড়াগাছে স্বর্ণলতা জড়াল, একদণ্ড চক্ষের আড় হ'লে দিশেহারা হতুম। আজ কিনা এক মাস তার চাঁদ মুখ খানি দেখি নাই রে জমাদার, দেখি নাই। (রোদন)

জমা—আহা হা, আপ্‌কা এত্তা দুঃখ্ দেখ্‌কে, হামারা ভি ছাতি কাট্ যাতা।

দেবী—ওরে তার যেমন রূপ, তেমনি গুণ ও ছিল যেরে, সে নিজের হাতে, আমায় কালাপেড়ে কাপড় পরিয়ে দিত, মাছের কাঁটা বেছে দিত, পাকা গোঁফে কলপ দিত, ছাঁচি পান ছেঁচে দিত, কোকলা দাঁতে খড়কে দিত, হায়! হায়! হায়! আমি নিজের দোষে সব খোয়ালেম্। কেনই বা তার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে গেলেম, তাতেইত সে বেরিয়ে, না না না পালিয়ে গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি বুড়োর মজা দেখছে, হায়! হায়! হায়! কোথায় ব্রাহ্মণী তুমি?

জমা—আইয়ে মহারাজ, রোও মত্, ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে আলবৎ উন্‌কি মুলাকাত মিলেগা। হামলোক তামাম্ হিন্দুস্থান ঢুঁড়কে দেখেঙ্গে। কাঁহা ছিপায়কে রহেগী, আপ্ আইয়ে।

দেবী—চল্, এক বার অযোধ্যাটা খুঁজে, কাশীতে যাবো চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মথুরা—(যমুনাতীর, পার্শ্বে সভীবৃক্ষ)

(সনাতনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চারিজন চৌবের প্রবেশ)

১ম চৌ—বাবু, আপ্‌কা নাম ?

২য় চৌ—আপ্‌কা ঘর কাঁহা বাবু ?

৩য় চৌ—আপ্‌কা পিতাকা নাম কেয়া হ্যায় বাবু ?

৪র্থ চৌ—মথুরামে আপ্‌কা চৌবে কৌন হৈ ?

সনা—যাও, যাও, দিক মত্‌ করো।

১ম চৌ—আরে বাবু নাম তো বাতাইয়ে।

২য় চৌ—আরে বাবু ঘর্ তো বাত্তাইয়ে।

৩য় চৌ—আরে বাবু পিতাকো নাম তো বাতাইয়ে।

৪র্থ চৌ—আরে বাবু হিঁয়াপর আপকা চৌবে কোন হ্যায়, সো ত বাতাইয়ে।

সনা—আঃ, হাম্ তীর্থ করনে নেহি আয়া।

১ম চৌ—আপ্‌ত বাঙ্গালী আছ।

২য় চৌ—আপ্‌ত হিন্দু আছ।

৩য় চৌ—আপ্‌ত বড়া আদমী আছ।

৪র্থ চৌ—আপকো ত চৌবে আছে।

সনা—হাম্ বেড়াত্তে এসেছি, চৌবে নেহি মাঙ্‌তা।

১ম চৌ—আপ্‌ কোন্ জাত হৈ ?

২য় চৌ—আপ ব্রাহ্মণ, কেয়া বেনিয়া হৈ ?

৩য় চৌ—আপ কায়স্ত, কেয়া গোয়ালা হৈ ?

৪র্থ চৌ—আপ্‌কা ঘর কল্‌কাত্তা হৈ, ইয়ে হুগলী হৈ ?

সনা—আমি কিছু বলব না, তোমরা ঝুট্ মুট্ বকো।

১ম চো—হাম্ রণছোঁড় চৌবে, কলকাত্তামে যেত্তা ঠাকুর লোক, মল্লিক লোক হামরা জজ্‌মান হ্যায়।

২য় চৌ—হাম্ গণেশ চৌবে, বড়বাজারকে যেত্তা শেট লোক, বসাক লোক, হামার জজ্‌মান হ্যায়।

৩য় চৌ—হাম্ ডাম্বু চৌবে, ঘোস্, বোস্, মিত্তির, দাস, দৎ, সব হামার জজ্‌মান হ্যায়।

৪র্থ চৌ—আরে বাবু, ওলোগ কৌন্ হ্যায়, হাম ত হনুমান চৌবে, যেত্তা বড়া আদ্‌মী, সিমলা, মলঙ্গা, হাটখোলা, চৌরঙ্গী, সবকোই হামরা জজ্‌মান। আপ্ হামারা পাশ আইয়ে।

সনা—তোম্ সব্‌কো একশোবার বলছি, দরকার নেই তবু তোমরা পেছনে পেছনে আতা।

১ম—বাবুজী গোসা করো কাহে?

২য়—বাবুজীকা মঙ্গল হোবে।

৩য়—বাবুজীকা ছেলিয়া পুলিয়া ভাল হোবে।

৪র্থ—বাবুজীকা বাপ, মাতারি, বহু ভালা হোবে।

সনা—(স্বগত) আমার তো বাপ্, মা, মাগ, ছেলে, ঢের। রোসো বাপু তোমাদের ভাগাচ্ছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু, তোমলোগ্ বলতো সামনের ঐ উঁচু লাল বড় বাড়িটে কেয়া হ্যায়? যে ঠিক বলতে পারবে, তাকে আমি চৌবে করব।

১ম—উও সতীকা বুরুজ হ্যায়, রাধা কিষণজী কি সমাজ।

২য়—উহাঁ পর কংশ মহারাজ কি রাণী সতী হুইথী।

৩য়—উয় উগ্রসেন মহারাজ কি বৈঠক হ্যায়।

৪র্থ—উয় লোগ কুছ্ জান্তা নেই, হাম্ ঠিক বাতাতা, কিশণজী মহারাজনে উস্‌পর চড় বৈঠ্‌কে কুজা রাণীকে সাত্ রাসলীলা কিয়াথা

সনা—তোম্‌লোক কেউ কিছু জান্তা নেই। তোমরা ঘরে যাকে পুছকে আও, যে ঠিক বলতে পারবে, আমি তাকে চৌবে কোর্‌বো।

১ম—আব্‌ জরেসে ঠারিয়ে, হাম অ্যাবি আতা হুঁ। (প্রস্থান)

২য়—মেরা বাপ্‌সে পুছ্‌কে আতা হুঁ। (প্রস্থান)

৩য়—হামারা নানাসে পুছ্‌কে আতা হুঁ, ও সব জান্তা। (প্রস্থান)

৪র্থ—হাম রহে কাহে? মেরে জরুসে পুছ্‌কে আতা হুঁ, উন্‌কি ইয়ে সব হাল মালুম হোগা। (প্রস্থান)

সনা—(স্বগত) আঃ আপদ গেল, বড় জ্বালাতন করে মার্‌ছিল। হায়! দেশের কি দুর্দ্দশা। তীর্থস্থানে, এখানেও সত্যের নাম নেই, কেবল পয়সার জন্য মিছে দোকানদারি আর প্রতারণা। জয়পুরের রাজ-দম্পতির সমাধিটা কি এরা জানেও না! হয়ত সত্য কথা বলিলে কেহ ত আর পয়সা দেবে না, তাই ঠাকুর দেবতার নাম দিয়ে যা তা একটা রচা কথা বলে দুপয়সা রোজগার করে। সে যা হোক, সেদিনকার সেই মহাপুরুষটি কে? ঋষি যা'ই বলুক, যে রকম খাঁটি বাঙ্গালায় কথা কইলে, নিশ্চয় সে বাঙ্গালী না হয়ে যায় না। কিন্তু লোকটা কে? সেই যে আমার জ্যাঠা মহাশয়, যিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, তিনি কি? তা নয়, তবে কে? অন্য কোন আত্মীয়? তা না হলে আমার বংশ, বাড়ী ঘর, শৈশবের সকল খবরই জানে দেখলেম। কলেজে ঢুকে অবধি, আর ও সব, হনুমান-চরিত্র, কাক-চরিত্র. কপাল দেখা, হাত গোণা, এসকল আর বিশ্বাস্ করি না। কিন্তু সেদিন এ লোকটা আমাকে অবাক্ করে দিলে। আর যে রকম সব অতীত ঘটনা বল্লে, তার একটাও ত মিথ্যা নয়। সেই অবধি আমার মনের ভিতর যেন একটা তোলপাড় হয়ে গেছে। আহা! সেই ননীর পুতলি ননী মারা পড়েছে শুনে অবধি, মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। সে

মালিকা আমায় বড় ভালবাস্ত, আমি ত তার কোন খবরই নিলেম না, পাছে আমি তার প্রতি অনুরক্ত হই, অথবা সেই যদি আমাতে আসক্তা হয়ে পড়ে, এই ভয়েই না তার কাছ থেকে সযত্নে দূরে থাক্‌তেম। আচ্ছা, সে যদি এত কষ্টে পড়েছিল, আমাকে একবার জানালে না কেন? দূর হোগ্‌, ওসকল ছাই ভস্ম আর ভাব্‌বো না।

(জানকীর প্রবেশ)

জানকী—মশাই, মশাই, বলতে পারেন কি, আপনি আমার মনিবকে কি এদিকে কোথাও দেখেছেন?

সনা—তোমার মনিব কে? আমি চিনি না ত।

জানকী—কুমারী অনুপমা দেবী, দিনাজপুরের জমিদারকন্যা।

সনা—না বাছা, আমি কোন স্ত্রীলোককে এখানে দেখি নাই।

জানকী—এখানে নাই দেখ্‌লেন, অন্য কোন পথে যাটে?

সনা—আমি ত তাঁকে চিনিনা যে দেখেছি কিনা বলবো।

জানকী—তাঁকে দেখ্‌তে খুব বেঁটেও নয়, খুব ঢেঙ্গাও নয়, মাঝারি গড়ন, দোহারা, দুধে গৌরবর্ণ, নীলাম্বরী সাড়ী পরা, তার উপর গোলাপী ওড়না গায়ে, সোমত্ত বয়েস, গায়ে গহনা আছে, তার চেহারা-খানা একবার দেখ্‌লে সহজে ভোলা যায় না।

সনা—কৈ, না, এমন কাকেও দেখেছি বলে মনে পড়্‌ছে না। তুমি তাঁকে খুঁজ্‌ছ কেন? তিনিই বা এখানে কেন?

জানকী—তিনি যে আমার মনিব, এখানে তাঁর সঙ্গে তীর্থ দেখ্‌তে এসেছি। আজ সন্ধ্যার সময় বিশ্রান্তিঘাটে, আরতি দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। সেখানে বড় ভীড়, বাহিরে আস্‌বার সময় আর তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের অধিকাংশ লোকই বৃন্দাবনে চলে গেছে, বাকি যারা সঙ্গে ছিল, চারিদিকে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তাঁর গায়ে অনেক টাকার গহনা আছে, এ সহরে চোরেদের যে রকম উৎপাত, তাতেই ভয় হয়, গহনার লোভে পাছে—

সনা—তা হলে ত আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এখুনি যাও। কোতোয়ালিতে খবর দাওগে।

জানকী—থানায় খবর দিতে আমরা আগেই লোক পাঠিয়েছি।

সনা—চল তবে, আমিও তোমাদের সঙ্গে খুঁজে দেখিগে।

জানকী—আপনাকে আর অতটা কষ্ট দিতে চাইনে, আমিই খুঁজতে চল্লেম্। আপনি এই টুকুন অনুগ্রহ করবেন, যদি দৈবক্রমে এই পথে তাঁকে দেখ্‌তে পান, তবে সঙ্গে করে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

(জানকীর প্রস্থান)

সনা—এ রকম ত প্রায়ই দেখা যায় যে, ভদ্রঘরের মেয়ে ছেলেরা তীর্থে এলে একলা লুকলো সেখানে সেখানে বেড়ায়। তাঁদের অভিভাবকের ভয় ততটা থাকে না, এটা বড় অন্যায়। কিম্বা ওঁদেরই দোষ দিই কেন, বাঁধা গরু ছাড়া পায় কিনা, আর ওঁদের ঠাকুর দেবতা দেখ্‌বার কিউরিয়সিটিটা (Curiosity) কিছু বেশী।

(অনুপমা দেবীর প্রবেশ)

অনু—মহাশয়, আপনি দেখ্‌ছি বাঙ্গালী, আমার বাসায় যাবার পথ্‌টা অনুগ্রহ করে বলে দিতে পারেন কি?

সনা—আপনার বাসা ত আমি দেখি নাই। এই মাত্র একটী স্ত্রীলোক আপনাকেই বোধহয় খুঁজ্‌ছিল।

অনু—কোথায়? কোথায়? সে কোন্ দিকে গেল? (গমনোদ্যতা)

সনা—সে গেছে এই দিকে, কিন্তু আপনাকে আর একাকিনী যেতে দিতে পারছিনা।

অনু—কেন, আমার অপরাধ?

সনা—কাহারও অপরাধের জন্য নয়; তবে কিনা এ প্রদেশে চোর ডাকাতের বড় ভয়। আপনি স্ত্রীলোক, একাকিনী, গায়ে গহনা রয়েছে।

অনু—ওঃ, সেটা আমার মনেই আসেনি, আপনি যে সে বিষয় সাবধান করেদিলেন, আমি তাহাতে পরম বাধিতা হলেম। এই খানেই না হয় একটু অপেক্ষা করি।

সনা—আপনার দাসীও এই দিকেই ফিরে আসতে পারে।

অনু—হ্যাঁ মশাই, ওই যে লাল পাথরের রথের মতন উঁচু পানা বাড়ীটি দেখা যাচ্ছে, ওটা কি বলতে পারেন?

সনা—ওটা বাড়ী নয়, অম্বরের রাজমহিষী বিহারীমল্লের পত্নী, ওই স্থানে মৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাটা স্মরণ রাখিবার জন্য, তাঁর মাতৃভক্ত পুত্র মহারাজ ভগবান দাস ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ঐ চতুষ্কোণ মঞ্চটা তৈয়ার করেদিয়াছিলেন, লোকে ওটিকে সতীবুরুজ বলে।

অনু—তাই নাকি? তবেত দেখ্‌ছি আগরার তাজমহল, আর এই সতীবুরুজ, দু'টাই নারীর পবিত্র প্রেম ও অটল সতীত্বের স্মৃতি-মন্দির। লোকে তাজে কেবল বাদশার অসীম ঐশ্বর্য্য, শিল্পীর অতুল গুণপনা ও বাহিরের চক্‌চকানি দেখে। তাহাতে বেগমের চরিত্রের ত কোন পরিচয় নাই। আর এই সতীবুরুজটি দেখে হিন্দুরমণীর অকপট পতিভক্তি ও অপার্থিব প্রেমের যে আদর্শ দেখি, তাহা পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কি? এটি এত ভাঙ্গাচূড়া কেন?

সনা—সতীবুরুজের ভগ্নদশা দেখে আপনার কি দুঃখ হচ্ছে?

অনু—বলেন কি, দুঃখ হবেনা? এদেশে কি মানুষ নেই? না, না, বোধ হয় অধমা হিন্দুরমণীর সমাজ ব'লে এত অবহেলা। লোকে এত

টাকা খরচ করে, কত দেবালয় প্রভৃতি স্থাপন করছে কিন্তু সতীর এমন অতুল কীর্ত্তির কাছে কিছু কি দাঁড়াতে পারে?

সনা—(স্বগত) ওহো! এমন উন্নতমনা উদারহৃদয়া মহিলা ত কখন দেখি নাই, আর এমন অলোকসামান্যা রূপবতী ও প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। সে দাসী ঠিক্ কথাই বলেছিল, এঁকে যে একবার দেখেছে সে আর ভুলতে পারে না। দূর হোক্ ছাই, পরস্ত্রীর সৌন্দর্য্য বিষয় লক্ষ্য করা ভদ্র লোকের উচিত নয়।

অনু—মহাশয়ের নিবাস? আপনারা?

সনা—আমাদিগের বাটী যশোহর জেলা, মহিমাপুর গ্রাম, আমরা ব্রাহ্মণ।

অনু—বেশ কথা মশাই, আমরাও ব্রাহ্মণ। যদি এ রাত্রে আমার বাসার সন্ধান না পাই, আপনার বাসাতে থাকৃতে পারবো।

সনা—(স্বগত) ইস্ ইনিতো দেখ্‌চি খুব সাহসিনী, জানাশুনা নাই, আমার বাসাতে থাকতে চান, না না হয়ত অতিশয় সরলা, তাতেই মনে কোন সংকোচ নাই। (প্রকাশ্যে) আমার ত এখানে বাসা নাই, আমি আজ রাত্রেই বৃন্দাবনে যাবো, সেজন্য এক খানা ভাড়া গাড়ি ঠিক্ করে রেখেছি, সন্ধ্যার পর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই রওনা হব মনে করেছি।

অনু—আমিও আজ রাত্রে বৃন্দাবনে যাব স্থির করে, লোকজন সব সেখানে পাঠিয়েছি। কেবল দু'এক জন পরিচারক মাত্র কাছে আছে। আপনার বাটী মহিমপুর বল্লেন না? সেখানে আমাদের দু'এক ঘর কুটুম্ব আছে। তাই মশাইয়ের নাম জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস করছি। কিছু মনে করবেন না।

সনা—আমার নাম শ্রীসনাতন রায়।

অনু—শুধু রায় না হবে, বুঝি রায়চৌধুরী হবেন? আপনার নাম তাঁদের মুখে অনেকবার শুনেছি, অপনি সেখানকার জমিদার।

সনা—লোকে অমন কাকে কিনা বলে।

অনু—তবেত দেখ্‌ছি, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। আপনার সঙ্গে নির্ভয়ে বৃন্দাবনে যেতে পারবো।

সনা—আপনার দেখছি খুব সাহস, আমি অপরিচিত লোক, আমার সহিত একাকিনী, এই রাত্রে এতটা পথ যেতে চান?

অনু—আপনার সৎস্বভাবের কথা শুনেছি বলেই, সাহস হয়। তা ছাড়া আমার গলায় যে দ্রব্য আছে, তাহার প্রভাবে কিছুতেই ভয় থাকে না।

সনা—কি দ্রব্য, কোন দেবতার মাদুলি বুঝি?

অনু—না মাদুলি নয়, একখানা মোহর, সীতাপতি রামচন্দ্র আঁকা একখানা মোহর। অনেকদিন হল একজন মহাপ্রভাবশালী সন্ন্যাসী আমাদের দিনাজপুরের ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি আমার কাকাকে এই মোহর খানা দিয়ে বলে যান যে, এখানা গলায় রাখলে, রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, ভয়, ডর কিছুই থাকে না। তাই আমি এখানা সর্ব্বদাই গলায় রাখি। কোন ভয় থাকে না। এই দেখুন না বরাবর গলায় রেখে এখানা কত ক্ষয়ে গেছে, তবু এখনও রামসীতার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সনা—(দেখিয়া) তাইত, সিংহাসনে রামসীতা, পদতলে আবার পবন-নন্দনের মূর্ত্তিও রয়েছে। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এত দেখ্‌ছি মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ বাণী কিছু কিছু মিলছে। নদীতীরে অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ, আবার তার গলায় রামচন্দ্রী মোহর! আমি এতদিন যে বিদ্যাটাকে অমূলক বুজরুকী বলে উপহাস করতেম, আজ স্বচক্ষেই দেখছি, সেটা হাতে হাতেই ফলছে। ভবিষ্যতে কি হবে, তা জানবার কি কোন বিদ্যা সত্যসত্যই আছে নাকি? পড়েছি বটে

Coming events, cast their shadows before কিন্তু সেটা ত যে ব্যক্তির ইভেণ্ট (Event) সেই জানবে, অপরে সেটা বলে কি করে ? তা আর ভেবেই বা কি করব ? দেখিনা কেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। (প্রকাশ্যে) বৃন্দাবনে আপনাদের বাসা কোথায় ঠিক করা হয়েছে, তা জানেন কি ?

অনু—আজ বৈকালে খবর পেয়েছি যে, আমাদের লোকেরা ধীরসমীর কুঞ্জে থাকবার বন্দোবস্ত করেছে। আপনি থাকবেন কোথা ?

সনা—বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জে।

(দুই জন বেহারার সহিত জানকীর প্রবেশ)

জানকী—এই যে, এখানে এসেছেন, আঃ বাঁচলেম্ বাবা, মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছি, কোথায় সন্ধ্যের আগে রওনা হব, না এতটা রাত হয়ে গেল।

অনু—কি করব বল, যে ভীড়, কোন্ পথে যেতে কোন্ পথে এলেম। এই সতীবুরুজটা দেখেইত চিনেছি যে, এই দিক দিয়ে আমাদের বাসায় যাবার পথ।

বেহারা—আইয়ে মায়ি, হাম লোক ডুলি লেকে উধার খাড়া হ্যায়।

অনু—চল যাই। (সনাতনের প্রতি) মহাশয়, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়, তবে আপনার গাড়ীখানা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নে যাবেন কি ? তাহলে আমরাও বোধ হয়, অধিক নিরাপদে যেতে পারব।

সনা—চলুন, তাই যাওয়া যাবে, রাত্রিকালে, বিশেষতঃ বিদেশে বহু যাত্রী একত্রে যাওয়া ভাল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবনপথ

(জানকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নফরার প্রবেশ)

নফরা—কেও, রাধে রাধে।

জানকী—রাধে রাধে। তুই পোড়ারমুখো কোথা থেকে পেছু নিয়েছিস্।

নফরা—কেন চাঁদ, তোমার ভয় হল নাকি ?

জানকী—ভয় হবে না ? আঁচলে যে ছোলাভাজা বাঁধা রয়েছে।

নফরা—তাতে কি ?

জানকি—এর দুটো যদি ছড়িয়ে দি, তাহলে তুই একলা কেন, তোদের দলশুদ্ধ ঝুপ্ ঝুপ্ করে ঘাড়ে এসে পড়বে।

নফরা—ঠিক্ বলেছিস্ যাদু, বৃন্দাবনে বানরের জ্বালায় তিষ্ঠান ভার।

জানকী—আগে বরং কিছু কম্ ছিল, তুই এসে অবধি তাদের পালের গোদাকে পেয়ে, উৎপাত বেশী হয়েছে।

নফরা—আমার কিসে বাঁদরামি দেখ্লে চাঁদ ?

জানকী—বাঁদরামি নয় আবার কিসে ? এই আট দশ দিন এখানে এসেছিস্, একটী দিন বই আমার সঙ্গে দেখা করিস্নি।

নফরা—মাইরি জানকী, শ্রীবিষ্ণু, সোনার মাণিক, তুই আমাকে এমনি ভালবাসিস্ বটে ; কি করি বল্, আমার মনিব যে তোদের ধীরসমীর কুঞ্জে সমস্ত দিন কাটিয়ে আসে, আমাকেই যে কেবল বাসা আগ্লে থাক্তে হয়।

জানকী—তোর মনিবটি ভাই বেশ লোক। সেই মথুরা থেকে কেমন হামরাই হয়ে আমাদের নিয়ে এলেন, আবার এখানে এসে, আমাদের কুঞ্জে পাহারাণ দেওয়া হয়েছে, সকালে ভাগবত পাঠ শোনেন, বৈকালে একসঙ্গে ঠাকুর দর্শন কর্তে বেরোন।

নফরা—রাত টুকু কেবল আমাদের বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জে জেগে কাটান্।

জানকী—আমরি রঙ্গ দেখ, জেগে রাত কাটান্ আবার কি? নাক্ ডাকিয়ে মজা করে ঘুম মারেন বল্।

নফরা—ও ভাই, তবে বলছি কি? বাবুর আমার আর তেমন আগেকার মত কড়া মেজাজ নাই, পেটে ক্ষিদে নাই, রাতে ঘুম নাই।

জানকী—কেন ভাই, কিছু অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?

নফরা—কি জানি ভাই, দেওয়ানজী মশাই বলেন, সেই সে রাত্রে আগ্রায় মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি, বাবু আমাদের যেন কী হয়ে গেছেন। তাঁর আর তেমন স্ফূর্ত্তি নাই, আবার বৃন্দাবনে এসে অবধি, কেমন উদাস্ উদাস্ হয়ে পড়েছেন। যখন একলা থাকেন, আপনার মনে কতই ভাবেন। কারও সঙ্গে বড় বেশী কথা কননা। ঋষিবাবু দু দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন, এক খানারও জবাব দেন নি। তাই তিনি পরশু এখানে এসেছেন। দেওয়ানজী মশাই বুঝি বাবুর কথা তাঁকে কিছু লিখে থাক্‌বেন।

জানকী—কেন? আমাদের কুঞ্জে এসে ত খুব হেঁসে হেঁসে সকলের সঙ্গে আলাপ করেন। আমার মনিবের কখন কি দরকার, কি করে মোচ্ছবটা ভাল রকমে সাঙ্গ হবে, দশজনে কিসে খোস্‌নাম করবে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের কিরূপ বিদায় দিলে তাদের কাছে আমার মনিবের নাম বেরুবে, কত রকমই খোঁজ নেন্। এমন কি তাঁরা বেলা করে খেয়ে পাছে অসুখে পড়েন, তাই সকাল সকাল ভাগবতপাঠ বন্ধ করে দেন। যেন আমাদের ঘরের কতকালের আপনার লোক।

নফরা—বল্ দেখি ভাই জানকী, তোর মনিবের আজও বে হয়নি কেন?

জানকী—ও ভাই বড় ঘরের বড় কথা। কুলীন বামুনের মেয়ে কিনা, তাতে

আবার টাকার গদির উপর বসে আছেন, সেই জন্য বড়ঘর, মনের মতন বর না হলে ত বে হবে না।

নফরা—কুলীন বামুনের ঘরে অনন ঢের বড় মেয়ে আইবুড়ো থাকে। ক'দিন হতে একটা কথা বলবো বলবো মনে কর্‌ছি, আবার ভুলে যাই। তোরাও ত ভাই সে মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করেছিলি। যে দিন বাবু আর ঋষিবাবু তাঁকে দেখ্‌তে যান, তার পরদিন দিনের বেলায় আমি আর দেওয়ানজী দু'জনে সেই ভাঙ্গা ফটকওয়ালা বাগানে মহাপুরুষের সন্ধানে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর দেখা পেলেম না। সেখানকার লোকেরাও কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। আমাদের কপাল মন্দ কিনা, তাই মহাপুরুষের দর্শন মিল্‌বে কেন?

জান্‌কী—ও ভাই, তাঁরা হলেন যোগী ঋষি. সন্ন্যাসী লোক। আজ এখানে, কাল সেখানে, কখন কোথায় থাকেন, তার ঠিকানা কি? আমরা কেবল একদিন মাত্র তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। সহজে কি তাঁর দেখা মিলে? না যাকে তাকে দেখা দেন?

নফরা—হাঁ, দেখ ভাই জান্‌কী, তোকে একটা মনের কথা বলি শোন্‌। আমার মনিবের সঙ্গে যদি তোর মনিবের বে হয়, তো বেশ হয়। কেমন মানায় বল দেখি?

জান্‌কী—দূর্‌ পোড়ারমুখো, আমার মনিব কি একটা হেঁজি পেঁজি লোক যে, তোর মনিবকে বে কর্‌বেন।

নফরা—আমোলোলো, গরুবি, আমার মনিবই কি যে সে লোক, যে তোর মনিবকে বে কর্‌তে যাবে। আমি ও একটা ঠাট্টা কর্‌ছিলুম।

জান্‌কী—বটেরে আলপেয়ে, ড্যাক্‌রা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা?

যা আজ থেকে তোর সঙ্গে আড়ি, আর তোর সঙ্গে কথা কইব না।

নফরা—না ভাই, না ভাই, ও আমার হীরের টুক্‌রো মানিকের কথা, তুই তাই রাগ করিস্‌ কেন? তুই যদি রাগ কর্‌বি ত আমি দাঁড়াই কোথায়?

জানকী—আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বলবি বল্‌, তবে তোর সঙ্গে কথা কইব।

নফরা—কি কথা?

জানকী—এ বিয়ের কথাটা কি তোর বাবু বলেছেন? না, তুই নিজে বল্‌ছিস?

নফরা—না ভাই, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌তে পারি, বাবু বলেন নি। আমাতে আর ভোলানজিতে এই কথা হচ্ছিল। বাবু বড় চাপা লোক, তিনি কি সহজে কোন কথা প্রকাশ করেন। মহাপুরুষের সঙ্গে যে রাত্রে দেখা করে ফিরে আসেন, সে সময়ে ঋষিবাবু কত কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু বাবু কোন কথাই তাঁকে ভাঙ্গেন নাই। কেবল বল্লেন, "তুমি যেরকম ভীতু লোক, তোমার ও সকল কথা শুনে কাজ নাই, সে সব শুন্‌লে তুমি হয়ত ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে।"

জানকী—নে ভাই বেলা গেল, আমাদের বাসায় ঋষিবাবুর নিমন্ত্রণ তা জানিস্‌?

নফরা—শুধুই কি ঋষিবাবুর? বাবুর ও আছে, তা হলে আমিও সেখানে পেসাদ্‌ পাব।

জানকী—তবে দেখ্‌ছি, আমাকে আজ বেশী করে খাবার পাতে নিতে হবে।

নফরা—সেটা যে আমার ভাগ্যি রে চাঁদ, যে তোর পেসাদ্ পাব।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ঋষিকেশ ও সনাতনের প্রবেশ)

ঋষি—ত্থাখ দাদা, আমি কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি নানাতীর্থ দেখ্লেম, কিন্তু বৃন্দাবনের ন্যায়, এমন রমনীয় শান্তিময় স্থান আর কোথাও দেখ্লেম না। এখানে নগরের সে হৈ হৈ রৈ রৈ কোলাহল নাই, শুধু নরনারী বলে নয়, পশুপক্ষী, এমন কি তরুলতাগুলি পর্য্যন্ত কেমন একটু কোমল মাধুরীমাখা। বানরের যা কিছু উৎপাত, তাহাও কৌতুকজনক। যে দিকেই চাও শেঠেদের, লালাবাবুর, হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশীয় রাজাগণের কীর্ত্তি, কোথাও দেবালয়, কোথাও সদাব্রত। আহা! সাহাকুন্দন লালদের শাদা পাথরের ঠাকুরবাড়িটী যেন ফুলে ফুলে গড়া। আর এখানে আসবামাত্রই মন যেন ভক্তি ও প্রেমে আপনি অবনত হয়ে পড়ে। লোকে যে বলে বৃন্দাবন নিত্যধাম তা আপনিই প্রতীতি জন্মে। অন্য পরের কথা কি? এই দেখনা দাদা, তোমারই স্বভাবের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমি তা বলে তোমার নিন্দা কর্‌ছিনা। আগে একটু কেমন রুখু রুখু কাঠ খোট্টা ভাব ছিল, এখন সে টুকু ঘুচে যেয়ে বেশ মোলায়েম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদা আমার কথায় হাঁস্লে কেন? আমার কথাগুলি কি মিথ্যা ভাব্‌ছ?

সনা—না ঋষি, তোর কথাগুলি মিথ্যা বলে হাঁসি নাই, তুমি আমার স্বভাবের যে পরিবর্ত্তনের কথা বললে, সেটিকে আমার নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতা ব'লে হাঁস্‌ছি, কিন্তু সে দুর্ব্বলতার ভেতরও কেমন একটু সুমধুর সুখ আছে, তাতেই আমাকে কোমল প্রকৃতি

বলে ভাবছ। তোমায় সকল কথা খুলে না বল্‌লে ঠিক বুঝবে না।

ঋষি—দাদা, খুলে বল আর নাই বল, আমি বোধ করি কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি।

সনা—তুমি ভাবছ বুঝি, আমি কুমারী অনুপমা দেবীর রূপে মোহিত হয়ে, তাঁর এত খবরাখবর নিচ্ছি Far from it, it is only sympathy and not love. ভেবে দেখ, একটী স্বজাতীয়া বিপন্না বালিকা, না হয় যুবতীই ধর, বিদেশে একজন ভদ্রলোকের কাছে, এই একটু সামান্য উপকার, কিনা তাকে নিরাপদে বৃন্দাবনে আনিবার প্রার্থনা করলে, তা সেটা রি'ফউস্ (Refuse) করা কি ভদ্র লোকের উচিত? আর তারপর, বৃন্দাবনে এসে, যখন নিজের অপর কোন ভাল অভিভাবক নাই বলে, সেই ভদ্রলোককে পুণ্যকর্ম্মগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করাইবার জন্য, যদি অনুরোধ করে, তা হলে সেই ভদ্রলোক কি তাহাতে না বল্‌তে পারে? তাতেই আমাকে ধীরসমীরে বারংবার যাতায়াত করতে হয়। অপর কিছু মনে কোরো না।

ঋষি—লোকে যে বলে, ঠাকুর ঘরে কে? না আমি ত কলা খাইনি, তুমিও দাদা আজ তাই করলে।

সনা—আহাহা, আমি কি ডিনাই (Deny) করছি যে She is indifferent to me তা নয়, অনুপমার কেমন একটু সরল সতেজ ভাব আছে, যাহাতে তাহার মুখশ্রী আরও সুন্দর দেখায়, Which I most take delight of, but it is not that I love her.

ঋষি—আচ্ছা ভাই, তোমার লভ্ (Love) না হয়ে ডিলাইটি (delighty) হল। উটি কে বল দেখি? যাকে সেই পরিচারিকা, ছোট বিদিমণি বলে ডাকছিল? যেন লজ্জাবতী লতার স্থায় সাদা সঙ্কুচিতা।

সনা—উটি যে অনুপমার মাসতুতো বোন, ওর নাম উমাসুন্দরী, বড় ভালমানুষ As mild as a lamb.

ঋষি—উনি এঁদের সঙ্গে কেন?

সনা—ভগিনীর সঙ্গে তীর্থ করতে এসেছে, ওর বৃদ্ধ পিতা, বিমাতার বশ, তাই বুঝি বনেনা বলে, হয়ত বোনের কাছে রয়েছে। সে কথা যাক্, বৃন্দাবনের কিছু স্কেচ্ (Sketch) নিলে কি?

ঋষি—হাঁ, কতক কতক নিয়েছি বৈকি, গোবিন্দজীর পুরান মন্দিরটি ত ভাল করে এঁকে পাঠাতে হবে, উটি যে জয়পুরের রাজাদের কীর্ত্তি। আর যা যা ভাল বুঝব এঁকে নোব।

সনা—বেশ বেশ, আমিও কতকগুলো বলে দেব, তোমার চক্ষু কেবল শীল্প-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। এখানে কি কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিবার যোগ্য তাহা কি জান? কোন্ স্থানে প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের কুটীর ছিল? কোন্ স্থান হ'তে আকবর বাদসা, তাঁকে আগরায় নিয়ে যান? কেহ তা বলতে পারে না, রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বঙ্গ দেশীয় বৈষ্ণব কাহারা, মুসলমান রাজত্বের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, হাঁটা পথে, এত দুর পশ্চিমে এসে, এই লুপ্ত বৃন্দাবনের উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরা কোন্ কোন্ কুঞ্জে বাস করে, কি কি কাজ করেছিলেন, তাহা কয়জন জানে? বা সন্ধান রাখে? আমি খুঁজে খুঁজে

মনে করেছি, কিন্তু অবকাশ পাচ্ছি না। চল, আজ হরিদাস স্বামীর কুঞ্জ দেখতে যাই।

ঋষি—চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(বৃন্দাবন, শেঠেদের মন্দিরের সম্মুখ)

(জান্‌কী, ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

জান্‌কী—ছোট্‌ দিদিমণি, ঋষিবাবু আমাদের সঙ্গে আস্‌তে আস্‌তে কেন পেচিয়ে পড়লেন জান কি? ঐ দেখ না শেঠেদের মন্দিরের দিকে এদিকে ওদিকে চেয়ে হয়ত ছবি আঁক্‌বার মতলব্‌ আঁট্‌ছেন। ঐ নাও আবার হন্‌ হন্‌ করে এ দিকে আস্‌ছেন।

(ঋষির প্রবেশ)

জান্‌কী—দেখুন ঋষিবাবু, আপনি এসে অবধি আমাদের ঠাকুর দর্শনের বেশ সুবিধা হয়েছে। বড়বাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত জায়গায় যেতে চান্‌ না, বলেন, "ওগুলো আর দেখবে কি? ও সবইত আধুনিক কৃত্রিম।" আপ্‌নি বেশ লোক, যেখানে বলি সেখানেই নে যান্‌।

ঋষি—তোমরা প্রায় অন্দরে বদ্ধ থাক, ভালমন্দ জিনিষ বড় একটা দেখ্‌তে পাওনা, তাতেই কোন একটা নূতন দ্রব্য বা স্থানের নাম শুনলেই, তোমাদের সহজেই দেখবার আগ্রহ হয়। আমরা নাকি পাঁচটা দেখ্‌ছি শুন্‌ছি, সেইজন্যই আমাদের অতটা কৌতুহল থাকে না।

উমা—(জনান্তিকে জান্‌কীর প্রতি) বল্‌না জানকি, আজ আমাদের সঙ্গে লয়ে, সেবাকুঞ্জে লক্ষ্মী দেখতে নিয়ে যাবেন।

জানকী—তুমি নিজে বলনা কেন?

উমা—আমি তা পারবো না।

ঋষি—উনি কি বলছেন?

জানকী—ওগো, বেলবনে কোথায় লক্ষ্মী আছেন, উনি তাই দেখতে যেতে চান।

ঋষি—সে যে যমুনার ওপারে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আজ আর যাওয়া হবে না। কাল প্রাতে দাদাকে বলে, নৌকা ভাড়া করে নিয়ে যাব।

উমা—তিনি যাবেন ত? দিদি যাবে ত?

ঋষি—হাঁ, তাঁরাও যাবেন বৈকি।

জানকী—কেন, তুমি ঋষিবাবুর সঙ্গে কি একলা যেতে পারবে না?

উমা—(মাথা নাড়িয়া) না।

জানকী—আচ্ছা, ঠাকুর দেখতে যেন আমরা সঙ্গে গেলেম, কিন্তু যখন বরের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী যাবে; তখনও আমরা সঙ্গে যাব না কি?

উমা—দূর্ অভাগী।

ঋষি—(স্বগত) কি সুন্দর সলজ্জ স্বভাব,
মনোভাব মুখে নাহি ফোটে,
সদা সঙ্কুচিত, যেন কত অপরাধী।
কপোল কপালে মরি কি মাধুরী মাখা।
নয়ন পটোল-চেরা, সরল ভ্রূ দুটী,
সরমের কৌটা বলি ভ্রম হয় মনে।
স্নিগ্ধ সুধাকর-কান্তি, কোমল শরীরে।
বড় ভাগ্যবান্ বলি মানি সে জনেরে,
এ রমণী রত্ন, যার কণ্ঠহার হবে।
আমি—আমি কেন, দরিদ্র হইয়া,
হেন রত্ন প্রতি চাই লোলুপ নয়নে?

জান্‌কী—ছোটবাবু আপনি কি দেখ্‌ছেন? ছোটদিদির একখানা পট এঁকে দেবেন কি? উনি সে দিন আপনার আঁকা ছবিগুলো দেখে বড়ই তারিফ্‌ কর্‌ছিলেন।

উমা—জান্‌কী! যাই, আমি এখান থেকে চল্‌লেম। তুই বড় বেহায়া হয়েছিস্‌, বড়দিদিকে গিয়ে তোর কথা সব বলে দিচ্ছি।

ঋষি—না, ওর কোন দোষ নেই। আপনার চেহারাটী বাস্তবিকই আঁকবার মতন চেহারা বলে, জান্‌কী ওকথা বল্‌ছে। কিন্তু এখন আমি আপনার চেহারা আঁকতে পারব না। আমার আজও তত শক্তি হয় নাই, আরও দিনকতক শিখ্‌লে তবে যদি ও সৌন্দর্য্যের কিছু সাদৃশ্য আন্‌তে পারি।

উমা—আপনি আমায় এমন করে লজ্জা দেবেন না। (স্বগত) পুরুষমানুষের প্রায় এমন নরম মেজাজ দেখা যায় না। যেদিন থেকে এঁকে দেখ্‌ছি যেন আমাদের কতকালের পরিচিত, আপনার লোক বলে মনে হয়। যখনি দেখি, সদাই হাসি মুখ। কি কাজ করলে আমরা আনন্দ লাভ করব, তারই জন্য সদা ব্যস্ত। বড়দিদি আর জান্‌কী, সকলেই এঁকে নিয়ে আমার সঙ্গে তামাসা করেন, কেন? বুঝি বা মার কথায়? হবে।

জান্‌কী—এখন চল, আজ সকলে মিলে টিকারীর রাণীর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দর্শন কর্‌তে যাই চল। বেলা প্রায় পড়ে এলো।

(সাধুর প্রবেশ)

সাধু—মশাই, আপনারা আমাকে খান্‌কতক ঘুঁটে দিতে পারেন? আর সকল যোগাড় হয়েছে।

জান্‌কী—এ পথের মাঝে ঘুঁটে কোথায় পাব ঠাকুর? বাসায় যাবেন দোবো তখন।

ঋষি—এই পয়সা নিন্‌, কিনে নেবেন।

সাধু—আমার ঘুঁটের দরকার, পয়সার প্রয়োজন নাই। থাক্, অন্যত্র দেখিগে। আপনাদের মঙ্গল হোক।

(প্রস্থান)

ঋষি—এ লোকটা কে? বেশ নির্লোভ দেখছি ত। (অপর দিক দিয়া ঘুঁটেওয়ালীর প্রবেশ)

ঘুঁটেও—ঘুঁটে লিবি গো?

উমা—এই যে, জানকী একজন ঘুঁটেওয়ালী যাচ্চে, ডাক্‌না, আর ঠাকুরকেও ডেকে ঘুঁটে কিনে দেনা।

জানকী—ও ঘুঁটেওয়ালী। এখানে এস।

ঋষি—(নেপথ্যে উদ্দেশ করিয়া) ও মশাই, ওগো মশাই, ও ঠাকুর, এদিকে আসুন, ঘুঁটে নিয়ে যান।

উমা—ঐ যে ফিরেচেন, এই দিকে আস্‌ছেন।

জানকী—তোর এ ঘুঁটের দাম কত?

ঘুঁটেও—তিন পয়সা।

জানকী—না, আমরা বাসায় দু' পয়সা করে কিনি।

ঘুঁটেও—দে মাই, তাই দে।

ঋষি—নে বাছা। (পয়সা দান ও ঘুঁটেওয়ালীর প্রস্থান)

(সাধুর প্রবেশ)

ঋষি—নাও ঠাকুর, ঘুঁটে নিয়ে যাও।

সাধু—আমার এত ঘুঁটের আবশ্যক নাই, খান পাঁচ ছয় হলেই আজকের মত কাজ চলে যাবে। (কয়েকখানা ঘুঁটে লইল)

জানকী—ওমা! এ কখানা নিলে গো, সবই যে পড়ে রইল।

ঋষি—ঠাকুর, সব ঘুঁটেগুলোই লয়ে যান, দু'চার দিন চল্‌বে।

সাধু—না বাবা, আমার সঞ্চয়ের ত আবশ্যক নাই। কালকের জোগাড় কাল দেখ্‌ব।

ঋষি—কেন ঠাকুর, সঞ্চয়ে দোষ কি ?

সাধু—আপনারা বিষয়ী লোক। আপনাদের সঞ্চয়ে কোন দোষ নাই। কিন্তু আমি যে পথের পথিক, তাহাতে সঞ্চয়ে লোভ বাড়ে। আর শ্রীভগবানে নির্ভর না ক'রে, জীবের আপনাকেই কর্ত্তা বলে মনে অভিমান জন্মে।

ঋষি—সঞ্চয় না করলে, ধন না থাকলে, সংসার চল্‌বে কেমন করে ?

সাধু—এ সংসার-রূপ ব্রজভূমি যে বাবা, ইচ্ছাময় শ্রীহরির লীলা ক্ষেত্র, তিনিই দিচ্ছেন, তিনিই নিচ্ছেন, তুমি আমি কে ? যার যা'তে হলে ভাল হয়, তিনিই তা ঘটিয়ে দেন। এই স্বচক্ষেই ত দেখলেন, আজ আমার আহারের সকল যোগাড় হয়েছে, কেবল খানকতক ঘুঁটের অভাব হয়েছিল, শ্রীহরি তোমাদের হাত দিয়ে—তাহা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। যিনি আপনাকে আমাকে এ সংসারে পাঠিয়েছেন, সকল বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভর রাখুন, তিনিই অভীষ্ট পূরণ করবেন্। তিনি যে মঙ্গলময়। আমি কর্‌চি, আমরা করলেম্ সে অহংজ্ঞানটা যে ভ্রম মাত্র। শুনুন তবে—

গীত

হরি হে, তোমার এ সংসার।
আমি আমার ক'রে, মিছে মরি ঘুরে,
দুদিনের তরে কেন হেন অহঙ্কার ?
(হরি হে) তোমার অনন্ত খেলা বুঝি কেমন ক'রে,
অতুল-বিক্রম সিংহ, সেও ক্ষুধায় মরে,
(আবার দেখি রে) অলস অজগর তারও পেট ভরে,
কীটাণু কীটেরে, হরিহে, তুমি দাও আহার।

(হরি হে তুমি) সাগরে পর্ব্বত কর, পর্ব্বতে সাগর,
নগরে অরণ্য কর, অরণ্যে নগর,
তোমার শাসনে চলে বিশ্ব চরাচর,
জীবের দন্ত ছার, তুমিই ভবের কর্ণধার।

ঋষি—আপনার অপূর্ব্ব ঈশ্বরে নির্ভর, আশ্চর্য্য সংযমশিক্ষা। প্রণাম হই ঠাকুর। (প্রণাম)

জানকী—আমরাও ঠাকুর আপনাকে প্রণাম কর্‌ছি, আশীর্ব্বাদ করুন।

সাধু—(প্রতি প্রণাম) আপনারা কেন আমায় অপরাধী কর্‌ছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করবার কে মা? শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করুন, তিনি আশীর্ব্বাদের কর্ত্তা।

(প্রস্থান)

ঋষি— (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরে নির্ভর!
লোভ, অভিমান নাহিক হৃদয়ে।
এঁর কথা শুনে প্রীতি জন্মে মনে,
ভক্তি ভগবানে আপনি উদয় হয়।
নাহিক সঞ্চিত, ধন বলে, কোন ক্রমে—
মনে খেদ নাহি আর স্থান পায়!
তাঁর ইচ্ছামত যা হবার তাই হবে।
তিনি কর্ত্তা সদা যেন জাগে মনে।
স্রোতে তৃণ সম, দেব ইচ্ছাময়!
ভাসিব তোমার পদে নির্ভর করিয়া।

(স্বগত) আগরায় একজন মহাপুরুষকে দেখেছিলাম। আর এই একজন সাধুকে দেখ্‌লাম। শ্রীভগবান বুঝি এ পামরকে আশ্বাস দিবার জন্য, এ সাধুকে এখানে পাঠিয়েছেন।

জানকী—এখন চল যাই। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(বৃন্দাবন, ধীরসমীরের ছাদের উপর অনুপমা দেবী কৃত্রিম কুঞ্জবন সাজাইতেছেন।)

অনু—আমরা অবলা নারীজাতি বলেই কি, ভালমন্দ বুঝ্‌তে পারিনে। ঋষিবাবু বলেন যে, পুরুষেরা যেরূপ সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর, উদ্যান, সরোবর ইত্যাদি রচনা করতে পারে, স্ত্রীলোকেরা সেরূপ কোন কল্পনা মনেই আনতে পারে না। দেখিই না কেন, আজকে এই কুঞ্জ-বনটী সাজিয়েছি, ওঁরা দেখে কি বলেন ?

(জানকীর প্রবেশ)

জানকী—দিদিমণি, এই নাও আরও ফুল এনেছি, কোথায় কোথায় গেঁথে দেব বল ?

অনু—না না, আর কতকগুলো ফুল দিলে রূপ্‌ লিপানা, অবড়জঙ্গ দেখাবে। এ একরকম বেশ মানিয়েছে ভাল। সত্যিকার গাছে কি আর রাশ রাশ ফুল ধরে, দেখিস্‌নে কেমন এখানে একটী সেখানে দুটী, তাতে মানায় ভাল। তুই বরং ঐ ফুলভরা লতাটা আমায় দে। পেছন দিকে বেঁধে সামনে দিকে ঝুলিয়ে দি, দেখে বোধ হবে যেন ফুলের ভরে লতাটা আপনি ঝুলে পড়েছে। (তথা করণ) ভাল কথা, সে দিন কি হল ? কি বুঝ্‌লি ?

জানকী—বেলবনে লক্ষ্মী দেখতে, সে যেতে বল্‌ছিলেন।

অনু—আপনি বললে ?

জানকী—না, আমাকে দিয়ে বলালে। আমি ঋষিবাবুকে ছোট দিদিমণির একখানা ছবি আঁকবার কথা বল্‌লেম, তাতে তিনি একটু মুচ্‌কে হেঁসে, ঘাড় হেঁট করে বল্লেন যে, "আরও কিছুদিন শিখ্‌লে তবে আমি ওঁর ছবি আঁকতে পারবো।" এই যে, ছোট দিদিমণি উপরেই আসছেন।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা—দিদি, বেশ কুঞ্জবন সাজিয়েছ, তুমি রাইরাজা হয়ে বোসো, আমরা দেখি।

অনু—ওলো, আমি একলা বস্‌লে ত আর মানাবে না। তুমি বরং ঋষি-বাবুকে নিয়ে বোসো, আমরা যুগল-রূপ দেখে চক্ষু জুড়াই।

উমা—যাও দিদি, আমায় অমন ক'রে যখন তখন লজ্জা দিও না, তুমি কেন সনাতন বাবুকে নিয়ে বোসো না?

অনু—আমি যে লো আজন্ম কুমারী থাক্‌বো, কুঞ্জবনে একা বসলে ত আর আমায় মানাবে না। আমি বরং একটা কুয়োর ভেতর পড়ে থাক্‌বো, লোকে বল্‌বে "ঐ একটা পেত্নী রয়েছে।" তুই বোস্ ভাই, ঋষিবাবুর সঙ্গে তোর যে ভাব, এক সঙ্গে ঠাকুর দেখ্‌তে গেলি, আবার বেলবনে লক্ষ্মী দেখ্‌তে যেতে চাও।

উমা—তুমি দিদি বেশ লোক্ যা হোক্। তুমি সঙ্গে যাবো বলে পেছ কাটিয়ে পালালে। তখন বল্‌লে, "যা না ঋষিবাবু কি তোকে খেয়ে ফেল্‌বে, না পথে ফেলে দে চলে যাবে।" এখন আবার তাই ধরে তামাসা করছ, আর বেলবনে নে যাবার কথা, তুমিই ত শিখিয়ে দিয়েছিলে, তবু আমি মুখফুটে সেটা তাঁকে বলতে পারিনি।

অনু—হ্যাঁ, আমি তোমার গলা ধরে শেখাতে গিয়েছিলাম। আমি যদি ঘরে আগুন দিতে বলি, তুই কি তাই দিবি? এই নাও, তিনি আস্‌ছেন, আমি কিছু বল্‌বো কি?

উমা—তিনি ত আর একলা নন, দুজনেই আসছেন, আমি পালাই। আমার বড় লজ্জা করে, তুমি আবার, কি তামাসা করে বস্‌বে। (প্রস্থান উদ্যতা)

অনু—(অঞ্চল ধরিয়া) না লো না, দাঁড়া না, আমি কিছু বল্‌বো না। আসুন, আসুন।

(সনাতন ও ঋষির প্রবেশ)

সনা—মজলিস্‌টা আজ ছাতের উপর হয়েছে কেন ?

অনু—বিজয়ার পর আজ যে কোজাগর-পূর্ণিমা। আমাদের বাঙ্গালা দেশে, আজকের রাত্রে লক্ষ্মীপূজা হয়। এখানে বৃন্দাবনে আজ শরতের রাসযাত্রা। চারিদিকে চেয়ে দেখুন না, বৃন্দাবনে প্রায় সকল কুঞ্জেই খোলা ছাতের উপর, চাঁদের আলোয় রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে কত আনন্দ উৎসব গান বাজ্‌না হচ্চে। আমরাও আজ তাই খোলা ছাতের উপর বস্‌বার স্থান করেছি।

ঋষি—একি ! এযে বেশ সুন্দর কৃত্রিম কুঞ্জবন সাজান হয়েছে। ঠিক্ যেন স্বভাবজাত তরুলতাগুলি আপনি জন্মে একখানি কুটীরে পরিণত হয়েছে, তার উপর আবার ঐ পুষ্প বিকশিত লতাটী দোদুল্যমান থাকাতে যেন সত্যকার কুঞ্জকুটীর বলে ভ্রম হচ্ছে।

সনা—বাঃ বাঃ এ কুঞ্জকুটীর ত চমৎকার রচনা করা হয়েছে। এটী দেখে আমার মনে জয়দেব কবির সেই সুন্দর শ্লোকটা মনে পড়েছে,
"ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥

ঋষি—(জনান্তিকে) সে কি দাদা, এটা যে শরৎকালে, তুমি মলয়-সমীর, মধুকর-গুঞ্জন, কোকিল-কূজন, এসব পেলে কোথা ?

সনা—(জনান্তিকে) কি জানি ভাই ঋষি, আজিকার রাত্রে ঐ মেঘ-মুক্ত, প্রসন্ন দিক, নির্ম্মল নীল অনন্ত আকাশে ঐ "দিক্ সুন্দরী বদন-চন্দন-বিন্দুরিন্দুকে" দেখে আমার প্রাণের ভিতর যেন কেমন একটা আনন্দময় নব বসন্তের মধুর হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে। আমি যেন কি একটা, নূতন দেশে নূতন পথে চলেছি।

ঋষি—আজ কাল দাদা তুমি যে দেখ্‌ছি জয়দেব গোস্বামীর পরম ভক্ত হয়ে পড়েছ।

সনা—যেতে দাও ওসব কথা। ঋষি, তুমি ভাই আজ হেরে গেলে। কামিনী-কোমল-করে কমনীয়-কারুকর্ম্ম করা, কঠিন বা অসম্ভব নয়।

ঋষি—আমার সে ভ্রম ঘুচ্‌লো।

অনু—আপনারা ও সব কি কথা বল্‌ছেন? আপনারা যে এই কুঞ্জটী দেখে প্রীত হয়েছেন, সেটী আমার পরম সৌভাগ্য। এখন আপনারা ওর ভিতরে বসুন, তা হলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হবে।

সনা—আমরা বস্‌লে ত মানাবে না। আপনারাই বসুন যে মধুরে মধুরে মিশে মধুময় হয়ে পড়ুবে।

ঋষি—(জনান্তিকে) এতদিনে দাদা, বুঝি তোমার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখ্‌বার শক্তি বিকাশ হল?

সনা—(জনান্তিকে) নিশ্চয়, যেন আমার মনের ভিতর থেকে কি একটা অন্ধকার আবরণ অল্পে অল্পে সরে সরে যাচ্চে।

জানকী—মিছে আর শিষ্টাচারী করে, দাঁড়িয়ে কষ্ট পাওয়ার দরকার কি? আপনারা সকলেই যেয়ে ভিতরে বসুন না।

ঋষি—চলুন, তাই সকলে ভিতরে বসিগে চলুন।

(সকলের ভিতরে উপবেশন)

জানকী—দেখুন বড়বাবু, আপনি কাল মোচ্ছবের সময়, ব্রজবাসী ভোজনের, আর কাঙ্গালী বিদায়ের, যে রকম সুবেশ বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাতে সকলেই খুসী হয়ে গেছে। এত লোক জমে ছিল, কিন্তু একটুও গোলোযোগ হয়নি। সকলেই আপনার জয় জয় কার করছিল।

সনা—আমি সে প্রশংসার পাত্র নই। তোমার দিদিমণিকেই সকলে ধন্য ধন্য বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছিল।

অনু—আপনারা ও সকল কথা ছেড়ে দিন্। আপনাদের কি আর অন্য কোন কথা কবার নেই।

নেপথ্যে—জয় রাধা রাণী কি জয়, জয় দাতা ভক্ত কি জয়, জয় কুমারী দেবী কি জয়।

জান্‌কী—ঐ যে এত রাত্রে নীচের রাস্তায় আবার কতকগুলো ব্রজ-বালক এসে জড় হয়েচে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে বাছারা, তোরা কাল সকালে আসিস্, এখন বাড়ী যা।

অনু—না, না, বালকদিগকে ডাক্। আজ দেখ্‌ছিস্‌নে সকল কুঞ্জে কুঞ্জে কত যাত্রা, নাচ, গান, তামাসা হচ্চে, আমরা ঐ ছেলেদের মুখে দুটো হরিনাম শুনবো। জানিস্‌নে কি, আমাদের দেশে আজ কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, আজকের রাত্রিতে ঘুমুতে নেই।

জান্‌কী—বেশ বাবু, দিদিমণির কতই সাধ যায়, সমস্ত রাত্তির বুঝি ওদের গান শুনে কাটাবে?

নেপথ্যে—জয় রাধা রাণী কি জয়, জয় দাতা ভক্ত কি জয়, জয় কুমারী দেবী কি জয়।

উমা—ওদের উপরে ডাক্‌না, জান্‌কী।

জান্‌কী—(উচ্চৈঃস্বরে) ওরে বাছারা, নীচে থেকে আর অত চেঁচাতে হবে না, উপরে আয়।

(ব্রজবালকগণের প্রবেশ)

ব্রজ-বালক—জয় রাধা রাণী কি জয়, জয় দাতা ভক্ত কি জয়, জয় কুমারী দেবী কি জয়।

গুড়্‌গুড়্ গুড়্‌গুড়্ দামামা বাজে, উড়ে আর নিশান
কুঞ্জে কুঞ্জে গলি গলি কহে রাধা রাধা নাম॥

সনা—শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলেই বৃন্দাবন তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু এখানকার লোকেরা দেখ্‌ছি, পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বা বিদায় কালে, রাধা-রাধা বলে সম্ভাষণ করে, কেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে না। সকলেই রাধা রাধা বলে কেন?

ঋষি—দাদা, কলকেতায় গড্‌ সেভ্‌ দি কুইন (God save the Queen) শোনোনি। এও ত সেই রকম, প্রেমময়ী শ্রীরাধা যে বৃন্দাবনের অধিশ্বরী। তাঁর ধ্যানে যে আছে—

"তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীং"

সনা—(অনুপমার প্রতি) আপনি বড় যে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছেন? আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

অনু—আমি হীনবুদ্ধি অবলা। আমি এইটুকু মাত্র বুঝি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর রাধা অর্থে যিনি আরাধনা করেন, অর্থাৎ সেবিকা বা ভক্ত; ভক্ত ভিন্ন ভগবানের শক্তি, জ্ঞান, পূজা, সাধনা প্রভৃতি ভগবৎ-মহিমা জগতে আর কে প্রচার করেছে বা কর্‌তে পারে। ভক্তই ত আমাদিগকে ভগবান্‌কে চিনাইয়া দেন। সেই কারণে ভক্ত বা সেবিকা রাধার গৌরব-ঘোষণা বা সংবর্দ্ধনা।

ঋষি—আপনি ত আজ বেশ একটা নূতন রকমের কথা শুনালেন।

ব্রজবালকেরা— কুঞ্জবন্‌মে রাজা হোকে বৈঠে রাধা প্যারী।
কোটাল হোকে পাহারা ফিরে আপে বংশীধারী॥

সনা—এই দেখুন না, এই শ্লোকে রাধাকে সিংহাসনে রাজা করে বসান হয়েছে, আর শ্রীকৃষ্ণ কোটালী করছেন।

অনু—তা কেন। আমি কিন্তু এ শ্লোকের অর্থ এই বুঝি যে, ভগবান প্রিয় ভক্তকে সাধনার উচ্চতম আসনে বসিয়ে স্বয়ং তাহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করছেন।

ব্রজবালকেরা— ধূলী নয়, ধূলী নয়, গোপীর পদরেণু।
সেই রেণু মাথে চাথে নন্দের বেটা কানু॥

সনা—জয়দেবে পড়েছি "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদ-পল্লব-মুদারং"। কিন্তু এঁদের কাছে তার ওপর, গোপী পদ-রেণু তাও আবার মাথে চাথে।

অনু—ছি! ছি! ও কথা মুখে আন্‌বেন না। এখানে পদ শব্দের অর্থ পা নয়—শ্লোক, কবিতা, গীতি, গাথা বা স্তোত্র অর্থাৎ কিনা ভক্তের হৃদয় নিসৃত স্তোত্র-লহরীর মাধুর্য্য বা রসবিন্দু ভগবান নিজেই আস্বাদন করিতেছেন। ধূলী নয়, কিনা তুচ্ছ নয়।

ঋষি—দাদা, শুন্‌লেন ত, ভক্তিমতী অনুপমা দেবীর কেমন অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

সনা—আমাদের নীরস ভক্তিহীন প্রাণে ওসকল সরস, পবিত্র ভক্তির ভাব আস্‌বে কেন?

অনু—আপনারা ও কথা যেতে দিন। ও বাছারা, দু'টো লীলাপদ্‌ গাও তো, তোদের আমি খুব খুসী কর্‌বো।

ব্রজবালকেরা—বহুৎ আচ্ছা মায়ি, মায়ী বড় দাতা ভক্ত আছে, আও ভাইয়া, মায়ী লোক্‌কে দো চারঠো লীলাপদ্‌ শুনায়ে দে।

গীত

যশুমতি-কোলে কনক-কমল-সম
খেলত নন্দ-দুলালা।
উঠত বৈঠত গল-বেড়ি বাঁধত—
সুললিত বাহু-মৃণালা!
লঘু লঘু হাসত গদ গদ ভাবত
বিগলিত জননী-পরাণা।
স্তন বহি ক্ষীর ঝরু তিতি গই অঞ্চল
আঁখি-লোরে আঁধা নয়ানা।

অনু—মরি, মরি, মা যশোদার কি অসীম পুত্র বাৎসল্য। ছেলের মা না হলে এমন সুপবিত্র সুখ উপভোগ করা যায় না।

সনা—বহু পুণ্য না থাকলে বুঝি এমন সুমধুর ছবিটুকু দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এদের গান শুনে আবার আমার মাকে মনে পড়ছে। আমি অল্প বয়সে পিতৃহারা, বল্‌তে গেলে যার কোলে লালিত পালিত। যশোদার পুত্র-বাৎসল্য শুনে যেন সেই স্বর্গীয় মাকে আমার চক্ষের সাম্‌নে দেখ্‌ছি।

ঋষি—আহা এ যে স্বর্গের পবিত্র চিত্র।

গীত

ব্রজ বা—

শিশুগণ মেলি করতহি খেলি
যমুনাকে কুঞ্জবনে।
বেনু বাজাওত ধেনু চরাওত—
অকপট—ফুল্লবনে।
নাচত গাওত ধূলী উড়াওত—
হাত দেই নিজ মাথে।
বনফল আনি যমুনাকি পানি—
খাওত পিওত এক সাথে।

ঋষি—দাদা, সঙ্গীতের কি মোহিনী শক্তি। বাল্যকালের অতীত জীবনটাকে আবার যেন বর্ত্তমান করে দিলে।

সনা—ঠিক বলেছ ঋষি, এদের বালককণ্ঠে এ গানটা শুনে, আমার শৈশবের কত কথাই যেন মনে আসছে। তোমারও বোধ হয় মনে আছে, আমরা বাগানে যেয়ে কত ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি করতেম,

কখনও বা গাছে চড়ে ফল পেড়ে খেতেম, কখনও বা নদীতে সাঁতার দিতেম, আরও বাল্যের কত কথা ছায়ার ন্যায় মনে উদয় হচ্ছে। আহা সে একদিন কি সুখের দিনই গিয়েছে, আজ সেদিন কোথায়!

ঋষি—দাদা, তখন ত আর সংসারের কুটীলতা, আত্মভিমানে মত্ততা ও বিষয়ের বিষে মনটা কলুষিত হয় নাই। সরল প্রাণে যা যা দেখ্‌তেম সকলই সুন্দর দেখাত।

গীত।

ব্রজ বা—

সখিরে! ইয়ে কেয়া মেরা ভেল?
থির-বিজুড়ি সম তিলেক দরশ দেই
অবলা সরম কাড়ি নেল।
যো করু পরাণ মম, মুহে কেয়া বাতায়ব
ধরম ভরম টুটি গেল।
তরু গুণে লুবধা, হিয়া তৈ মুগুধা
প্রেম ফাঁসি গল বেড়ী দেল।
বিনিমূলে কায়মন চরণে বিকায়নু
শ্যামরূপে কৈসন কেল।

সনা—(স্বগত) একি! এ গানটা শুনে আমার প্রাণের ভিতরটা এত, আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? যেন আমি কোন্ অজানা জ্যোতির্ম্ময় দেশে একাকী পড়ে আছি। কিসের আলো, দেখ্‌তে পারছি না। স্নিগ্ধ অথচ অস্পষ্টালোকে যেন কাকে খুঁজ্‌ছি। কি যেন ছিল, কে যেন নাই, কি বলি বলি যেন ভুলে যাই, চলে যেতে যাই, পা যেন উঠে না, এ আমার আবার কি হল? এটা কি আমার স্বপ্ন? না, তা কেন। ঐ যে নীলাকাশে পূর্ণ শশধর দেখ্‌ছি, উজ্জ্বল তারা নক্ষত্র রয়েছে দেখ্‌ছি, এই যে ঋষি

আর এঁরা সব রয়েছেন, তাও দেখ্‌ছি; আমার এ কেমন চিত্ত-বিভ্রম হোলো?

ঋষি—দাদা, আজ্‌কের রাত্রে, এই সুবিমল চন্দ্রালোকে এ সুধাময় গান আমার প্রাণের সঙ্গে যেন মিশিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় চিরদিনের জন্য এ সুখ রজনী মনে স্মরণ থাকবে।

সনা—আমি তো ভাই কখনই ভুলবো না। আমার কঠোর প্রাণে, পাষাণে অঙ্কিত লেখার ন্যায় আজীবন খোদিত থাক্‌বে। এস বালকেরা, বেশ গেয়েছে, এই বক্‌সিস্‌ নাও। (মোহর দান)

ব্রজ বা—বাবুজিকা মঙ্গল হোয়, মনস্কামনা পুরণ হোয়।

উমা— আরো গান শুন্‌বে কি?

অনু—না, আর না, রাত্রি অধিক হয়েছে। এঁদের এখনও জলযোগ্‌ করান হয় নাই। যাত জান্‌কি, ব্রজবালকদের একখানা করে কাপড় আর একটা করে মোহরদিগে যা।

জান্‌কী—আয়রে বাছারা, তোদের আজ অদৃষ্ট ভাল, দুটো করে মোহর আবার কাপড় পেলি।

ব্রজ বা—জয় রাধা রাণী কি জয়, জয় দাতা ভক্ত কি জয়, জয় কুমারী দেবী কি জয়।

অনু—আর দেখ উমা, তুমিও ঋষিবাবুকে নিয়ে নিচে যেয়ে পাতে বসাও গে, আমি এলেম্‌ বলে।

(সনাতন ও অনুপমা ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

অনু—আপনি নাকি কোথায় যাবেন শুন্‌চি?

সনা—হাঁ, প্রায় এক মাসের উপর এখানে রইলাম; আরো থেকে কি করবো।

অনু—কেন, আমরা ত আছি, আপনি গেলে আমাদের বিশেষ ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। আপনি আমাদের যেরূপ যত্নআর্তি করেন,

খবরাখবর ল্যান্, তাহাতে আমরা পরম বাধিত আছি। আপনি কেন আরও কিছুদিন এখানে থাকুন না?

সনা—থাক্‌বো বলে মনেও করেছিলাম, সেটা কিন্তু আপনার একটা কথার উপর নির্ভর করছে।

অনু—আমার মতের উপর নির্ভর করে, এমন কি কথা?

সনা—যদি কোন কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সেটা অনধিকার চর্চ্চা বলে মনে করবেন না তো?

অনু—না, না, আমি কি আপনাকে পর ভাবি, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

সনা—আজীবন আপনি কুমারী থাক্‌বেন?

অনু—কেন?

সনা—কুমারী থাক্‌বেন যে, সে কথা বল্‌ছি না। কি কারণে যে আজও কুমারী আছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেম। যদি প্রকাশের কোনও বাধা থাকে, তবে শুন্‌তে চাই না।

অনু—না, গোপনীয় এমন কিছুই নাই। তবে কিনা (স্বগত) কি বলি? বলি যে, যেমন অনেক পুরুষে পত্নীগ্রহণ ক'রে, পায়ে শৃঙ্খল পর্‌তে চান না, আমিও তেমনি,—না, ও কথাটা অতি রূঢ় হবে, বরং বলি (প্রকাশ্যে) তবে কিনা, আমরা অধমা নারী-জাতি, সহজেই পরাধীনা, আবার কার পত্নী বা দাসী হয়ে, যে একটুকু স্বাধীনতা আছে, তাও খোয়াব? আমাদের দেশেও এরকম ঢের কুমারী, ভৈরবী, যোগিনী, সন্ন্যাসিনী ও দেবদাসী আছেন, আমিও না হয় তাঁদের মতন একজন ব্রহ্মচারিণী রইলেম।

সনা—দেখুন, আমি অনেক সুন্দরী দেখেছি সত্য, কিন্তু আপনার মত তেজঃস্বিনী রমণী কখন দেখি নাই। এরূপ সৌন্দর্য্য ও তেজের একত্র সমাবেশ জগতে দুর্ল্লভ। আপনার এ সংকল্প কি চিরদিন থাক্‌বে?

অনু—এখন ত আছে, মন না মতিভ্রম, পরে কি হবে কি ক'রে বোল্‌বো?

সনা—(স্বগত) একথা শুনেও কি আমার আর এখানে থাকা উচিত? এত আমাকে প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করা হল। আমায় প্রত্যাখ্যান করলে বটে, কিন্তু কি স্বতেজ সগর্ব্ব উক্তি! কেমন রাণীর মত স্বাধীনতা রক্ষার সুমহতী স্পৃহা। এই গুণেই ত আমি এত মোহিত হ'য়ে পড়েছি। যাক্ ও কথা। মিছে আর কেন আশায় থাকি? বিষয়ান্তরে মন দিয়ে, ভোলবার চেষ্টা দেখা যাক্।

অনু—রবিবাবু অপেক্ষা করছেন, আসুন আমরা নীচে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বিন্ধ্যাচল প্রান্তর, অদূরে পর্ব্বতমালা দৃশ্যমান)

(সনাতন একাকী পাদচারণ করিতেছেন)

সনা—
কি মধুর দৃশ্যাবলী—চিত্ত বিনোদন!
প্রকৃতির ক্রীড়াগার বিমল বিজন।
অদূরে পর্ব্বতমালা মেঘমালা প্রায়—
ধূম্র-বর্ণে শোভিতেছে গগনের গায়।
অগণিত তরুলতা গুল্ম-বিজড়িত
সান্ধ্য রবিকরে স্বর্ণ-মুকুট-মণ্ডিত।

ফুল, ফল, পাখীদল, শ্যামল প্রান্তর,
ঝরিছে নির্ঝর-বারি, ঝর ঝর ঝর ;
চারি'দকে শান্তিময়, সুস্নিগ্ধ সমীর,
তবু কেন মন মোর অশান্ত অধীর ?
প্রকৃতির শোভা দেখে জুড়াব অন্তরে,
আইলাম কোলাহল পরিহার করে।
ভুলিব ? ভুলিব তারে ? ভুলিতে কি চাই ?
না, না, না, যাবেনা ভোলা, ভুলে কাজ নাই।
বসায়ে সে চারু-মূর্ত্তি হৃদি-সিংহাসনে,
দেখিব বিরলে, সুখী হব মনে মনে।
যে চন্দ্রিকা আলো করে হৃদয় আমার,
কেন মেঘে ঢেকে, তাকে করিব আঁধার ?
ছি! ছি! ছি! একিরে মোর চিত্ত দুর্ব্বলতা!
খোয়াব পৌরুষ! যাবে আত্ম-স্বাধীনতা!
মোহিনী মায়ায় পড়ি, সোনার শৃঙ্খল
বিসর্জ্জন দিব উচ্চ বাসনা সকল!
হবেনা, হবেনা তাহা, হবেনা কখন,
ভুলিব, ভুলিব তারে, অবশ্য এ পণ।

(পরিভ্রমণ)

(দুইজন পাখীওয়ালার প্রবেশ)

গীত

পাখী ও— ফাঁকি দেকে পাখী কাঁহা ভাগারে।
দিলমে দিয়া বড়ী দাগারে।
কাঁহা জাউ, কেয়' করু, হরদম ঘুরি ফিরু
তেরে লিয়ে রাত ভোর জাগারে।

সনা—(স্বগত) এইত বেশ সুযোগ হয়েছে, অদূরে বন জঙ্গল। এখানে কোন শীকার পাওয়া যায় কিনা, এদের কাছে সন্ধান লইনা কেন। তাহলে মনের ভাব বদ্‌লে যাবে। একবার শীকারে মাত্‌লে, ও ছাই পাঁশ সব ভুলে যাব। মনে করেছিলেম, বোম্বাই হয়ে সীলোন যাবো, তাতে মনটা বড় সর্‌চেনা, কে যেন কি অদৃশ্য শৃঙ্খলে আমায় পেছু হতে টান্‌ছে। দিনকতক স্পোর্টিং (Sporting) চালাই, কাছেই জঙ্গল,। Games খুব পাওয়া যাবে, পরে মনটা একটু ঠাণ্ডা হলে, না হয় সীলোন যাব। আর সুবিধা হয় ত বে অব্‌ বেঙ্গল (Bay of Bengal) দিয়ে বর্ম্মাটা দেখে দেশে ফিরবো। তা হলেই মনের খাঁচ্‌ খোঁচ্‌ সব্‌ মিটে যাবে। (প্রকাশ্যে) ওরে ও পাখীওয়ালা।

১ম পা—কেন বাবু, কি বল্‌ছ বাবু?

২য় পা—পাখী লিবি বাবু, পাখী লিবি?

সনা—নারে, আমার পাখীর দরকার নেই।

২য় পা—তবে মিছে মিছে পিছে ডাক্‌ছিস্‌, কেন বাবু? বৌনির বেলা মিছে পিছে ডাক্‌লি।

সনা—ওরে, মিছে মিছে ডাকিনেরে। সন্ধ্যাবেলা কি তোদের বৌনির বেলা? এইনে, দুটো টাকা নে। আমি যা জান্তে চাই, তা ঠিক্‌ ঠিক্‌ করে বল্‌ দেখি।

১ম পা—ওরে, বাবু ত বড় ভাল বটেরে। পাখী নেলেনা, রূপেয়া দিলে।

২য় পা—বোল্‌ বাবু বোল্‌, কি পুছ্‌ কর্‌বি, বোল্‌?

সনা—তোরা আমার বলে দিতে পারিস্‌, এখানকার জঙ্গলে কোন রকম শীকার পাওয়া যায় কি না?

১ম পা—আপনি শীকরে পাখী খুঁজ্‌ছ বাবু?

২য় পা—হাঁ হাঁ, শীকরে পাখী মিল্‌বে, দু'চার রোজ পিছে এনে দেবে।

সনা—নারে, আমি শীকরে পাখী চাই না, শীকার করবার মত কোন জানোয়ার পাওয়া যায় কি না, তাই পুছ্ করছি।

১ম পা—শীকরে লিবি না, জানোয়ার লিবি ?

২য় পা—ওরে তু বুঝছিস্ না। আমি বুঝেছি, শীকরে দিয়ে জানোয়ার মারবে, আখেটা খেলবে।

সনা—হাঁ হাঁ, আখেটা খেলবো। কি কি জানোয়ার এখানে পাওয়া যায় ?

১ম পা—মিলবে, মিলবে, বারসিঙ্গা মিলবে, হরিণ মিলবে, ভাল্ মিলবে,

সনা—বড় বড় হাতী ? গণ্ডার ? কি কেঁদো বাঘ ?

২য় পা—এ তো মিলবে না। বরা মিলবে। কেতো সাহেবলোক বরচা করে বরা মেরে লে যায়।

সনা—বেশ মনে করে দিয়েছিস্। বন্দুকে অনেক শীকার করা গেছে। সেকেলে রাজা রাজরাদের মত এবার তীরধনুক্, তলোয়ার ও বর্ষায় মৃগয়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোরা জঙ্গলের পথ ভাল জানিস্ ত ? আমার সঙ্গে যেতে পারবি ?

১ম পা—পারবি বাবু, পারবি, তু দশ্ রোজের রাস্তা লে যাব বাবু।

২য় পা—কবে যাবি বাবু ?

সনা—আমার লগেজ্‌গুলো এসে পড়লেই যাবো। আজরোজ্ হপ্তা যাবো।

১ম পা—আপ্‌কো কাঁহা মিলবে বাবু ?

সনা—ঐ যে মাঠের মাঝখানে, একটা বাঙলা আছে দেখ্‌ছিস্ কি ? আমি ঐ বাঙলায় থাকি।

২য় পা—ওটাকে হাম্ লোক্ বিলাতি-কুঠী বলি। সাহেব্‌লোক্ সেতা থাকে।

সনা—হাঁ, সেই খানেই আমার সঙ্গে দেখা করিস্। এখন আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

১ম পা—চল্ ভেইয়া, দোঠো রুপেয়া মিলছে, চল্ মহুয়া পিবে।

২য় পা—হাঁ হাঁ, কিনবে চল্। লেকেন হাম হাঁড়িয়া পিতে পছন্দ করে।
হাঁড়িয়া পিনেসে কেয়া নেসামে দিল্ তর্ হো যাতা।

(উভয়ে নৃত্য ও গীত)

নয়না হেনে, ঘোম্‌টা টেনে, কাঁহা যাবি রে,
ওহো মুনিয়া, হো হো মুনিয়া।
হামার্ দিলে, দাগা দিলে, নিজেই দাগা পাবি রে?
ওহো মুনিয়া, হো হো মুনিয়া।
দোঠো বোলো মিঠা বাত্, আও মেরে সাথ্,
ওহো মুনিয়া, হো হো মুনিয়া।
হাম্‌রা ঘরে পেট্‌টা ভরে, হাঁড়িয়া খাবি রে,
ওহো মুনিয়া, হো হো মুনিয়া।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল—সনাতন বাবুর বাঙ্‌লা

(সনাতন ও ঋষি চেয়ারে আসীন)

সনা—দেখ ঋষি, আজকের এই পাইওনিয়ার (Pioneer) খবরের কাগজখানায় দেখছিলাম যে, বেনারসে যে আর্ট একজিবিসানটা (Art Exhibition) খুলবে, তাহাতে যদি কোন এদেশীয় লোক বেষ্ট (Best) অয়েল পেন্টিং (Oil painting) দেখাতে পারে, তাহলে Governor General তাঁকে এক হাজার টাকা রিওয়ার্ড (Reward) দেবেন। তুমি কেন এ অপারচুনিটি লুজ্ (Oppertunity loose) কর?

ঋষি—আমিও সেই চেষ্টায় আছি। কতকগুলো ছবি স্কেচ্ করে রেখেছি, ফিনিস্ (Finish) করে উঠ্‌তে পারি নাই। দেখি, কতদূর কি করে উঠতে পারি। এখনও দু'তিন মাস সময় আছে।

সনা—তোমার সে স্বপ্ন দেখার ছবিখানা কি করলে? আমার বিবেচনায় সেখানা খুব Vivid and Natural হয়েছে। বোধহয়, তোমার সকল পেন্টিং (Painting) অপেক্ষা Superior দাঁড়াবে।

ঋষি—সেখানা এক রকম ফিনিশ্ (Finish) করে এনেছি, বড় মন্দ দাঁড়াইনি। সেখানার কি নাম দেওয়া যায়, তাই ভাব্ছি।

সনা—কেন? স্বপ্নময়ী, না হয় স্বপ্নসুন্দরী, এই রকম্ একটা নাম দিলেই হবে।

ঋষি—বেশ বলেছ দাদা, স্বপ্নসুন্দরী নাম দেব। কৈ দাদা গেলেনা? বিন্ধ্যাচলে এসেছ, বিন্ধ্যবাসিনী, যোগমায়া, ভোগমায়া, দর্শন করতে যাবে বল্লে, তা গেলে না কেন?

সনা—বৃন্দাবনে অনেক ঠাকুর দর্শন করা হয়েছে। আর বেশী দেখ্তে ইচ্ছা করেনা, ভালও লাগে না।

ঋষি—সেকি দাদা, দেবতা দর্শনে তোমার এত অরুচি জন্মাল কেন? হিঁন্দুয়ানির উপর এত অভক্তি কোরো না। আগরার সেই মহাপুরুষের কথা ভুলে গেলে না কি?

সনা—ভুল্ব কেন? তাঁর কথাই ত আমি দিবানিশি ভাবি।

ঋষি—তবে বল দেখি দাদা, যদি ঠাকুর দেবতারা সত্য না হবেন, যদি মুনি ঋষিরা শাস্ত্র না লিখ্বেন, যদি হিন্দুধর্ম্ম অভ্রান্ত না হবে, তা হলে আগরার সে মহাপুরুষ অমন সব অদ্ভুত সত্য কথা বল্লেন কি করে।

সনা—আমার মনে ঐটুকুইত খট্কা। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী যেন কিছু কিছু মিলেছে। অতীত ঘটনা কেহ না কেহ যে কোন উপায়ে জান্তে পারে, কিন্তু ভাবি ঘটনার বিষয় মিলে যাচ্চে দেখেইত আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। আর ভারতের আর্য্য মুনিঋষিরা যে ভবিষ্যৎ দর্শনের একটা অলৌকিক গুপ্তবিদ্যা জান্তেন, সেটা অস্বীকার কর্ত্তে পারছি না।

ঋষি—ভাই, তুমি ইংরাজী লেখাপড়া শিখে যত বড় পণ্ডিতই হও, আর যাই হও, সিদ্ধপুরুষেরা যোগবলে এত অদ্ভুত ঘটনা করতে পারেন, যা সাহেবেরা সাতজন্মে বুঝতে পারবে না। তাঁদের Material জ্ঞানেও আস্‌বে না।

সনা—আমি বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের ভান্ করছি না। কেবল যাহা Reasoning এর ভিতর পাইনা, তাহা শীঘ্র বিশ্বাস করি না। সে কথা যাক্, তুমি বেনারসে যাবে কবে?

ঋষি—আগত হপ্তায়।

সনা—তুমি গেলে আমার বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। বেশ দু'জনে একসঙ্গে ছিলেম।

ঋষি—তুমিও ত যাবে?

সনা—হাঁ, কিন্তু এখন নয়, মাঘ মাসে Exhibition খোলবার কাছাকাছি যেতে পারি!

ঋষি—দাদা, একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে করছি।

সনা—বুঝেছি, ওকথা আর তুলো না। তুমি গেলেই একটা Sporting amusement সুরু কোর্‌বো।

ঋষি—কেন দাদা, বৃন্দাবনে তুমি ত বেশ প্রফুল্ল, মোলায়ম্, মাটির মানুষ হয়েগিয়েছিলে। এই দেখ, স্থানমাহাত্ম্য এখন বুঝতে পার্‌ছ ত। সেখানে যতদিন ছিলে, কেমন হেঁসে হেঁসে ঠাকুরদর্শন, শাস্ত্র-শ্রবণ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে সেবা, দান, ভক্তি, সকলই হয়েছিল। আর যাই সেখান ছেড়ে এলে, অমনি কিনা Sporting party join কর্‌বার্ মত্‌লব্ আঁটছ। মিছামিছি কতকগুলো জীবহিংসা করে নিজে নিষ্ঠুরতা অভ্যাস কর্‌বে, অথবা, বল্‌তে ভয় করে, কোন হিংস্রক জন্তুর মুখে আপনাকেই নিক্ষেপ কোরবে।

সনা—আমি পুরুষমানুষ হয়ে পৌরুষ লাভের চেষ্টা কোরবো। মৃগয়ার সুখ্‌কে তোমার কোমল প্রাণে নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু শীকার অন্বেষণে, পলায়িত পশুর পশ্চাদ্ধাবনে, মনে যে কত আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে, সেটা কি তুমি বুঝতে পারবে? যখন শ্বাপদ মুখে একাকী নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে, পরস্পর পরস্পরের প্রাণ-সংহারের চেষ্টা করি, সেটা যদি নৃশংসতা হয়, তাহলে শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি অভিধান থেকে তুলে দিও। আবার যখন সেই ভীষণ জন্তু গতাসু হয়ে পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়, তখন মনে যে কি আনন্দ হয়, তা আর মুখে বল্‌তে পারি না।

ঋষি—আমরা ভাই গরীবগুর্‌বো লোক, তোমার আনন্দ তুমিই বুঝতে পার। আমাদের ও ঘোড়ারোগে কাজ নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তাদের কোন খবরাখবর পেয়েছ কি?

সনা—কাদের, কুমারী অনুপমা দেবীর?

ঋষি—হাঁ আর এই—(মস্তক কণ্ডুয়ন)

সনা—আর উমাসুন্দরীর? তাঁদের একখানা পত্র প্রায় দিন ৩।৪ হল পেয়েছি। তাঁরা সকলে ভাল আছেন। এখন ভরতপুরে গেছেন। করৌলীতে মদনমোহন দর্শন কর্‌তে যাবেন। আমি ত কোন সংবাদ দিই নাই। আমি যে বিন্ধ্যাচলে এসেছি, তা তাঁরা জান্‌তে পারলেন কি করে?

ঋষি—সে পত্রে আমার কথা কিছু ছিল? তুমি পত্রের কি উত্তর দিলে?

সনা—আমাদের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা ছিল। আমি কোন উত্তর দিই নাই। মিছে কেন আর ও ঝঞ্ঝট্‌ রাখি?

ঋষি—এটা দাদা, তোমার বড় অন্যায় কাজ হয়েছে বলতে হবে। কেহ পত্র লিখ্‌লে তাহার উত্তর না দিলে, প্রকারান্তরে তাহাকে অপমান করা হয়, বিশেষ স্বজাতীয়া ভদ্রমহিলা।

সনা—ঋষি, আমি যতই চেপে যেতে যাই, তুমি ততই খুঁচিয়ে তুলছ। বলি শোন তবে, আমি ত বিবাহ করবই না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু বৃন্দাবনে একমাস অহরহ তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায়, মনের সে ভাব প্রায় কমে গিয়েছিল। শুধু যে তাঁহার বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখে ভুলেছিলাম, তা নয়। তাঁর যেমন কর্ম্মপটুতা, সতেজ-সাহস, আবার তেমন সকল লোকের প্রতি স্নেহ মমতা, দীনে দয়া। এতগুলি গুণ যে রমণীর, তাঁর প্রতি যে আমি আকৃষ্ট হব, সেটা বড় বিচিত্র নয়। কিন্তু তাঁহার মনোভাব জেনে দেখ্‌ছি যে, তিনি কুমারী-দশা ত্যাগ করতে অভিলাষিণী নন, তবে কেন আর?

ঋষি—সেই জন্যই বুঝি তাঁকে অপমান করতে হয়? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেও সাড়া দিবে না!

সনা—তাঁর সংস্রব পরিত্যাগ ভিন্ন তাঁকে ভোলবার অন্য উপায় কি? জান ত, Out of sight is out of mind.

ঋষি—সেই জন্যেই বুঝি, এই মৃগয়ার আয়োজন?

সনা—এক রকম, নয় কেন?

ঋষি—(স্বগত) দাদার লক্ষণটা বড় ভাল দেখছি না। যে রকম গোঁয়ার স্বভাব, এই মৃগয়া ব্যাপারে হয়ত একটা কোন দুঃসাহসীক কাজ করে বোসবেন, আমার নিষেধ ত শুনবেন না। তাঁদের লিখে দেখি কি করতে পারি, (প্রকাশ্যে) আমাকে সে চিঠিখানা দাওনা দাদা, আমি পড়ে দেখবো, উমাসুন্দরীর কি খবর আছে।

সনা—এই নাও (পত্রদান)

ঋষি—পত্রখানা যে ছিঁড়ে ফেলনি, সঙ্গে রেখছ যে, তবু ভাল। দাদা বিন্ধ্যাচল থেকে খানকতক গাছপালা ও জঙ্গলের ছবি এঁকে নিয়েছি। এখানকার পাহাড়গুলির View নেওয়া, তেমন

সুবিধাজনক নয়। কাশী যাবার পথে, ছোটখাট পাহাড় পর্ব্বতের ভাল View কোথায় আছে, বলতে পার কি ?

সনা—হাঁ, পারি বৈকি। চুণার পাহাড়ের উপর যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কেল্লাটা আছে, সেটা দেখতে বেশ, একখানা ছবি নেওয়া চলে। আর তা ছাড়া, কালী-খোভ বলে আর একটা পাহাড় ওখানে আছে, তার ওপর ঠাকুরদের একটা মন্দির আছে। যদি পার ত সেখানারও একটা ছবি তুলে নিও।

ঋষি—বেশ বলেছ দাদা। কাশী যাবার পথে চুণার ষ্টেশনে নেমে, যতটা পারি Hill View এঁকে নেব। এখন চল, একটু বেড়াইগে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল—বনপথ

(মৃগয়াবেশে বর্শা হস্তে সনাতন ও দুইজন পাখীওয়ালার প্রবেশ)

সনা—(ঘড়ি দেখিয়া) ইস্, বেলা যে দুটা, শীতকালের ছোট দিন কিনা, তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা হয়ে গেল, অতটা আর ঠাওর ছিল না। আজ সকালে শীকারের বড় সুবিধা হল না, বিকালে আহারাদির পর একবার বেরুতে হবে। সন্ধ্যাবেলা বরাহ কি ভাল্লুক নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

১ম পাও—হাঁ বাবু, সাঁজের বেলা, উথ্‌কা খেতি্‌মে বহুত ভাল্ মিল্‌বে।

২য় পাও—বাবু, তুমি চিড়িয়া মারেনা কেন? হামি তীর কামটা দেবে।

সনা—দুর ব্যাটা, ছোট ছোট গরিব পাখী মেরে আর বাহাদুরি কি ? যদি বড় বড় জানোয়ার দেখাতে পারিস্, তবেই তোদের খুব বক্‌সিস্ দেবো।

১ম পাও—হামি বড় বড় জানোয়ার দেখাবে বাবু, হামি দেখাবে বাবু।

২য় পাও—দেখ্ ভাইয়া, ঐ দোঠো লেড়কা ইধার আস্‌ছে।

(পুরুষবেশে অনুপমা ও জানকীর প্রবেশ)

১ম পাও—তোরা কি চাস্ বাবু?

অনু—ওরে, আমরা পাখী কিন্‌তে এসেছি। তোদের কাছে কি ভাল ভাল পাখী আছে?

জানকী—আর পোষবার মত ভাল জানোয়ার?

সনা—(স্বগত) একি! একি! একি সেকি?

সেই চক্ষু, সেই নাসা,
সেই মিটে কড়া ভাবা,
সেই হাঁসি হাঁসি মুখ;
সেই অবয়ব, তারি মত দেখি সব,
কিন্তু কেন পুরুষের বেশে?
হবে কি তাহার কোন
আত্মীয় স্বজন, কিম্বা সহোদর?
জিজ্ঞাসিনা কেন, কি দেয় উত্তর।

(প্রকাশ্যে) কে তোমরা বালক দু'জন?

অনু—চন্দ্রনাথ, তারানাথ, দুই বন্ধু মোরা।

সনা—কি কারণে হেন বনে এসেছ একাকী?
অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে নাই, নাহিক রক্ষক।

অনু—যিনি জগত পালক। তিনিই রক্ষক।
স্মরি তাঁরে, ডরি কারে?
এসেছি হেথায় পাখী কিনিবার আশে।
ভরিয়া পিঞ্জরে লয়ে যাব ঘরে,
শিখাব, পড়াব সদা যতন করিয়া।

সনা—(স্বগত) এতো অন্য কেহ নয়,
সেই মত সমুদয়—
সেই মত নির্ভয় বদন,
সেই মত সতেজ বচন,
সেই এই, নাহিক সংশয়।

সনা—(প্রকাশ্যে) কি পাখী নেবেন—সুকণ্ঠ না সুদৃশ্য ?

অনু—শ্রীভগবানের সৃষ্টিতে দুইই সমান। একটায় কর্ণের, অপরটায় চক্ষের আনন্দ—কোনটাই ত উপেক্ষার বস্তু নয়।

জানকী—আর পাওয়া যায় ত, কোন রকম ভাল জানোয়ারও পুষ্‌তে পারি।

সনা—জানোয়ার পোষবার ও সাধ আছে নাকি ?

অনু—কেন সে সথ থাকুবে না? লোকেরা যে বাঘ, সিংগী, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণ জন্তুকেও পোষ মানাচ্ছে। তবে পোষবার ফিকিরটা জানা চাই। আমরা না হয় দুটো একটা হরিণ, কি বাঁদরকে পোষমানাতেও পারবো না।

সনা—আসুন, আমরা ঐ খালের ধারে, বড় গাছটার তলায় ছায়ার বসে বিশ্রাম করিগে। এখানে দাঁড়িয়ে মিছে রোদে কষ্ট ভোগ করি কেন।

(সনাতন ও অনুপমার প্রস্থান)

জানকী—তোরা একজন যা দেখি, এই বনের বাহিরে আমাদের একখানা পরদা-ফেলা একা রয়েছে। তার গাড়োয়ানকে ডেকে আনগে যা।

১ম পা—হামি যাব বাবু, হামি যাব। (প্রস্থান)

জানকী—চল্, আমি তোর সঙ্গে যেয়ে, তোদের ঘরে কি কি পাখী আছে দেখিগে।

২য় পা—আস বাবু, আস। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(নদীতীরে বৃক্ষতলে পুরুষবেশে অনুপমা ও সনাতন আসীন)

সনা—চিনেছি।

অনু—আমি'ও তা বুঝেছি।

সনা—আপনি এখানে কেন ? আর এ পুরুষবেশই বা কেন ?

অনু—বনজঙ্গলের পথে, নারী জাতির বিপদের আশঙ্কা বেশী। পুরুষের বেশে সেরূপ কোন বালাই নাই। এবার আপনাকে আমি পাল্টে জিজ্ঞাসা করি, আপনার এ মৃগয়ার বেশ কেন ?

সনা—এই বেশ দেখেইত বুঝতে পারছেন যে, আমি কি কাজে যেতেছি।

অনু—শীকারের বাতিকটা আজও বুঝি ঘুচ্‌লো না।

সনা—মৃগয়ার আমোদ নারীদের জন্য নয়। শীকারের গুণ অনেক—মানুষের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাড়ে। ক্ষিপ্রকারিতা অভ্যাস হয়। দেহ ও মন বহুকাল সবল ও কার্য্যক্ষম থাকে।

অনু—আপনি পুরুষমানুষ, জীবহিংসা করে আমোদ পান। আমরা অবলা জাতি, কোন জীবকে প্রাণে না মেরে, পালন কোরতে ভালবাসি।

সনা—হিংস্র জন্তু বিনাশে, কোন পাপ নাই; বরং তাতে লোকের উপকার করা হয়।

অনু—যদি কোন হিংস্র জন্তু, আপনার প্রাণনাশ করতে আসে, তাকে বধ করলে পাপ না হতে পারে সত্য, বরং বীরত্ব, পৌরুষ, শৌর্য্য, বীর্য্য যা বল সাজে। কিন্তু যে সকল জন্তু, বনমধ্যে তাহাদের আপন আবাসে, স্বেচ্ছা সুখে বিচরণ করছে, অকারণে তাদের প্রাণবধ করি কেন ? অন্য দিকে দেখুন, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যালোক-ভূষিত দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে, অকিঞ্চিৎকর আমোদের জন্য, অনিশ্চিত বিপদে নিক্ষেপ করা, সদ্বিবেচনার কার্য্য বলে

মনে করি না। কে বলতে পারে যে, মানুষে সকল সময়ে জয়ী হবে।

সনা—আমি অব্যর্থ-লক্ষ্য। এ পর্য্যন্ত কখন আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

অনু—হতে পারে। কিন্তু মন্দ দিক্‌টা ভেবে দেখুন দেখি, যদি কাহার জীবন বন্যপশুর মুখে বিনষ্ট হয়, তবে তাহার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনুগত ভৃত্যবর্গ, আশ্রিত প্রজাগণ ও অপর যাহারা যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহাদের মনে কি অসীম শোক জন্মে।

সনা—এ প্রাণটা ত একদিন যাবেই। দু'দিন পিছে, না হয় আগে। তার জন্যে এত ভেবে মোর্‌ব কেন? তা ছাড়া আমার জন্যে অসীম শোকাতুর হয়, এমন কে আছে? পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী বা পত্নী প্রভৃতি, এমন নিকট আত্মীয় কেহই নাই। ভৃত্য ও প্রজারা, যেখানে তাদের স্বার্থ, সেখানেই যাবে।

অনু—বন্ধু? আপনি কি আপনার আত্মীয় বন্ধুগণের সকলের মন জানেন, যে, কেহ আপনার জন্য চিরদুঃখী হবেনা বলছেন।

সনা—আমাকে ত কেহ এমন করে বোঝায় না। আপনি কেন এত করে বলছেন? আমার জীবনের ওপর আপনার এত মায়া কেন? তবে কি আপনি আমায় ভালবাসেন? আপনি কি আমার জীবনের সহচরী হবেন?

অনু—না না, ও কথা কেন, আপনাকে বিবাহ কোরবো কে বল্লে?

সনা—আপনার কথায় ভাবেই বুঝেছি, আপনি আমাকে সাতিশয় ভালবাসেন।

অনু—ভালবাসি সত্য। বন্ধু যেমন বন্ধুকে ভালবাসে, আপনি যেমন ঋষিবাবুকে ভালবাসেন, ঋষিবাবুও যেমন আপনাকে ভালবাসেন, আমিও আপনাকে তেমনি ভালবাসি। বিধাতা যে নারী-জাতীকে

ভালবাসা দিয়ে গড়েছেন। কন্যা, ভগিনী, পত্নী, মাতা যে ভালবাসারই জীবন্ত মূর্ত্তি মাত্র। আপনার যদি কোন নিকট আত্মীয়া থাক্‌ত সে যেমন আপনাকে ভালবাসত, আমিও সেই রকম্ ভালবাসি। তবে আপনি পতি পত্নী সম্পর্ক খাটিয়ে আমার পায়ে শৃঙ্খল পরাতে চান কেন?

সনা—বন্ধু বা আত্মীয়ার অধিক যদি না ভালবাসবেন, তাহলে আপনি একাকিনী এই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্য মাঝে, এতকষ্ট সহ্য করে আমায় খুঁজতে এসেছেন কেন?

অনু—কেন যে এসেছি, তাও বলি, শুনুন। যদি আপনার কোন প্রিয় বন্ধু, না বুঝে গোঁয়ারতিমো কোরে, প্রাণের আশঙ্কাকর কোন কার্য্য কোরতে যায়, তাহলে কি আপনি তাহাকে নিরস্ত কোরতে চেষ্টা কোরবেন না।

সনা—ওঃ, এতক্ষণে বুঝলেম। আপনি আমাকে দুঃসাহসিক মৃগয়া হ'তে নিরস্ত ক'রবার জন্যই এসেছেন। শুধু যদি তাই হয়, তবে আমার প্রাণের ওপর আপনার এত টান কেন?

অনু—বন্ধু মাত্রেরই বন্ধুর ওপর এইরূপ টান হ'য়ে থাকে, ভদ্রলোকদিগের স্বভাব এইরূপ। মনে পড়ে কি, যেদিন আপনার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেরাত্রে পাছে অলঙ্কারের লোভে দস্যুরা আমায় মেরে ফেলে, এইটা ভেবেই না আপনি আমায় সঙ্গে করে, নিরাপদে বৃন্দাবনে লয়ে গিয়েছিলেন।

সনা—শুনুন তবে, ছেলেবেলা এমনি নদীতীরে, বৃক্ষতলে একটি বালিকার সঙ্গে খেলা করতাম, আজ তাহা মনে পড়্‌ছে। আমি তাহাকে বড়ই মনস্তাপ দিয়েছি, সেই পাপেই বুঝি আমি এই মনঃপীড়া পাচ্ছি। আমি মনে মনে বেশ বুঝেছি, আপনি আমায় ভালবাসেন, আর আমিও যে আপনাকে ভালবেসেছি, সেটাও

বোধহয় আপনার বুঝতে বাকী নাই। তত্রাচ আপনি বল্‌ছেন বিবাহ করবেন না।

অনু—সে কথাত দু'বার বলেছি।

সনা—দু'বার বললেন কখন ?

অনু—একবার বৃন্দাবনে, আর আজ একবার।

সনা—(স্বগত) মহাপুরুষ, আপনি এখন কোথায় ? আপনার কথাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌ছে। এখন কি করি, কোন পথে যাই, শতদাসী-সেবিতা জমিদার-কন্যা, ইনি যখন আমার প্রাণের আশঙ্কায় এতদূর বন পর্য্যন্ত পদব্রজে ছদ্মবেশে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার উপর ইঁহার কিছু না কিছু অনুরাগ জন্মেছে, হয়ত সময়ে আমার আশা-লতা ফলবতী হতে পারে। কিন্তু যদি এটা আমার বোঝবার ভুল হয়, তা হলে কি হবে ? যা হবার তাই হবে। সম্মুখে বিপদ দেখে, আমি ত কখন পশ্চাৎপদ হই নাই, আজই বা কেন হবো, আমি যে চিরদিন নিরাশ হব তাই বা কেন ভাবি। Why not try again.

অনু—আপনি চুপ করে ভাবছেন কি ? আমি এতকরে অনুনয় কোরছি, আপনি কি আমার অনুরোধ বা অনুনয়ে এই সামান্য শীকারের বাতিকটা পরিত্যাগ করতে পারবেন না ?

সনা—চলুন তাই হবে, আপনার কথা অমান্য কোরব না। কিন্তু এখন কি কোরব ? কি করে সময় কাটাব তাই ভাবছি।

অনু—আমি নারী, হীনবুদ্ধি, আপনাকে যে কোন পরামর্শ দেব, আমার সে শক্তি নাই, জিজ্ঞাসা করি, জীবহিংসা ভিন্ন মানুষের আর কিছু কি আনন্দজনক কর্ত্তব্য নাই ? পুরুষমানুষের আবার কাজের অভাব ? স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধন, সমাজ-সংস্কার, গ্রামের উন্নতি, শিক্ষা-বিস্তার, আরও কতরকম কাজ আছে। এসেইত

বলেছিলেম, আমরা কোমল প্রাণা রমণী, জীবহিংসা না করে, লালনপালন করাটাই ভাল বুঝি। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসুকে জল, রোগীকে ঔষধদান ও শুশ্রূষা প্রভৃতি কাজগুলিকেই নারী-জীবনের করণীয় কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলেই মনে করি।

সনা—(স্বগত) এঁর এই যুক্তি-সঙ্গত কথা,—কথা বলি কেন উপদেশ শুনে আমার সেই মৃগয়ার উদ্দাম বাতীকটা যেন জল হয়ে গেল আমার প্রাণে যেন কি একটা সুকোমল সুমধুর শান্তিময় ভাব ঠেলে উঠ্‌ছে। (প্রকাশ্যে) ওঃ, আপনি বড় কথাটাই মনে করে দিলেন ঃ সেই অনাথা বালিকার মৃত্যু-সংবাদ শুনে অবধি একটা অনাথ-আশ্রম খুল্‌বো বলে, মনে মনে সংকল্প করেছিলেম। আপনার কথায় সেটা আমার স্মরণ হোলো। এতদিন আপনাকে সর্ব্বকর্ম্ম-নিপুণা তেজস্বিনী রাজ্ঞী বলে ভাবতেম, আজ আপনার কথা শুনে বুঝলেম, আপনি তৎসঙ্গে সর্ব্বজীব-হিতৈষিণী মূর্ত্তিমতি দয়াদেবী।

অনু—ছি ছি, ও সকল কি আবোল তাবোল বল্‌ছেন! আসুন, তবে যাই, বেলাও পড়ে এসেছে। জান্‌কী হয়ত এতক্ষণে কতকগুলো পাখীটাখী কিনে রেখেছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

চুনার, পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা—এই ত গঙ্গাস্নান করে, ফুল তুলে আনলেম্। এখানটা বেশ নির্জ্জন, এইখানে বসেই শিবপূজা করিনা কেন? ভিজে চুলগুলো এলিয়ে দি, এখনি হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে। (পূজায় উপবেশন) কেন আমার মন ক'দিন হতে এমন চঞ্চল হয়েছে? যখনি পূজায় বোসে

চোখ বুজি, মহাদেবকে আর ধ্যানে দেখ্‌তে পাইনা, তাঁর স্থানে এ কার মূর্ত্তি দেখি? প্রভু আশুতোষ, আমায় ক্ষমা করো; ঠাকুর, দিনরাত সেই মূর্ত্তি মনে জাগ্‌ছে; কেবল পূজার সময় একবার মাত্র ঠাকুর তোমার মূর্ত্তি ধ্যানে দেখ্‌বো, তাও কি দেখা পাবো না। মহেশ্বর, তুমিও কি সেই মানুষের মূর্ত্তিতে তোমার দেবমূর্ত্তি মিশালে? যদি তাই হয়, তবে যে রূপে অন্তরে দেখা দিতে চাও, তাই দেখি। ভোলানাথ, জোড়হাতে ভিক্ষা চাই, যেন তাঁর কোন অমঙ্গল না হয়।

(নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান ও নিম্নে ঋষির প্রবেশ)

ঋষি—মন্দির, মস্‌জিদ্‌, কবর প্রভৃতি অনেকগুলো স্কেচ্‌ (Sketch) ত লওয়া হয়েছে। এখন পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, বন ইত্যাদি খানকতক ল্যাণ্ডস্‌কেপের (Landscape) ছবি নিতে পারলেই হয়। পাহাড়ের উপর চুনারের কেল্লাটার নক্‌সাওত নিয়ে এলেম। এখানটার Viewটা দেখ্‌ছি যে বড় রমণীয়। একখানা বেশ ছবি আঁকা চলে, একটা স্কেচ্‌ নিয়েই দেখিনা কেন? এখনও ত বেনারসে রেল যাবার ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। (চারিদিকে নিরীক্ষণ) একি, ঐ না পাহাড়ের উপর একটি কি দেবীমূর্ত্তি বসান রয়েছে, একটু অগ্রসর হয়ে দেখিনা কেন, এদেশে কি রকম ঠাকুর গড়ে। (অগ্রসর হওন) বাঃ, বেশ যেন বনদেবীর মত এলোচুলে বসিয়ে রেখেছে। না, না, আমার আবার একি ভ্রম হচ্ছে, আমি কি দেখ্‌তে, কাকে দেখ্‌ছি? শুনেছি, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মরুভূমে জলাশয় স্বাখে, দিকভ্রান্ত নাবিক অকূল সাগরে তরুগুল্ম-শোভিত বেলা-ভূমি স্বাখে। কিন্তু তাহা সত্য নয়, মরীচিকা মাত্র। আমিও তৃষ্ণাতুর, আমিও দিক্‌ভ্রান্ত। আমি এ কি মায়া মরীচিকা দেখ্‌ছি? হোলইবা মিথ্যা, তাতে ক্ষতি কি? আমি এই গাছে

ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে অলীককে সত্য বলে ভেবে দেখি, আর প্রাণ জুড়াই। (বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া একদৃষ্টে দর্শন)

উমা—(স্বগত) যতক্ষণ চোখ বুঁজে দেখি, ততক্ষণই যে সুধাসাগরে প্রাণ ভাসতে থাকে, আর চোখ খুলতে ইচ্ছা করে না। আমি চোখ বুঁজেই থাক্‌ব, না দেখিনা, চোখ খুললে কি হয়। তাঁরে দেখ্‌তে পাই কি না? (চক্ষুরুন্মিলন) বাঃ, এতো বেশ মজা, চোখ বুঁজে যাকে দেখ্‌ছিলেম, এখন চোখ চেয়েও ত তাকে দেখ্‌ছি। শাস্ত্রে শুনেছি, শ্রীমতী রাধিকা শ্যাম চাঁদকে তমালের তলে, যমুনার জলে, মেঘের কোলে দেখ্‌তেন। কেহ কাহাকেও ভালবাসলে কি, তাহাকে অন্তরে বাহিরে দেখে? হবে, আবার চোখ বুঁজে দেখি। বাহিরে দেখার চেয়ে অন্তরে অন্তরে দেখার প্রাণে সুখ অধিক। (চক্ষু মুদিলেন)

ঋষি—(স্বগত) এ কি রকম হল! একবার না চক্ষু খুলেছিল, আর বাতাসে চুলগুলিও উড়্‌ছে দেখছি, তবে ইহা পাষাণ বা মৃন্ময় মূর্ত্তি নয়। আমি ঠিক শুনেছি, তাঁরা যে এখন ভরতপুরে আছেন, তবে এ বিজন স্থানে সেই মূর্ত্তি কোথা হতে এল? বোধ-হয়, কোন বনদেবী আমার মনোভিলাষ বুঝতে পেরে, দয়াকরে সেই মোহিনী রূপেই আমাকে দেখা দিতেছেন। আমি কেন একটু স্তবস্তুতি করি না। বনদেবী প্রসন্না হলে, আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করে দিতে পারেন।

(জোড়করে অনুচ্চস্বরে)

অয়ি! বনদেবি!
করি নতি চরণে তোমার।
কি ছলে বুঝিলে তুমি হৃদয় আমার?

তাই হেন বন মাঝে, কৃপা করি দাসে,
তরুণ অরুণ সম সমুজ্জ্বল বেশে
হৃদয় জুড়ান মানস প্রতিমা-রূপে
যদি দেখা দিলে, যেয়োনা পলায়ে।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, হেরি আঁখি ভ'রে
জুড়াই অতৃপ্ত তৃষ্ণা যতক্ষণ পারি,
দেখি যদি মিটে সাধ।

উমা—(চক্ষু না খুলিয়া, স্বগত) আহা, সেই মধুর কণ্ঠরব যেন শুনছি। তিনি যে এখন বেনারসে গিয়েছেন। এ নির্জ্জন বনের মাঝে তাঁর গলার আওয়াজ কোথা থেকে এল? দিদিমণি যে বলতেন, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালবাসতেন যে, তাঁর রূপই যে কেবল যেখানে সেখানে দেখ্‌তেন, তা নয়, একাকিনী কুঞ্জ মাঝে বসে, তাঁর মোহন বাঁশীর স্বর শুন্‌তে পেতেন, আমারও একি তাই হল? কারেই বা জিজ্ঞাসা করতে পারি? কে বলে দেবে? বড় লজ্জা করে। আমি চোখ আর খুলবো না। তাঁর সুমিষ্ট স্বর যে এখনও কাণের ভিতর সুধাধারা বর্ষণ কোরছে। চোখ বুঁজে হৃদয়ে দেখি, আর নীরবে শুনি, প্রাণটা যেন, কি হয়ে যাচ্ছে।

ঋষি—(স্বগত) দেখে যে আর আশ মেটেনা, বেশ সুযোগ পেয়েছি এই বেলা এঁর চেহারার একখানা কেন স্কেচ্ তুলে নিই না? অবাধে ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌বো, আর কাঁদবো। আমার মনের আশা ত আর পূর্ণ হবার নয়। যখন বনদেবীমূর্ত্তিতে এঁর দেখা পেলেম, তখন কোন দেবতার মূর্ত্তি এঁকে ঘরে রাখ্‌বো, কেহ টের পাবে না, অথচ আমার দেখার সাধ মিটবে। (চিত্র অঙ্কন) হায় বিধাতা! যদি আমায় দরিদ্র করেছিলে,

তবে এমন দুর্লভ রত্ন কেন দেখালে? (নেপথ্যে ঘণ্টারব) ঐ যে রেলের ঘণ্টা বাজ্‌ছে, বুঝি ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এলো। এখনি যে বেনারসে যেতে হবে, এ নন্দন-কানন থেকে যেতে যে, আর পা ওঠে না। বনদেবি, তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম, যাই।

(প্রস্থান)

উমা—(স্বগত) কই, আর তো কোন আওয়াজ্ শুন্‌তে পাচ্ছি না। বোধ-হয়, মনটা চঞ্চল হয়েছে। আরো একটু চোখ বুঁজে থাকি, তাহলেই সেই মধুর স্বর আবার শুন্‌তে পাব।

(নিম্নে পুরুষবেশে অনুপমা ও জান্‌কীর প্রবেশ)

অনু—(মৃদুস্বরে) ঐ না উমা, পাহাড়ের উপর চোখ বুঁজে বসে রয়েছে। চল্ যাই চুপি চুপি, একটু রঙ্গ করিগে।

জান্‌কী—দিদিমণি, তুমি এখন কেবল রঙ্গ নিয়েই আছ।

অনু—ওলো জান্‌কি, বিধাতা যখন কাঁদিয়ে ছিলেন, তখন অনেক কেঁদেছি; এখন হাঁসাচ্ছেন তাই হাঁসছি, আর রঙ্গ করছি। চল্, একটু সত্বর গিয়ে ধরি (নিকটে গিয়া)

গীত

কে তুমি সুন্দরি, বন আলো করি—
তরুমূলে বসি, ভাব কায় লো?
হেরে ও বদন, তরুণ তপন,
শরদের শশী লাজ পায় লো।

উমা—(চমকিত ভাবে চক্ষু উন্মিলন করিয়া দণ্ডায়মান) একি! একি! এঁরা কে? একি কোন দেবতার মায়া! না স্বপ্ন দেখ্‌ছি? এই একজনকে দেখ্‌ছিলাম, পরক্ষণে এঁরা আবার কে? কে আপনারা?

অনু— বিলোল-কুন্তল দোলে দল দল,
কমনীয় কান্তি খেলে ঢল ঢল।
কেনে বিরহিণি, আঁখি ছল ছল
হিয়া মাঝে ধরি, আয় আয় লো।

(উমার পলায়নের উদ্যোগ ও অনুপমার হস্ত ধারণ)

মদন দহনে, তনু জর জর,
নয়নেরি শরে কাঁপি থর থর,
তুয়া রূপে ধনি, প্রাণে মর মর,
দাসে রাখ রাখ, রাঙ্গা পায় লো।

(আলিঙ্গন ও চুম্বন)

উমা—তুমি দিদি, আমি চিনেছি। (পাগড়ি উন্মোচন) একটু একটু গলার আওয়াজে টের পেয়েছিলাম, তাই চেঁচাইনি, পালাইনি। দিদি, তুমি কি বহুরূপী ?

অনু—কেন্ লো ?

উমা—এই না আর কার বেশ ধরে, ঐ গাছটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে ?

অনু—কার বেশ ধরে লা ? ঋষির ? কই না।

উমা—সত্য বলনা দিদি, মাথা খাও।

অনু—সত্যই বলছি, আমি ঠিক্ জানি তিনি কাশীতে গেছেন, কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছিস্ উমা, তাঁরে এখানে কোথা দেখেছিস্ ?

উমা—কি জানি দিদি, ঐ গাছতলায় কে যেন সেই রকম দাঁড়িয়েছিল।

অনু—জাগ্রত চোখে, না ঘুমন্ত চোখে দেখেছিস্। লোকে যে বলে

কৃষ্ণ বিরহিণী, রাই-কমলিনী,
আজু পাগলিনী প্রায় গো।

তমালের তলে, যমুনায় জলে,
কেনে মেঘদলে চায় গো।
শ্যামল বরণে, নেহারি নয়নে
বুঝি শ্যাম-ধনে পায় গো!
প্রেমের তরঙ্গে, ভাসে নানা রঙ্গে,
হাবু ডুবু কত খায় গো।

তোরও বুঝি সেই দশা। চল্, এখন বাসায় যাই। দু'একদিন পরেই ত আমরা কাশী যাব। সেখানেই চারচক্ষে দেখা-দেখি হবে।

জানকী—(স্বগত) আমিই কেবল নক্‌রা পোড়ারমুখোকে দেখ্‌তে পেলেম্ না গা।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বারাণসী—দেবীদয়াল সর্দ্দারের বৈঠক্‌খানা।

(দেবীদয়াল পরিভ্রমণ)

দেবী—আর কেন? আর এ সংসারের মায়ায় লিপ্ত থাকি কেন? যখন আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রাণ, পৌষ, চার চার মাস কেটে গেল, আর আজও গিন্নীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তখন নিশ্চয় সে বেঘোরে মারা পড়ে থাক্‌বে। তবে আর কেন? বয়েসও

ত শেষ হয়েছে, এইবেলা ধর্ম্মকর্ম্মগুলো, যা যা বাকি আছে, করে নিই। আর কোথাই বা ধর্ম্মকর্ম্ম কোরতে যাব। এই পবিত্র ধাম কাশীতেই বাস করে গঙ্গা স্নান, দু'বেলা বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার আরতি দেখে কাটাব। জীবনটার শেষ দশায় যাতে কাশীপ্রাপ্ত হই, সেটারই চেষ্টা দেখি। কিন্তু এখনও একটা কাজ যে বাকি রইল, মেয়েটার বিবাহ। সে ভার অনুপমার উপরেই দেবো। সেই দেখেশুনে যা হয় করবে, আমার আর ওসকল ঝঞ্ঝট ভাললাগে না। তারাও ত চুনার হতে দু'এক দিনের মধ্যে এখানেই আস্‌বেন বলে লিখেছে। আসুক আগে। বাবা বিশ্বেশ্বর, মা অন্নপূর্ণা! তোমাদের মনে যা আছে তাই হবে।

(জমাদারের প্রবেশ)

জমা— বন্দেগী মহারাজ, আপ্‌কা দেলখোস্‌কা লিয়ে দোটো গানেওয়ালী বোলায়া গিয়া। হুকুম হোনেসে হিঁয়া লে আওয়ে।

দেবী—নাঃ, ওসব আর কাজ নাই, ঢের গান শুনেছি। কিন্তু—সেটা মন্দই বা কি? দু'টো গান শুনে মনটা যদি একটু ঠাণ্ডা হয়, দেখিই না কেন? আচ্ছা, আনে কহো।

জমা—বহুত খুব জনাব।

(জমাদারের প্রস্থান ও নর্ত্তকীদ্বয়ের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

দেবী—দেখ বাছা, তোমাদের আর সেই সেঁইয়া মেঁইয়া গজল মজল গাইতে হবে না। যদি ঠাকুর-দেবতার প্রেমভক্তি বিষয়ক কোন গান জান, তবে গাও। নেহাৎ বৈরাগ্যের গান নয়, তাতে যেন একটু রস থাকে।

নর্ত্তকীদ্বয়—আপ্‌কো যৈসে মর্‌জি।

গীত

বাতা দে সখি, কৌন গলিয়া গেয়া মেরা শ্যাম।
বিন্দ্রাবন ঢুঁড়ি, গোকুল ঢুঁড়িরে, ঢুঁড়ি ফিরি নন্দগ্রাম॥

দেবী—ওরে বাবু, থাম্ থাম্ থাম্। তোরা আর ঢোঁড়া ঢুঁড়ি, খোঁড়া খুঁড়ি করিস্‌নে। আমিও অনেক ঢোঁড়া ঢুঁড়ি, খোঁজা খুঁজি করেছি। ঢোঁড়া বলছিস কি? আমার বুকের ভেতর কেউটে সাপের বিষ জ্বল্‌ছে রে।

জমা—মহারাজ কি ভাল লাগ্‌তা নেই। বিবি লোগ্, দো একঠো বাঙ্‌লা গান তো গাহিয়ে।

নর্ত্তকীদ্বয়—বহুত আচ্ছা।

গীত

পিরীত কি সরেস।
এতে নাইকো সুখলেশ।
এচিজ— দিল্লির লাডড্, ভেতরে ঢ্ঢ্,
বাহিরে চিকণ বেশ।
পিরীতে— জাত খোজেনা, রূপ দেখেনা,
মানেনা বয়েস্।
পিরীতে— কেঁদে হাঁসায়, হেঁসে কাঁদায়,
কি মজার আয়েস।
পিরীতে— ভিক্ষু আমীর, বাদ্‌সা ফকির,
বহুরূপীর বেশ।
পিরীতে— আপনা ভোলে, পরকে তোলে,
নাজেহাল একশেষ।
পিরীতে— ভাঙ্গা গড়ে, গড়া ভাঙ্গে,
ঘটায় অশেষ ক্লেশ।

পিরীতে— বাঁচায় মারে, মড়া বাঁচায়,
(যেন) যাদুকর বিশেষ।
পিরীতের দিব কি নিকেশ।

দেবী—(সক্রোধে) বেশ্ বেশ্ বেশ্, গান করো শেষ, আর দিও নাকো ঠেস্। আর জ্বালিও না। বেরো বেটিরা, তোদের গান শুনে আমার নেবান আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা। আমি কি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারিনে যে, আমাকে ঠেস্ দিয়ে গান হচ্ছে। জমাদার, জমাদার, এলোক সব্‌কো নিকাল দেও।

১ম নর্ত্তকী—হাম্‌রা মালুম হোতা, এ আদ্‌মী বেউড়া হোগা।

২য় নর্ত্তকী—হাম্‌রা ভি ঐ সে মালুম্ হোতা, কিন্ কাট লেগা, চল্ ভাগে।

(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

দেবী—গেল গেল, আপদ গেল, বেটীরা বুকে বসে দাড়ী ওপড়াবে। আমার পয়সায় গাইতে এসে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা। নাঃ, মরে গেলেও আর গানত শুন্‌ছিনি। ওরা যাই গাক্‌না কেন, হয় পিরীত, নয় প্রেম, না হয় বিচ্ছেদ, মিলন, একটা না একটা আছেই। ওসকল শুন্‌লে যে আমার প্রাণটা চৌচির হয়ে ফেটে যায়। গানত আর শুন্‌চিনি। জমাদার আর কি করি বল্?

জমা—গান মৎ শুনিয়ে। দেখিয়ে মহারাজ, শিকুরোলমে এক তসবীরকা তামাসা সুরু হুয়া। আপ্ দেখ্‌নে যাওগে? হুঁয়া যানেসে দিল ঠাণ্ডা হো যাগা।

দেবী—হাঁ, হাঁ, বেশ মনে করে দিয়েছিস। শিকরোলে ক'দিন থেকে ফাইন আর্ট একজিবিসন্ খুলেছে। চল্, আজ তাই দেখ্‌তে যাই, চল্।

জমা—আইয়ে মহারাজ। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারাণসী—ঋষিবাবুর চিত্রশালা

(চিত্রফলক সম্মুখে ঋষিবাবু তুলি হস্তে চেয়ারে উপবিষ্ট)

ঋষি—কত যে চেষ্টা করছি, কিন্তু তাঁর মুখের মত ভাব ঠিক আনতে পারছি না। কেমন কোমল, অথচ শান্তিময়, সলজ্জ অথচ হাসিমাখা মুখখানি, যা মনে জাগ্‌ছে, কিন্তু তুলিতে ঠিক্ বেরুচ্চে না। দূর হোগ্, আজ আর ও চেষ্টা করব না। এ ছবিখানা একপাশে ঢেকে রেখে দি। দাদা যদি দেখেনত, এটা নিয়ে কতই তামাসা কোরবেন। (তথাকরণ) তিনি ত পত্র লিখেছেন যে, আমার আঁকা স্বপ্নসুন্দরী ছবিখানার উপরেই গবর্ণর জেনারেল (Governor General) প্রদত্ত প্রাইজ (prize) পড়েছে। যাই, একবার একজিবিসনে যেয়ে ঠিক্ করে জেনে আসিগে, সত্য কি না?

(গমনোদ্যোগ ও সর্দ্দার দেবীদয়ালের প্রবেশ)

দেবী—আপনার নাম কি হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়?

ঋষি—আজ্ঞে হ্যাঁ, মশায়ের নাম?

দেবী—আমার নাম সর্দ্দার দেবী দয়াল বাহাদুর। আপনি আমায় চেনেন বোধহয়?

ঋষি—কই, কোথায় আপনার সহিত দেখা হয়েছিল, বলুন দেখি?

দেবী—আহা, দেখা নাই হল, চাক্ষুষ নাই চিনলেন। আমার নামটাও ত শুনে থাকবেন্।

ঋষি—(চিন্তা করিয়া) কই মশাই, মনে ত পড়ছে না।

দেবী—কি আপদ গা, আমায় চেনেন না, আমার নাম শোনেন্‌নি, অথচ আমার পরিবারের প্রতিমূর্ত্তি এঁকেচেন।

ঋষি—আপনি কি বল্‌ছেন, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।

দেবী—বুঝিয়ে দিচ্চি এখুনি। প্রথমতঃ বলুন দেখি, Fine Art Exhibition

এ স্বপ্ন-সুন্দরী নাম দিয়ে যে ছবিখানা পাঠিয়েছেন, সেখানা আপনার হাতে আঁকা কি না?

ঋষি—আজ্ঞে হাঁ, সেখানা আমারই হাতে আঁকা, স্বীকার করছি।

দেবী—সেখানেতে আপনার ইনিসিয়্যাল্ দেওয়া আছে, না বল্‌বেন কেমন করে। এখন বলুন দেখি, সেখানা কার প্রতিমুর্ত্তি?

ঋষি—সেখানা কারও প্রতিমূর্ত্তি নয়। ওটা একখানা ছবিমাত্র, কল্পনায় আঁকা।

দেবী—(ব্যঙ্গস্বরে) হাঁ হাঁ হাঁ, একখানা ছবি মাত্র, কল্পনায় লেখা। আহা, কি ভাল মানুষটী গা, যেন কিছুই জানেন না। আপনি তবে কি আমায় বোঝাতে চান যে, আমি আমার নিজের পরিবারকে চিনি না।

ঋষি—আপনি কেন একথা বলছেন? বোধহয় আপনার পরিবারের সঙ্গে, এ ছবিখানার কোন সৌসাদৃশ্য আছে বুঝি?

দেবী—কোন সৌসাদৃশ্য আবার কি? ঠিক্ অবিকল সেই প্রতিমূর্ত্তি এঁকেছেন, আরও বল্‌ছেন সাদৃশ্য!

ঋষি – আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, ওখানা কাহারও প্রতিমূর্ত্তি নয়।

দেবী—আমিও শপথ করে বল্‌তে পারি, সেখানা আমার পরিবারের প্রতিমূর্ত্তি। আমার রমাসুন্দরীকে, স্বপ্নসুন্দরী বলে আপনার কল্পনায় এল কোথাথেকে?

ঋষি—শুনুন্ তবে, সকল কথা আপনাকে ভেঙ্গে বলছি। আশ্বিন মাসে, আগরায় এক ধর্ম্মশালায় শুয়েছিলেম্, রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে—

দেবী—আর অধিক বল্‌তে হবে না। আগরায় আশ্বিন মাসে কোন্ ধর্ম্মশালায় আপনি শুয়েছিলেন?

ঋষি—চক্‌বাজারের পাশের গলিতে, গোলাপ মিশ্রের ধর্ম্মশালায়।

দেবী—বাস্, বাস্, ঠিক্ মিলেগেছে। ওই সময়ে সেই বাড়ীথেকেইত

আমার পরিবার শ্রীমতী রমাসুন্দরী দেবী নিরুদ্দেশ হন, তাঁর গায়ে অনেক টাকার গহনাগাটিও ছিল। এখন হয় ভালয় ভালয় বলুন, তিনি কোথায় আছেন, নইলে যখন পুলিশে দেব, তখন আর কোন চালাকী খাটবে না, সকল কথাই বেরিয়ে পড়বে। আপনি যে, সকল বিষয় জানেন, রমাসুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি-খানাই তাহার প্রধান প্রমাণ।

ঋষি—এ আবার কোথাকার আপদ কোথায় এল। দেখুন মশাই, আমি যথার্থই বলছি, সেখানা কাহারও প্রতিমূর্ত্তি নয়, একখানা ছবি-মাত্র। যদি কোন সাদৃশ্য দেখে থাকেন—

দেবী—এখনও আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না। রসুন, আমার জমাদারকে ডেকে আনৃচি। সে আমার পরিবারকে দেখেছে, চেনে, সেও আমার একজন সাক্ষী। তখন আর কুঁদের মুখে বাঁক থাকবে না।

(প্রস্থান)

ঋষি—(স্বগত) কি বিপদেই পড়লেম গা। কোথা ভাবছিলুম, ঐ ছবি-খানার দরুন হাজার টাকার প্রাইজ্ পাব। খুব নাম বেরুবে, না ঐ ছবিখানার জন্য আমাকে পুলিশের আসামী হতে হবে। আগরার মহাপুরুষও ত আমাকে এবিষয়ে সাবধান করে দিয়ে-ছিলেন। এমন কি অস্ত্রাঘাতে জীবন পর্য্যন্ত সংশয়, বলে দিয়ে-ছিলেন। তবে কেন তাঁর কথা অবহেলা করলেম। লোভে পড়ে সনাতন দাদার কথায়কি কুকাজই করে ফেলেছি। (দ্বারে করাঘাত) আবার কে? পুলিশ বুঝি? তবেই মারা গেলেম দেখছি। (রমাসুন্দরীর প্রবেশ) (স্বগত) এ আবার কে, হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদের মত বেশ? একি কোন দেবতার মায়া, না পুনরায় স্বপ্ন দেখছি?

রমা—মশায়ের নামই কি ঋষিকেশ বাবু? আপনিই কি সে ছবিখানা এঁকে পাঠিয়েছেন? কোন কথার জবাব দিচ্চেন না যে? একদৃষ্টে আমার মুখে কি দেখ্‌ছেন? আপনি কি আমার ন্যায় অপরিচিতাকে, একাকিনী আপনার বাসায় আস্‌তে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছেন? না আমি পশ্চিম.দেশীয় পরিচ্ছদ পরে বাঙ্গালায় কথা বল্‌ছি বলে, অবাক হয়েছেন? হবারই কথা। আমি যে এখানে কি জন্য এসেছি, তা জানেন?

ঋষি—না।

রমা—আজ সকালে "শিল্প প্রদর্শনী" দেখতে গিয়েছিলেম। সেখানে অনেক ছবি দেখলাম। তারই মধ্যে একখানা ছবি যেন আমার চেহারা, আমায় দেখে হাঁসছে ব'লে বোধহ'ল। তার তলায় স্বপ্নসুন্দরী ব'লে নাম লেখা রয়েছিল। তাই জান্তে এলেম, সে চেহারাখানি কার?

ঋষি—কার চেহারা তাহা ত পূর্ব্বে জান্‌তাম্ না। এখন আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি যে, সেখানা আপনারই প্রতিমূর্ত্তি।

রমা—আমার নাম যে রমাসুন্দরী, আপনি ও স্বপ্নসুন্দরী নাম কোথায় পেলেন? আর কোথায় বা আমায় দেখেছেন যে, এমন হুবাহুব ছবি এঁকেছেন?

ঋষি—আপনাকে দেখে্‌ছি সকল কথা খুলে না বল্‌লে, আপনি ঠিক্ বুঝতে পারবেন না। শুনুন, গত আশ্বিন মাসে আগরায়, গোলাপ মিশ্রের ধর্ম্মশালায় একরাত্রে শুয়ে স্বপ্ন দেখি যে, যেন একটী সুন্দরী রমণী এসে—

রমা—এসে কি করলে বল? বল্‌তে বল্‌তে থামলে কেন?

ঋষি—(মুখাবনত করিয়া) আমার কপোলে চুম্বন করে চলে গেল।

রমা—ওমা! কি লজ্জা গা! কি ঘেন্না! ছি ছি ছি! সেকি তুমি! এতক্ষণে আমার সকল কথা মনে পড়্‌ছে। এবার তুমি শোন,

সকল কথা খুলে না বললে, তুমিও ঠিক বুঝতে পারবে না। তোমরা বুঝি ধর্ম্মশালার বাহির মহলে ছিলে? আমরা সেই দিনেই আগরায় আসি। অন্দরমহলে একটা ঘরে বাসা করেছিলাম। কোন কারণে স্বামীর সহিত আমার বচসা হয়। সন্ধ্যার সময় কলহটা কিছু অধিক হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে বলে যাই, স্বামী আমকে একটা ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখেন। জানইত বাপু, যেখানে বন্দী, সেখানেই পালাবার ফন্দি। সামনের দরজায় চাবি পড়লো বটে, কিন্তু পেছনের একটা দরজা ভেজান ছিল। স্বামী-মহাশয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। আমি সেই পথেই অপর একটা ঘরে প্রবেশ করলাম। সে ঘরে একটী বালিকা শুয়েছিল, তার সর্ব্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা, কেবল এলোথেলো কালোকোলো চুলগুলির ভিতর থেকে, টুক্ টুকে মুখখানি দেখা যাইতেছিল। তাহাকে দেখে আমার কন্যার মুখ মনে পড়েই হউক, অথবা নারীজাতি সুলভ স্নেহবশতই হউক, তাহাকে চুম্বন করি। এখন বুঝছি, সেটি কোন বালিকা নয়, সেটি তুমি।

ঋষি—ওঃ, এতদিনে আমার মনের সংশয় ঘুচলো। আজ বুঝলেম সেটি স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা।

রমা—বিধাতা এ অধমার দেহে যে সৌন্দর্য্যটুকু দিয়েছেন, কালে তাহার কিছুই থাকবে না। তোমার আঁকার গুণে তাহার ছবি কিন্তু চিরদিন সমান থাকবে।তোমার তুলি অক্ষয় হো'ক্।

ঋষি—জগতে চিত্রশিল্প আছে বলেইত, লোকে দূরস্থিত আত্মীয় বন্ধুর চেহারা নিকটে দেখতে পায়। এমন কি, বহুকাল মৃত মনুষ্যকেও সজীবের ন্যায় দেখা যায়।

রমা—বাছা, আমার একটী অনুরোধ রেখো। এ ঘটনাটা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। ভেব, যেন তোমার কোন পূজনীয়া আত্মীয়া

ভগিনী, জননী অথবা আরাধ্যা-দেবী, তোমাকে সস্নেহে চুম্বন করেছিল। আর দেখ্ ছই ত বাবা, আমি তোমা অপেক্ষা কত বয়োজ্যেষ্ঠা, তোমার মাতার বয়সী হব। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও।

ঋষি—না মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমা হ'তে প্রকাশের কোন ভয় নাই।

রমা—আহা বাছারে! মা কথাটা কি মিষ্টি। বিধাতা আমাকে সন্তান-ধনে বঞ্চিতা করেছেন। তোমার মুখে মা বুলি শুনে, আমার প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। ইচ্ছা করছে, তোমাকে কোলে করে, আবার চুমো খাই, আর মা বুলি শুনে প্রাণ জুড়াই।

ঋষি—মা, মা, আমারও এ সংসারে আর কেউ নাই মা, কেবল এক বৃদ্ধা মা আছেন। তিনি এখন বাঙ্লা দেশে, অনেক দূরে। বহুদিন তাঁকে দেখি নাই। আপনাকে মা বলে ডেকে আমারও প্রাণটা শীতল হ'ল।

রমা—দেখ বাবা, আমার অনুরোধটা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। আমার স্বামী অতিশয় রাগী, ঘুণাক্ষরে এ কথা টের পেলে আর রক্ষা থাকবে না। তিনি এ সহরে আছেন জেনেও, ভয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নাই।

ঋষি—তিনি যে মা এইমাত্র এখানে এসেছিলেন। এখনি আবার ফিরে আসবেন, বলে গেছেন।

রমা—সেকি! তিনিও এখানে এসেছিলেন নাকি? যদি ফিরে আসেন, আমি যে এখানে এসেছিলাম, সে কথাটা তিনি যেন টের না পান। সুযোগ পেলেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে, সকল কথা বলব।

ঋষি—সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি না। বোধহয় তিনিই আবার

ফিরে আসছেন। এখানে, মা আপনাকে লুকাই কোথা? কি উপায় করি?

রমা—(মৃদুস্বরে) গোল কোরোনা বাবা, গোল কোরোনা। আমি ঐ পর্দ্দার আড়ালে লুকোচ্চি। মাথার দিব্য, আমার কথাটা যেন টের না পান। (পর্দ্দার আড়ালে লুকান)

(দেবীদয়াল ও জমাদারের প্রবেশ)

দেবী—এই নাও, আমার জমাদারকে জিজ্ঞাসা কর, সে প্রতিমূর্ত্তি-খানা কার? আমার পরিবারের কি না?

ঋষি—(স্বগত) কি করেই বা মিথ্যা কথা বলি। আর ইনি যে রকম উগ্রস্বভাব, সত্য বল্লে এখুনি হয়ত স্ত্রীহত্যা হবে। কি করি, কোন কথাই বলব না। কি করেই বা এঁকে বিদায় করি।

দেবী—জিজ্ঞাসা কর, জিজ্ঞাসা কর, চুপ্ করে রইলে কেন? এ জমাদার আমার সাক্ষী। একে জিজ্ঞাসা করলেই সে ছবিখানা কার চেহারা, তা জানতে পারবে।

ঋষি—আপনার দরকার থাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমার কোন আবশ্যক নাই।

দেবী—কেমন জমাদার, এ বাবুকে বলত, সে চেহারাখানা কার?

জমা—উস্ তস্‌বির আপ্ কা জরুকা তস্‌বির হ্যায় মহারাজ। হাম্ উন্‌কি বহুত দফে দেখা হ্যায়।

দেবী—শুনলে, শুনলেত, এখন আমায় সত্য করে বল, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছিলে। আর এখনই বা তিনি কোথায় আছেন?

ঋষি—আমি যা জান্‌তেম তাহা ত আপনাকে প্রথমেই বলেছি। আবার নূতন করে কি বলব।

দেবী—আমি তোমার ও স্বপ্ন টপ্ন, রচা কথা শুনতে চাইনা। যথার্থ ঘটনা যা, তা সত্য করে বলছ না কেন?

ঋষি—যান, আমায় আর বিরক্ত করবেন না। আমি কোন কথাই বলব না।

দেবী—বটেরে, একটা পোটোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার হুকুম অমান্য করে। তুমি জান আমি কে? আমি বড় কেউকেটা নই, আমি যোধপুরের মহারাজের নিকট সরদার বাহাদুর টাইটেল পেয়েছি। আমি তাঁহার এডিকঙ্। আমার সঙ্গে মুখ সামলে সাবধানে কথা কয়ো।

ঋষি—এডিকঙ্ আছেন, এডিকঙ্ই থাক্‌বেন্, তাতে আমার কি? আমি যদি কোন কথা বলতে ইচ্ছা না করি, কার সাধ্য আমায় জোর কোরে বলায়? এ যোধপুর পান্‌নি, ইংরাজের রাজত্ব।

দেবী—ইংরাজের রাজত্ব বলেই কি তুমি, একজন ভদ্রলোকের মেয়েছেলের চেহারা বাজারেমাগীদের মত সাধারণে এঁকে দেখাবে।

ঋষি—আমি জানতেম না যে, সেটা কাহারও পরিবারের চেহারা।

দেবী—তোমার সব মিথ্যা কথা। দেত জমাদার, দু'এক ডাণ্ডা বসিয়ে, নইলে—

(সনাতনের প্রবেশ)

সনা—কি হে ঋষি, তোমার ঘরে আজ এত গোলমাল কেসের? এঁরা কারা?

ঋষি—ঠিক সময়ে এসেছ দাদা, তুমিও ত জান, আগরায় একরাত্রে একটী স্ত্রীলোককে—

সনা—হাঁ, হাঁ, যাঁকে দেখে স্বপ্ন-সুন্দরী এঁকেছ। যে রমণীটি তোমার গালে চুমো খেয়ে যায়, তার কি? কি হয়েছে?

দেবী—(অতিক্রোধে) তবেরে ব্যাটা ভণ্ড পাষণ্ড, আয়, তোকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে দণ্ড ভণ্ড করে দিই। (তরবারি লইয়া আক্রমন)

জমা—হাম্ ভি লাগে মহারাজ।

সনা—কি এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার সাম্‌নে আমার বন্ধুর অপমান!

(জমাদারকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওন)

(ঋষিকেশের সহিত দেবীদয়ালের হাত পাকড়া পাকড়ী করিতে গিয়া পর্দ্দাপতন ও রমাসুন্দরীর প্রকাশ)

সনা—একি! একি! একি! ইনি কে? ঋষি, তুমি ত ছবি আঁক জানি। এমন সুন্দর প্রতিমা গড়তে শিখ্‌লে কবে। এযে সেই হাঁসি হাঁসি মুখ। না, এ প্রতিমা নয় সজীব দেখছি।

দেবী—ওঠ্, ওঠ্ জমাদার। এই দেখ্, এতক্ষণ লুকোচুরির পর, সব ধরা পড়েছে। আমি সর্দ্দার দেবী দয়াল বাহাদুর, যখন একটু-খানি সূত্র পেয়েছি, অম্‌নি ধরে ফেলেছি। আমায় এড়িয়ে যাবেন কোথায়।

রমা—স্থির হও কর্ত্তা, শান্ত হও। মিছে অত গোল কোরোনা। বাড়ী চল, সকল কথা খুলে বলব তখন।

দেবী—চার চার মাস বাড়ী ছাড়া, তোমায় আবার ঘরে নোব। টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাট্‌বো না?

রমা—বটে, বটে, এতদূর! আপনারা দু'জন ভদ্রলোক সাক্ষী। শুনুন, আমার অপরাধের কথা। দেশে বৃদ্ধা মাতা পীড়িতা। তাঁরা অতি গরিব। স্বামীর অমতে, ভায়ের সঙ্গে তাঁকে দেখ্‌তে বাঙ্‌লা দেশে গিয়েছিলাম, এইমাত্র আমার অপরাধ। সেইজন্য আমার যে অপমান, যে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তাহাতো আপনারা স্বচক্ষেই দেখ্‌লেন। দাও, তোমার তলোয়ারখানা দাও, (তরবারি আকর্ষণ)।

দেবী—কেন—কেন—কেন গিন্নি, তলোয়ার কেন?

রমা—তুমি কেন নারীহত্যার পাতকী হবে? আমার হাতে তলোয়ার দাও, আমি নিজেই আপনার গলায় বসিয়ে দি।

দেবী—এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা! সে কি কথা, ও কি কথা।

রমা—এতকরে করি ঘর, তবু মিন্সে ভাবে পর। এত অপমান আমার। আমি এ প্রাণ আর রাখব না। বিষ খেয়ে হোক, জলে ডুবে হোক, গলায় দড়ি দিয়ে হোক্ যেমন করে পারি মর্‌বই ম'র্‌বো।

দেবী—হায়! হায়! হায়। কি দুষ্কর্ম্মই করলেম। চারমাস ত নয়, চার বৎসরের পর দেখাশুনা। দুটো মিষ্টি কথা কব, না কটু কথা বলে চটিয়ে দিলেম্। ওঁর যে রাগ, যা বল্‌ছেন কোন দিন হয়ত তাই করে বস্‌বেন। (করজোড়ে) ঘাট্ হয়েছে গিন্নি, ঘাট্ হয়েছে। এবার মাপ কর, আর কখনো যদি দাঁতের ফাঁক দিয়ে, কোন কথা বেরোয়, ত আমার চোদ্দপুরুষের ঝকমারী। চল, এখন ঘরে যাই চল।

রমা—বেশ, বেশ, আর এই যে এতগুলো ভদ্রলোককে, তাঁর বাড়ীতে বসে অপমান করলে, তার কি করলে?

দেবী—হাঁ, হাঁ, ঠিক্ মনে করে দিয়েছ (হাত ধরিয়া) দেখ বাবা ঋষি, আমি বুড়ো মানুষ, তোমার পিতার বয়সী। রাগের মাথায় কি বল্‌তে কি বেরিয়ে গেছে, কিছু মনে কোরো না, বাবা। (অনুচ্চস্বরে) আপনারা দু'জনেই দেখ্‌ছি অতিশয় ভদ্রলোক, বেশী করে আর কি বলবো, যে বিষয়টা আপনারা জান্‌তে পেরেছেন, সেটার যেন আর বাহিরে উচ্চবাচ্চা না হয়।

ঋষি ও সনা—রাধেমাধব, রাধেমাধব। তাও কি হয়, প্রাণান্তেও না।

দেবী—এখন চল।

রমা—এঁদেরকে জলখাবার কথাটা বল্‌বেনা? কেবল তিরস্কার আর গালাগালি খাইয়ে চোলে যাবে।

দেবী—বটে, বটে। আগামী শনিবারে আমার ওখানে আপনারা দু'জনে যেয়ে জলযোগ করবেন। গিন্নি আমার রন্ধনে খুব গুণবতী, দ্বিতীয়া দ্রৌপদী। চল গিন্নি, আমার আঁধার ঘর আলো করবে চল।

রমা—অমনি করে কি ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করেগা। দেখুন বাছারা, আমি আপনাদের দু'জনের পরিচয় কতক কতক জানি বলেই, সাহস করে এখানে এসেছিলাম। আমরাও আপনাদের স্বজাত ও স্বঘর। পশ্চিমে ইনি কর্ম্ম করেন বলে, আমরা এই রকম হিন্দুস্থানী পোষাক পরে থাকি। আমাদের বাড়ী গেলেই অবশিষ্ট পরিচয় দেবো। কেমন বাবা—তোমরা যাবে ত?

সনা—আপনারা যখন এত অনুরোধ করছেন, অবশ্য যাবো।

ঋষি—হ্যাঁ মা, যাব বই কি।

দেবী—(স্বগত) হ্যাঁ মা, বললে যে! তবে আমি এতক্ষণ আহাম্মোকের মত, কি একটা বদ্‌খদ্ ভুল ঠাউরেছিলেম। (প্রকাশ্যে) আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা দু'জনেই যাবেন।

উভয়ে—অবশ্য যাবো।

সনা—চল ঋষি, এক্‌জিবিসন্ হতে হাজার টাকা আন্‌বে চল।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বারাণসী—অনুপমাদেবীর বাটীর সংলগ্ন উদ্যান)

(খাজাঞ্চী ও জানকীর প্রবেশ)

খাজাঞ্চী—হ্যাঁরে জানকি, কাল দেবীদয়ালবাবু যে বড় আমাদের এখানে এসেছিলেন? তাঁর মেয়েকে নে গেলেন বুঝি?

জানকী—আপনিতো জানেন মাসীমা বাঙলাদেশ থেকে এসে অবধি কদিন আমাদের এখানে ছিলেন। কাল নাকি মেয়েদের জন্য ছবির-মেলা দেখবার দিন ছিল, তাই বড় দিদিমণি, ছোট দিদিমণি, মাসীমা, আমরা সবাই মিলে, গাড়ী করে মেলা দেখতে গিয়েছিলেম। ফিরে আসবার সময়, মাসীমা ঋষিবাবুর বাসায় কি কর্‌তে নাবেন। সেখানেই মেশোমশায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাই বড় দিদিমণি

তাঁকে এনে, জল খাইয়ে, মেয়েকে সঙ্গে দিয়ে, ওঁদের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। আপনি কি সনাতন বাবুকে নিমন্ত্রন করে এলেন ?

খাজাঞ্চী—হাঁ, মাকে বলোগে, তিনি এখুনি আসবেন। তোরা শুনেছিস্ কি জান্‌কি, সনাতনবাবু লাখ্ টাকা খরচ করে এখানে একটী অনাথ আশ্রম স্থাপন করছেন।

জান্‌কী—কই না, আমরা ত কিছু শুনিনি।

খাজাঞ্চী—তাঁর দাওয়ানজীর কাছে শুনে এলাম যে, লাট্‌সাহেব মেলা দেখতে এখানে এসেছেন, তিনিই নাকি অনাথ আশ্রমের দরজা খুল্‌বেন, তাতেই তিনি বড় ব্যস্ত আছেন।

জান্‌কী—যাই এখন, অনেক কাজ আছে। সনাতনবাবু এলে তাঁকে এইখানে অপেক্ষা করতে বলবেন।

(প্রস্থান)

খাজাঞ্চী—আজ আমাদের বাড়ীঘর এত পরিস্কার করে, আলোদিয়ে সাজান হয়েছে কেন ?

(সনাতনের প্রবেশ)

খাজাঞ্চী—আসুন, আসুন, নমস্কার, আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি মাকে সংবাদ পাঠাইগে।

সনা—নমস্কার, বাগানটীত বেশ্ সাজান দেখছি, আমি একটু বেড়াই।

(খাজাঞ্চীর প্রস্থান)

সনা—(স্বগত) কি ছিলেম, কি হলেম্ আমি।
একি পরিবর্ত্ত হ'ল, জীবনে আমার ?
স্বাধীন প্রফুল্ল-চিত্ত বন্য-গজ সম
হেসে খেলে বেড়াতাম স্বদেশে বিদেশে ;
অজ্ঞাত অপরিচিত রমণী-বদন

কি ফাঁদে ফেলিল তারে, করি আত্মহারা ?
নিজ সুখ গেছি ভুলে, তারি সুখে সুখী।
বাসনা নিকটে থাকি, সেই মুখখানি
হেরি যেন অহরহ বিজনে বসিয়া।
তার প্রিয় কার্য্য সদা সাধি সাধ্যমত,
তারি গুণাবলী ভাবি জাগ্রতে স্বপনে।
ললিত লাবণ্য তার গলিত কাঞ্চন—
ঢল ঢল করে, তায় টল টল মন।
মদিরা-বিহ্বল-চিত্ত মাতালের প্রায়
যত খায় তত যেন আরও খেতে চায়
স্বপ্নে ভীত জন যথা পলাইতে যায়—
যত যায়, তত যেন বাধে পায় পায়।
একি হল, কে বাঁধিল অদৃশ্য শৃঙ্খলে ?
পলাইতে চাই, কিন্তু পদ নাহি চলে।
অসুখী কি সুখী আমি ? কি চাই কি খুঁজি ?
আপনার মনোভাব আপনি না বুঝি।
সংশয়-দোলায় আর দুলি কত কাল ?
হয় কিম্বা নয়, আজি ঘোচাব জঞ্জাল।

নেপথ্যে—ওগো, কে কোথা আছ গো, একবার এসো গো, আগুন, আগুন, বুঝি আগুনে পুড়ে মরি।

সনা এ কার গলা! চিনেছি, চিনেছি, এযে সেই গলার আওয়াজ, ঐযে আগুন জ্বলে উঠেছে, যাই, যাই আমি—

(বেগে প্রস্থান ও দগ্ধবসনা অনুপমাকে স্কন্ধে লইয়া প্রবেশ)

সনা—ভয় নাই, ভয় নাই, এখনও কাঁপ্‌ছ যে ? এই বেদীর উপর বস, একটু ঠাণ্ডা হও। (বেদীতে স্থাপন) তোমার কেবল ওড়না-

খানার স্থানে স্থানে আগুন লেগেছিল, নিবিয়ে দিয়েছি। খোল, খোল, আঁখি মেল, আর ভয় নাই।

অনু—নিবেছে? নিবেছে? আঃ বাঁচলেম।

সনা—রেশমী কাপড় কি না, তাইতে তত শীঘ্র ধরে উঠেনি। আপনার কাপড়ে আগুন লাগল কি করে?

অনু—আপনি বাগানে এসে অপেক্ষা করছেন শুনে, যেমন কাপড় ছেড়ে, তাড়াতাড়ি ওড়নাখানা গায়ে দিতে যাব, না অমনি আঁচল লেগে কেরোসিনের লেম্পটা পড়ে ভেঙ্গে গেল, ঘরময় তেল ছড়িয়ে পড়ে, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওড়নাখানাও ধরে গেল।

সনা—আপনার কোথায় লেগেছে দেখি?

অনু—না, আমার গায়ে কোথাও বড় লাগে নাই, যা কাপড়েই আগুন লেগেছিল। ভাগ্যে আপনি ছিলেন, নইলে হয়ত আমাকে পুড়ে মরতে হত। আপনা হতেই আজ আমি প্রাণ দান পেলেম। আমার এখনও গা কাঁপছে, আপনি দয়া করে আমায় একটু ধরে বসুন।

সনা—(তথাকরণ) (স্বগত) মহাপুরুষ যা যা বলেছিলেন সে সকল-গুলই যে একে একে ফলে গেল, এবার যদি ইনি আমায় অস্বীকার করেন, তবে নিশ্চয়ই আমার অদৃষ্টে আত্মহত্যা আছে। আমি ত কোন কথাই আর মুখে বলবনা, মুখ ফুটে বলতেও পারব না, সে পথ নাই।

অনু—(হাত ধরিয়া) এস এস, কি ভাবিছ, দেখি হাত দুটি
ফুলেছে, জ্বলিছে বুঝি? কিন্তু তব মুখে—
ক্লেশ চিহ্ন কিছু মাত্র নাই, হাসিছ কিহেতু?

সনা— কেন ভাব সুবদনি, আমার এ হাতে
কত ক্ষত হয়ে গেছে মৃগয়া-বিহারে,
অস্ত্রে, শস্ত্রে, পশুমুখে। উত্তাল তরঙ্গে
নৌকা সঞ্চালনে কত কড়া পড়িয়াছে।
যে জ্বালায় অনিবার গুমুরে গুমুরে,
জ্বলিছে হৃদয় মোর, ঘোর পুট-পাকে,
তার কাছে কিছু নয়, হাতের এ জ্বালা।

অনু— বল শুনি কি বেদনা তব ?
তুমি ধনী, জমিদার, নবীন বয়স,
প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই, নিরোগ-শরীর,
আপনি আপন কর্ত্তা, তবু কি যাতনা ?

সনা— শোন বলি—বলি শোন, না, না, না,
সে কথা আর শুনে কাজ নাই,
আমার প্রাণের ব্যথা, প্রাণ যদি তব
না বুঝিল, মিছে কেন মুখে বোকে মরি।

অনু— অবলা অলপ-মতি কেমনে বুঝিব
খুলে যদি কোন কথা নাহি বল তুমি ?
আপাততঃ, আমার এ পোড়া ওড়নাখানা
খুলে দাও, যদি তব মন নাহি খোলে।

সনা— (স্বগত) অহো ! মম ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন আজি ?

(সনাতন কর্ত্তৃক দগ্ধ ওড়না উন্মোচন ও ভিতরের উজ্জ্বল বেশ প্রকাশ)

(প্রকাশ্যে) মরি ! মরি ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !
মেঘমুক্ত যেন শশধর,
সাগর-নির্গত তরুণ তপন,
অথবা অনলে বিশুদ্ধ কাঞ্চন,

কুঁদে পরিস্কৃত যেন রত্নাবলী,
শিশির-বিধৌত ফুল্ল ফুল-কাল,
কি দিব উপমা খুঁজিয়া না পাই,
তোমারি উপমা, তুমি বই নাই,
কেন, কেন, হেন ভাবে বাসনা বাড়াও ?
আকাশে তুলিয়া পুনঃ সাগরে ডুবাও।

অনু— ছাড় ব্যঙ্গ, রাখ রঙ্গ, ত্যজ উপহাস,
উপমায় এ দীনায়, তুলিছ আকাশ।
কি হয়েছে ? হেন কথা কেন বার বার ?
কে তোলে ? কে ফেলে ? তুমি দোষ দাও কার ?
জিজ্ঞাসিলে সে কথার, না দাও উত্তর,
কেমনে বুঝিব বল অন্যের অন্তর ?

সনা— কি বলিব ? বুঝিলে না—বলেছি দু'বার
কেন হেন বিড়ম্বনা ! সহেনা কো আর।

অনু— মুখে যদি বলিবার বাধা কোন থাকে
ইঙ্গিতে, আভাষে কিম্বা তবু বলা চলে।
আমারও একটি কথা আছে বলিবার,
আজি বলি, কালি যদি না পাই সুযোগ।
বহুদিন আসিয়াছি তীর্থ দরশনে,
কালি সন্ধ্যাকালে যাবো স্বদেশে ফিরিয়া।
হয়ত এ দীনা সনে, এ জন্মে কখন
আর ত হবেনা দেখা। তীর্থস্থান বলি
যার তার সনে দেখা, যথা ইচ্ছা যাই।
স্বদেশের অন্তঃপুরে বারেক পশিলে—
বদ্ধরব পিঞ্জরেতে, পোষা পাখী মত.

তাই আজ করযোড়ে করি নিবেদন
পাইয়াছি তোমা হতে বহু উপকার,
আজি এই প্রাণদান, কিসে দিব শোধ ?
তুমিত পুরুষ জাতি সব যাবে ভুলে
খেলিবে মৃগয়া, যাবে দেশ দেশান্তরে,
তাস, পাসা, গালগল্প, আরও কত আছে।
অভাগী একাকী বসি, রুদ্ধ গৃহ মাঝে,
ভাবিবে সে সব কথা জাগে যাহা মনে।

সনা— একি সর্ব্বনাশ ! কালি তুমি যাবে দেশে ?
আর কি পাবনা দেখা এজনমের মত ?
এই কিলো শেষ দেখা, শোন তবে বলি—
বলিবার অবসর আরত পাবনা।
শোন গরবিনি, জীবন কাহিনী মোর,
উল্লাসে তরঙ্গ তুলি—রবিকর মাখা,
জীবন তটিনী মোর, বিলোল কল্লোলে
এক ভাবে নেচে নেচে যেতেছিল বহি,
কে রোধিল তার গতি দুকুল আকুলি ?
শারদ চন্দ্রিকা ধৌত শুভ্র মেঘখানি
হেসে হেসে ভেসে যায় নীল নভঃস্থলে
কোন্ ঝটিকায় তাহা ছিন্ন ভিন্ন আজি ?
যেই শান্তিলতা মোর, নব পুষ্প ভরে
দুলিত হৃদয়-তরু আমোদিত করে,
আজি ছিন্ন-মূল কেন, বিশুষ্ক-পল্লবা ?
বুঝিলে কি, এত করে বলিলাম যাহা ?

গুমিছে হৃদয় মোর অগ্নিগিরি-সম
কখন্ ফাটিয়া যায় দারুণ উত্তাপে।
তাই যদি ইচ্ছা তব, অশনি প্রহারে
কর চূর্ণ, কাদম্বিনি! আর নাহি সহে।
পায়ে ধরি, প্রাণ দান, দেহ অভাগার, (পদ ধারণ)
কি বলিব, বলিবার শক্তি নাহি আর।

অনু— কি কর, কি কর, ছাড়, ছাড়, পা আমার,
বলিবার শক্তি কেন নাই? কারে ডর?
মহাপুরুষের কথা পড়িছে কি মনে?

সনা— কে তুমি মোহিনি? বল জানিলে কেমনে
সে গুপ্ত ভবিষ্য-কথা, তিনি আমি ছাড়া
অন্যে যাহা নাহি জানে। কে তুমি তা বল?

অনু— কেন পাঁচু বাবু, বিস্মিত, বিস্মিত আজি?

সনা— আমার সে নাম তুমি জানিলে কেমনে!
শৈশবে আদরে মোরে ডাকিত যে নামে?
নিশ্চয় কুহক কিছু জান! অথবা কি
যাদু কিম্বা, ভোজ্ বিদ্যা, শিখিয়াছ তুমি?
চপলা-চটুল-নেত্রে! নহিলে কেমনে
লৌহ সম সুকঠিন হৃদয় আমার
গলাইয়া দিলে ক্ষণে রূপের উত্তাপে!
পাষাণ কোমল হল তব পদমূলে!
ব্যক্ত কর গুপ্ত কথা, অন্যে যা না জানে।
কামাখ্যা দেবীর কিলো, প্রিয়-শিষ্যা তুমি?
কে তুমি? কে তুমি তা বল?

অনু— শৈশব-সঙ্গিনী, সেই দরিদ্র-বালিকা
নলীরে আজও কি মনে আছে পাঁচুবাবু ?
বল দেখি কোথা সে বালিকা ?
সনা— আহা সেই বন ফুল গিয়াছে মরিয়া,
এই কথা শুনিয়াছি সন্ন্যাসীর মুখে।
অনু— ভ্রম তব, বোঝ নাই তাঁর ভাবা কিছু।
বলিয়া ছিলেন তিনি, সে বালিকা-কাল
গেছে কালগ্রাসে, অর্থ কি তাহার জান ?
বালিকাকালের মৃত্যু, নহে বালিকার।
বালিকা বয়স অন্তে যুবতী সে এবে।
সে আজও জীবিতা আছে।
সনা— জান যদি, কহ মোরে কোথা সে যুবতী ?
হয়েছে কি বিবাহ তাহার ?
আহা সেই ননীর পুতলি—
সুখে কিম্বা দুখে কাল কাটে ?
সতত উৎসুক আমি জানিতে সে কথা।
অনু— তারে যদি ভোল নাই, তবে কেন আজি
চরণে ধরিয়া মোর, পাণি ভিক্ষা চাহ।
একি রঙ্গ পুরুষের! মনে একজনে
আছে ভালবাসা। মুখে অন্য জনে চায়।
একি সরমের কথা! ছি ছি লাজে মরি!
আপনার প্রাণ কিহে, রসিক নাগর!
বিলাইবে দু'জনায় দু'ভাগ করিয়া ?
সনা— একিরে বিচিত্র নারীর চরিত্র
কিছু নারি বুঝিবারে।

বুঝিয়াছি, ভালবাস মোরে,
কিন্তু বিবাহ করিতে নাহি চাও।
অপরার নাম মাত্র শুনে,
জ্বলে ওঠ সতিনীর প্রায়।
অন্য কিছু ভেবোনা মানিনি!
আজি যদি দেখা পাই তার
পারি যদি করি উপকার
এইমাত্র বাসনা আমার।

অনু— (নতজানু হইয়া জোড়করে)
কিবা উপকার তার করিবারে চাও ?
চেয়ে দেখ পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিতা সে আজি,
পিতৃ-মাতৃ-হীনা বালা।

সনা— (হাত ধরিয়া তুলিয়া)
তুমি! তুমি! তুমি কিলো শৈশব-সঙ্গিনী
সেই ননী? কিম্বা কোন হবে মায়াবিনী?
তুলিছ ফেলিছ মোরে বিস্ময় তরঙ্গে।
সত্য যদি তুমি সেই ননী, বল তবে
বিবাহ করিবে মোরে? দিবে পাণিখানি?

অনু— না, না, না, আবার ওকথা কেন?

সনা— শোন ননি! মহাপুরুষের ভবিষ্য-বচন
মিলিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে।
বাকি মাত্র আত্মহত্যা, এবার তা হবে।
তথাপি হাসিছ কেন কঠোর-হৃদয়ে!

অনু— ছি ভাই! পুরুষজাতি এতই নির্ব্বোধ?
নারীর বিবাহ কোথা হয়েছে দু'বার?

সনা— সে কি! জানিতাম, অনূঢ়া না তুমি?
বিবাহ হয়েছে কোথা? কে সে ভাগ্যবান?
কি ক'রে হেঁয়ালী বুঝি, খুলে না বলিলে।

অনু— বাল্যকালে, নদীতটে, বট-বৃক্ষ-মূলে,
খেলিতে খেলিতে যারে অকপট মনে
বিলায়ে দিয়েছি প্রাণ, অযাচিত ভাবে।
আজি তারে পাণি দিব, সে কি বড় কথা?
প্রাণ মন সমর্পণ করেছি শৈশবে,
তুমিত চরণে স্থান দাও নাই মোরে।
তোমার প্রাণের কথা বুঝি নাই বলে
এখনি নিন্দিতে ছিলে অধমার প্রাণে।
কে কার প্রাণের কথা বোঝে নাই বল?

সনা— বুদ্ধি-শুদ্ধি হল লোপ! অবাক করিলে,
বাল্যকাল হতে মোরে এত ভালবাস?
এতদিন অদর্শন, এত অযতন
ছিল কি সমান ভাবে তব ভালবাসা?
ধিক্ মোরে, মূঢ় আমি, চিনি নাই কেন?
ধন্য তব ভালবাসা, সাবাসি তোমায়।

অনু— নাহি কিছু বাহাদুরি, ইহাতে আমার।
পরম পবিত্র সেই প্রেম-দেবতার
ফিরিয়াছি মাঙ্গলিক অঙ্গুলি-সংকেতে।
যে পথে চালিতা আমি, গিয়াছি সে পথে
প্রথমে প্রেমের ফাঁদে, পড়েছি আপনি,
তারপর সেই ফাঁদে ফেলেছি তোমায়।

পবিত্র প্রেমের গুণ কি কহিব আমি,
এ জগৎ বাঁধা আছে সূক্ষ্ম প্রেম-ডোরে।
অদর্শনে, অনাদরে, প্রেম নাহি টুটে।
শূন্যে ক্ষিপ্ত লোষ্ট্র মত পড়ে অতি বলে।
বিস্তৃত তরঙ্গ যদি যায় ক্ষুদ্র পথে,
বেগ তার বাড়ে বই কভু নাহি কমে।
চোর যথা প্রতি কুঞ্জে দেখে প্রহরীরে,
ভক্ত যথা হৃদিমাঝে দেখে ইষ্টদেবে—
তেমতি মূরতি তব অন্তরে বাহিরে,
হেরিতাম অহোরাত্র নিদ্রা জাগরণে,
চর্ম্মচক্ষু অগোচরে মনশ্চক্ষু দেখে।
বার বার প্রত্যাখ্যান করেছি তোমায়,—
মাঝে মাঝে অদর্শন, ইথে তব প্রেম—
কমেছে কি বেড়ে গেছে ভেবে দ্যাখ মনে।

মনা— বুঝিলাম এতক্ষণে সুচারুহাসিনি!
রজ্জু যথা দৃঢ় হয় প্রতি পাকে পাকে
দৃঢ়তর প্রেম-রজ্জু প্রতি প্রত্যাখ্যানে।
কিন্তু—হৃদে জাগে মোর একটি সংশয়
কেমনে এ গুপ্তকথা মহাত্মা জানিল?

অনু— একটী কথায় মাত্র ঘুচাব সংশয়,
যে মূরতি বাল্যাবধি দেবতার মত
পূজিয়াছি হৃদিমাঝে গোপনে গোপনে,
বারেক সে মুখখানি দেখিবার আশে,
তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার তরে
মহাপুরুষের বেশ আমিই ধরেছি।

জানকী গোয়েন্দা মম—বুড়া দরওয়ান।
তোমার ঘরের কথা কি না জানি আমি ?
যখন যেখানে তুমি করিতে গমন
লইতাম সযতনে সকল সংবাদ।
হৃষিকেশ বাবুকেও শৈশব হইতে
চিনিতাম, জানিতাম কতক কতক।
তাঁর কথা সেইজন্য বলেছি আন্দাজে।
সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী, কিম্বা মহাপুরুষের
কোন স্থানে ঘুণাক্ষরে সংবাদ পাইলে,
সাগ্রহে আনিয়া তাঁরে, কর-কোষ্ঠী আদি
দেখাতেম সযতনে ভবিষ্য জানিতে।
তাহাদের বাক্য, কার্য্য, লক্ষ্য করে করে,
সেই মত অভিনয় করিয়াছি আমি।
প্রতারণা এইরূপে করিয়াছি বলে
তুমি কি ক্ষমিবে এই চপলা বালায় ?

সনা— তুমি কেন ক্ষমা চাও আমার নিকটে ?
শত লক্ষবার ক্ষমা যাচি জোড়করে।
দিয়েছি কতই ক্লেশ ও কোমল মনে।
অধম পামর আমি, নারিনু চিনিতে—
হেন রত্ন, মদ-গর্ব্বে অবহেলা করি।
যেমতি অতুল রূপ, গুণেও তেমনি,
শুধু নামে নহ, রূপে গুণে অনুপমা তুমি।

অনু— ছি! ছি! ছি! ও কথা তুমি এনোনাকো মুখে,
অভীষ্টদেবতা পতি, পাইবার তরে—
ভারত-ললনা নিত্য কত ব্রত করে,

কত পূজা উপবাস বাল্যকাল হতে।
রুক্মিণী, সুভদ্রা, সীতা, দময়ন্তী, ঊষা,
পবিত্র সাবিত্রী নাম বিখ্যাত এ দেশে,
তাঁদের চরণ-রেণু স্পর্শ যোগ্যা নহি।
জাননা কি, জগন্মাতা পার্ব্বতী আপনি
কি তপস্যা করেছিলা পতিলাভ তরে?
পড়েছে ত সে সকল কুমার-সম্ভবে।
ভারতে এ পতি-পূজা আছে চিরকাল।
বলিলাম সব কথা, বল দেখি এবে
অধিনী কি দাসী বলে স্থান পাবে পদে?

মনা— বুকে এস সোহাগিনি, বাল্য-সহচরি!
পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা ধর্ম্ম-পত্নী তুমি,
আজি হ'তে আজীবন বাঁধা রব প্রেমে।
পরশ মণির স্পর্শে লৌহ ও কাঞ্চন—
পবিত্র হইব আমি তব সঙ্গগুণে।
উচ্চ কার্য্যে—নারীবাধা—ঘুচেছে সে ভ্রম,
সুশিক্ষিতা মহিলারা, পুরুষের মত—
সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণা—সংসারে সহায়।
শৈশবের কত কথা—যা যা আছে মনে
তারপর কি কি হল—জীবন প্রবাহ—
বহিয়াছে অদর্শনে কোন্ কোন্ পথে,
কহিব সে সব কথা, বসিয়া বিরলে,
গলা ধরাধরি করি বাল্যকাল মত।
সুখের সময় কহি দুঃখের বারতা
উথলিয়া যাবে প্রাণ আনন্দ উচ্ছ্বাসে।

অনু— আজিকার এ মিলন যদি না ঘটিত,
মানস-দেবতারূপে পূজিয়া তোমায়
থাকিতাম চিরদিন কুমারী-দশায়।
এ প্রতিজ্ঞা বাল্যাবধি ছিল মনে মনে।
আজি কি সুখের নিশা, কে আছিস্ হোথা?
বাজা শাঁক, আন মালা, দাও হুলুধ্বনি,
শুভদিনে স্বয়ম্বরা হব আমি আজি।

(জানকী ও অপরাপর সহচরীগণের
মালা, টোপর, ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ ও পরস্পরকে মাল্যদান)

জানকী— দিদিমণি, আজ বড় আহ্লাদের দিন,
তুমি অনুমতি দাও আর না দাও,
আমরা একটু নাচি আর গাই।

গীত

আমার প্রাণটা গেছে ভুলে,
গাব গান গলাছেড়ে, নাচ্‌বো হেলে দুলে।
স্বয়ম্বরা প্রাণ-সখী, তাঁদের সুখে আমরা সুখী,
যে আমাদের, আমরা যাদের কেনা বিনিমূলে।
বরণডালা, জলের ঝারা, শাঁখে ফুঁ দেনা লো তোরা,
মালা বদল, ছাউনি নাড়া, হুলুধ্বনি তুলে।
টোপর, সিঁদুর দাও মাথে, শাঁখা, রুলি পর হাতে
বর বড় না কনে বড়, বল না খুলে।

(পটাবরণ)

চতুর্থ দৃশ্য

(বারাণসী—অনুপমা দেবীর বাটীর কক্ষ
জানকী আসীনা, নফরার প্রবেশ)

নফরা—ও বাবা, তোমাদের মেয়েমানুষের পেটে পেটে এতোও। আরও দেখব কত, শুনব কত।

জানকী—কেনরে মিনসে, জানিস্ নে কি, যত সব শূর, বীর, মর্দারামেরা আর বিদ্যেগজ্‌গজ পণ্ডিতেরা, আমাদের পেটেইত হয়েছে। তারা তো আকাশ থেকে পড়েনি, কিম্বে গাছ থেকেও ফলেনি। আমরাই ত বুকের রক্ত দিয়ে ছেলে মানুষ করি। তবু পুরুষ-জাতটা এমনিই বেইমান্ যে আমাদেরকে তুচ্ছ করতে আর কুচ্ছ গাইতে ছাড়ে না। আমরা মেয়েমানুষ হয়েছি বলে কি এতই ফেল্‌না?

নফরা—রামচন্দ্র! তোমাদের ফেল্‌না কে বলে? তোমরা হলে মাথার মাণিক, তোমরাইত পুরুষকে কাণে ধরে নাচাও।

জানকী—ডুগ্‌ডুগির তালে তালে, জানিস্ ত বৃন্দাবনে ধরা।

নফরা—বৃন্দাবনে কেন? আগরায় বল চাঁদ।

জানকী—আগরায় ফাঁদ পাতা, ধরা বৃন্দাবনে।

নফরা—দলশুদ্ধ?

জানকী—দূর, পালকে পাল।

নফরা—নে ভাই ক্ষমা দে, তোর সঙ্গে কথায় পারব না। আমায় বুঝিয়ে বল দেখি, তোর মনিব ত ছিল গরিবের মেয়ে, এত টাকাকড়ি, ধনদৌলত, জমিদারী, কোথা হতে পেলে?

জানকী—রাজারা হাতী, ঘোড়া পায় কোথা হতে?

নফরা—হয় কেনে, নয় বাপ দাদার কাছ থেকে পায়। তোর মনিব্‌ তো মামাদের খেয়ে মানুষ। তাঁরাও শুনেছি খুব গরীব ছিলেন, তাই বুড়ো দেবীদয়ালবাবুকে এক মেয়ে দিয়েছিলেন।

জান্‌কী—আমার মনিবের এক খুড়ো ছিল, শুনেছিস্‌ কি? তিনি অনেক টাকা রোজগার করেন, জমিদারী কেনেন, তাঁর ছেলেপুলে ছিল না। দিদিমণির মার যখন বাড়বাড়ি ব্যারাম, তখন একবার দেখ্‌তে আসেন। এসে দেখেন যে তাঁর কাল হয়েছে। তার দু'একদিনের মধ্যেই খবর এল, তাঁর দাদাও মারা পড়েছেন। তিনি দিদিমণিকে সঙ্গে করে দিনাজপুরে নে জান, আর এঁর রূপ গুন দেখে অনুপমা নাম দেন। পণ্ডিত রাখিয়ে লেখাপড়া শেখান। দিদিমণি অনেক পুঁথি পড়েছেন্‌। খুড়ো দিদিমণিকে খুব ভালবাস্‌তেন। আর ওঁর বে দিচ্ছি দেব, কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ মারা যান। মরণকালে কাকা তাঁর বিষয়আশয় সব দিদি-মণিকে দিয়ে গেছেন। খুড়ো মারা গেলে পর, দিদিমণি সখ করে ওস্তাদ্‌ রেখে, গান বাজ্‌না শিখেছেন। এখন বুঝ্‌লি ত কি করে বড়মানুষ।

নফরা—তা যেন হ'ল, তোরা সন্ন্যাসী, না মহাপুরুষ সাজলি কেমন করে?

জান্‌কী—বলিহারি তোর বুদ্ধির দৌড় দেখে। এটাও বুঝতে পার্‌লিনে রে মিন্‌সে। দিদিমণি যে নিত্য শিবপূজা করেন। পূজার দ্রব্য সামগ্রী সোনা রূপার, সবই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আর আগরায় একটা থিয়েটারের দল থেকে, আমি একটা মুনি ঋষির সাজ্‌ কিনে এনেছিলাম।

নফরা—আচ্ছা, সেটাও যেন বুঝলেম। বাবারে সে পোড়ো বাড়ী, ভূতের বাসা, তোমরা তার সন্ধান পেলে কেমন করে?

জানকী—ইস্, মর্দ্দ ত বড় তেজী, পুকুর পাড়ে নাইতে গেলে তাড়িয়ে দিলে বেজী। বুড়ো মিন্সে, তোর এখনও এত ভূতের ভয়, তাতেই পুরুষমানুষ বলে এতক্ষণ বড়াই করছিলি।

নফরা—না, না, সত্যি সত্যি কি আমি ভূতের ভয় করি, মনে করেছিস্? তা নয়, তবে কিনা অমন অন্ধকার রাত্রে, ঐ পোড়ো বাড়ীতে, আবার সেই বুড়ো দরোয়ান্ হিন্দি মিন্দিতে যে সব কথা বল্লে, তাতেই গাটা একটু ছম্ ছম্ করে না কি?

জানকী—আমর্ বেহায়া মিন্সে, তোর আর অত ঘোমটা টেনে যৌবন জাহির করতে হবে না। মুখসাপাটি করে সাহসের আর পরিচয় দিতে হবে না। সে রেতে বাড়ী যেয়ে কাপড়খানা কাচ্তে হয়েছিল কি?

নফরা—তুই ভাই, সে কথাও জান্তে পেরেছিস্? তোরা কি ভাই জান্? বল্না ভাই, সে হানা বাড়িতে থাক্তিস্ কেমন করে?

জানকী—আমরা তার পাশের বড় বাড়ীতে ভাড়া ছিলেম। ভেতর দিয়ে একটা পথ ছিল, তাতেই খানিকক্ষণ তোদের নিয়ে নাচাতে পেরেছিলেম। আমিই ত জমিদার বাড়ীর উর্দ্দি পরে, পাগড়ী বেঁধে বুড়ো দরোয়ান সেজেছিলেম। আর যখন যোধপুরে মাসীমার বাড়ীতে তিনমাস ছিলাম তখন সেখানেই আমরা হিন্দি কহিতে শিখি। পাছে, আমার গলার আওয়াজ শুনে তুই চিনে ফেলিস্ সেইজন্যই ত বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটছিলাম আর হিন্দি বুলি ঝারছিলাম। মনে নেই, যমুনার ঘাটে ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে তোর কাছেই ত অনেক সন্ধান পাই।

নফরা—ও বাবা, যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গ দাঁতের গোড়া। আমার কাছে সন্ধান পেয়ে, আমাকেই মাৎ!

জান্‌কী—এত চিরকাল ধরা আছে, কাঠুরেরা গাছে বসেই গাছের ডাল কাটে।

নফরা—আমারও ডালপালা কাট্‌বি, না গাছকে গাছ সাবাড় করবি?

জান্‌কী—বালাই, ডাল কাট্‌ব কেন? ল্যাজ্‌ কেটে মানুষ বানিয়ে দোবো।

নফরা—দিবি আর কারে ভাই, আপনি নিয়ে রাখ্‌না।

জান্‌কী—যদি পোষ মানিষ ত নিলে ক্ষেতি নাই।

নফরা—তোর মনিব—না না আজ থেকে আমারও মনিব, অমন মত্ত হাতীকে হাবোড়ে ফেলে পোষ মানিয়েছে। তার আমি কোন ছার। তুই ভাই যেমন জানের মত কাজ করেছিস্‌, তোকে আর জান্‌কী না বলে, আজ হতে জান্‌ বলে ডাক্‌ব।

জান্‌কী—কেবল মুখেই জান্‌ বলে ডাকবি?

নফরা—তুই যে ভাই জান্‌, সকলিইত জানিস্‌। যেদিন থেকে তোর সঙ্গে দেখা, সেদিন থেকেই তোকে জানের জান্‌ করেছি।

(সবেগে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল—কেরে শালা তুই? কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসছিস্‌। আমার কল্‌জে থেকে জান্‌ কেড়ে নিতে চাস্‌?

জান্‌কী—এযে আমাদের মেষোমহাশয়ের চাকর গোপাল। অনেকদিন থেকে আমার ওপর, ওর নজর আছে।

গোপাল—আমায় জানিস্‌নে। আমি যে তোর আগের উমেদার।

নফরা—তবে আমার দশা কি হবে ভাই জান্‌কি?

গোপাল—তুই যেমন জান্‌কীকে ভাই বলে ডাক্‌লি, জান্‌কীও তোকে তাই বলে ডাক্‌বে, আর তুই আমার সম্বন্ধী হবি।

জানকী—তাইত, বড় মুস্কিলে পড়লেম যে,—

কার বা ভাল, কার বা মন্দ, কার বা হব দুখী,
মাঝখানেতে রইলেম পড়ে, যার যা কর খুসী।

নফরা—আমি তা বলে ছাড়চিনে। (এক হস্ত ধরিয়া টানন)

গোপাল—আমিই কি ছাড়ব নাকি? (অপর হস্ত ধরিয়া টানন)

জানকী—আরে মোলোবা। ছাড়্, ছাড়্, হাত ছাড়। একটা কথা বলি শোন্, একখানা তলোয়ার এনে, আমায় দু'ভাগ করে দু'জনে নে।

গোপাল—হাঁ, একথায় আমি রাজি আছি।

নফরা—না ভাই, আমি তা চাই না, তুই যে মারা যাবি। ঐ তোকে নিগ্।

জানকী—না হয় আর একটা কথা বলি শোন্। তোরা দু'জনেই কেন আমায় বে করনা। একদিন তোর, একদিন ওর।

নফরা—না ভাই, আমি তাও চাই না।

জানকী—তাতে তোর ক্ষতিটা কি?

যেমন, দুই নারী হলে বাড়ে পতির আদর,
তেমনি, দুই মিন্সে নিয়ে আমি সুখে করব ঘর।
কারেও দেবো কান মলা, কারেও দেবো চড়।

গোপাল— ও তোর গাল মন্দ, নাকের টিকলি, লাথি ঝাঁটা মিঠে।
যেমন জষ্ঠি মাসের আম্ কাঁঠাল, আর পোষ মাসের পিঠে॥

আমার হাতে শানুবে না।

জানকী—না শানে, ঝাঁটা ত আছে—

নফরা—তোর হাত, পা, ঝাঁটা আর যা আছে, সবই সইতে পারব, কিন্তু ও ভাগাভাগির পিরীত সইতে পারব না। তুই বরং গোপাল দাদাকে বে কর, আমি তোর সুখ্ দেখে সুখী হবো।

গোপাল—আমায় দাদা বলচিস্ যে, আমি কি তোর বলরাম দাদা?

জানকী—আমিই বুঝি তবে সুভদ্রা?

নফরা—আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে যে, আমি সত্যি সত্যিই জয় জগন্নাথ হয়ে পড়েছি। এতো করেও যদি তোরে পাই রে জান্।

গোপাল—নেলো জানকী-সুভদ্রা, তোর জগন্নাথ নিয়ে ঘর কর। ও মিন্‌সে তোকে সত্যিসত্যিই ভালবাসে, আমি চল্লেম।

জান্‌কী—আমাদের বাড়ী কেন এসেচিস্ তা বললিনি, অমনি যাবি?

গোপাল—ঠিক মনে করে দিয়েচিস্। ভাই, নফ্‌রাকে নিয়ে রঙ্গ করতে যেয়ে সব ভুলে গিয়েছিলুম। তোর দিদিমণি কোথা?

জান্‌কী—এখানে ত লুকিয়ে লুকিয়ে বে হল। দেশে যেয়ে কি কি ঘটা করবেন, স্বজাত কুটুম্বদের কি রকম সামাজিক বিলুবেন, কি রকমে ব্রাহ্মণ কাঙ্গালী বিদেয় করবেন, কর্ত্তা গিন্নীতে বসে বসে তারি ফর্দ্দ করছেন। তুই এসেছিলি কেন?

গোপাল—কাল শনিবার আমাদের বাড়ীতে যে সনাতনবাবুর আর ঋষিবাবুর নিমন্ত্রণ আছে। বড়দিদিমণিকেও সেখানে যাবার জন্য বলতে এসেছি। ছোটদিদিমনি তাঁকে অনেক মাথার দিব্য দিয়ে যেতে বলেছেন। তাঁরাও এঁদের বের কথাও শুনেছেন, পাছে লজ্জায় বড়দিদিমণি না যান, তাই ছোটদিদিমণি জেদ্ করে যেতে বলেছেন।

জান্‌কী—ছোটদিদির মত বড়দিদি লজ্জায় আপনার কাজ ভোলেন না। চল্ বলিগে যাই।

নফ্‌রা—গোপাল দাদা, আমাদেরও বের কথাটা যদি পারিস্ ত ভাই, বাবুকে গুছিয়ে বলিস্। আমার ওকথাটা বলতে বড় লজ্জা করে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(বারাণসী, দেবীদয়াল সর্দ্দারের বাটীর কক্ষ)

(দেবীদয়াল পরিভ্রমণ করিতে করিতে)

দেবী—এটা যে ঘোর কলিকাল! এ সব হোলো কি? ঘটক পাঠান নাই, পত্তর করা নাই, আইবুড়োভাত, অধিবাস্, কুশণ্ডিকা কিছুই হ'লনা, যেমন দেখা আর অমনি বে। আমি ত আর উমাকে বেশী-দিন আইবুড়ো রাখ্‌তে পারছিনা। কি করি, পশ্চিমে যে ভাল পাত্র মেলে না। তায় আমার আর ত নেই, ওইটিই যে শিবরাত্রের শল্‌তে। তাকে কেমন করে প্রাণ ধরে পরের ঘরে পাঠাব? আহা, আপনার মা নেই, কেউ যত্ন আর্ত্তি করবে, কি না করবে, সেই ভেবেইত আজও চুপ করেছিলেম। কিন্তু আর রাখা যায় না, যে দিনকাল পড়েছে, গিন্নির সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা শীঘ্রই করতে হবে, নইলে আবার কোনদিন কি করে ফেল্‌বে। কই, গিন্নি যে এখনও এলেন না? তিনি কি এখনও রান্নাঘর ছেড়ে আস্‌তে পারছেন না? (উচ্চৈঃস্বরে) বলি ওগো, ও আমাদের, বলি শোনই না, আমি যে এত ডাক্‌ছি, গিন্নি, তুমি কি তা শুন্‌তে পাচ্ছ না?

নেপথ্যে—কেন গা, এইমাত্র তোমায় জল খাইয়ে, কাপড় পরিয়ে, একটীবার মাত্র হেঁসেলে এসেছি।

দেবী—না না, তা হবে না, পাচিকারা যা হয় করুক, তুমি আমার কাছে এস, আমি তোমায় ছেড়ে একা থাকতে পারব না।

(রমাসুন্দরীর প্রবেশ)

রমা—হ্যাগা, আমি একদণ্ড কোথাও কি নড়্‌ব না?

দেবী—দেখ গিন্নি, লোকে পরিবারকে কেবল মুখেই প্রাণ প্রাণ বলে

আদর করে। দেখ দেখি, আমার সেটা যথার্থ কি না? তুমি এক নিমেষ চোখের আড়াল হলে, আমি অসাড় অচৈতন্য হ'য়ে পড়ি। তুমি যে আমার (ব্যঙ্গস্বরে)

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরিয়সী।
প্রাণকান্তা, প্রাণেশ্বরী প্রাণাধিকা প্রাণপ্রেয়সী॥

রমা—(ব্যঙ্গস্বরে) আমরি! যোধপুরের এডিকঙ্, এ বয়সে এতও ঢঙ্।

দেবী—ও কথা বল্‌লে আজ আর খেপ্‌চি নে। কিন্তু তোমার নিজের আজ একি ঢঙ্? আমি তোমায় কত রঙ্‌বেরঙের দামী দামী পোষাক, পেষ্‌ওয়াজ্ কিনে দিয়েছি। আজ্ বাড়ীতে কুটুম্ব আস্‌বে, সে সব না পরে তুমি কি না লাল পেড়ে সাদা সাড়ী পরে কলা বউ সেজে বেড়াচ্চ? আমার কি গঙ্গা লাভ হয়েছে?

রমা—বালাই, বালাই, ও কি রকম ঠাট্টা। আজ জামাই আসবে, আমি কি রং করা কাপড় পরে, ক'নে সেজে বেড়াতে পারি?

দেবী—এতো আর নিজের জামাই নয়, বোন্‌ঝি জামাই, তাকে আবার এত লজ্জা?

রমা—নিজেরই বা নয় কিসে? আমি মনে করে রেখেছি যে, ঋষির সঙ্গে উমার বে দেবো।

দেবী—আরে ছি, ছি, ছি! গরিবের ছেলে, পোটোর কাজ করে, সে কি আমার মেয়ের যুগ্যি পাত্তর?

রমা—কেন, আমিও ত গরিবের মেয়ে, আমি কি তোমার যুগ্যি নই?

দেবী—আ হা হা, গিন্নি, সে হোলো বুদো কথা, টাকার জন্যে ত নয়, রূপ গুণ দেখেই তোমাকে বে করেছিলুম।

রমা—আমিও তেমনি রূপ গুণ দেখে মেয়ের বে দেবো। টাকার জন্যে ত নয়।

দেবী—ওগো গিন্নি, বুঝলে নাত, শুধু রূপ গুণ দেখলে কি হবে?

তোমাকেত রোজগার করে এনে কা'কেও খাওয়াতে হবেনা? গরিবের ছেলে আমার মেয়েকে যে করে, খাওয়াবে কি করে? সেটা'ও ত একবার ভেবে দেখা চাই।

রমা—কেন? তুমি যা রোজগার করেছ, তাতে কি তাদের কোন অভাব থাকবে? আমার ত আর অন্য কোন ছেলে পিলে নাই, আমি ঋষিকে ঘরজামাই ক'রব।

দেবী—আর লুকিয়ে লুকিয়ে চুমো খাবে?

রমা—তা খেলেমই বা, জামাই আর ছেলে কি ভিন্ন? লুকিয়ে বলছ কি, তোমার সাম্‌নে বসে ঝি জামাইকে কোলে করে চুমু খাব। আমার যদি ছেলে হবার হ'ত, ওর বয়সী হ'ত কি না, বল দেখি?

দেবী—আর সে তোমার চেহারা এঁকে বাজারে বাজারে যেখানে সেখানে দেখাবে?

রমা—তাতেই বা দোষ কি? লোকে যে মা দুর্গার ছবি কত রকমারি করে, উলঙ্গিনী দশ মহাবিদ্যা এঁকে দেখাচ্ছে, তাতে দোষ ধরো না। আমার ছেলে যদি আমার চেহারা এঁকেই থাকে, তাতে এত আর ডব্‌ডবানি কি?

দেবী—ওসব তুমি যাই বল, যে নিত্য আনে নিত্য খায়, আমি সদার দেবীদয়াল বাহাদুর তাকে কি মেয়ে দিতে পারি?

রমা—ওঃ বুঝলেম, গরিব বলে মেয়ে দেবে না, তাই এত রকম ওজর হচ্ছে। আচ্ছা বল দেখি, গরিব আর বড়মানুষের মধ্যে কোনটা ভাল? যে নিত্য আনে নিত্য খায়, কিসে কষ্টে ছেষ্টে সংসার চালাবে, তাই নিয়ে সদাই ব্যস্ত, নিজের কষ্টে পরের কষ্ট বুঝতে পারে, ধন নাই বলে সদাই নিম্র, সে ভাল? না যে গাড়ি জুড়ি হাঁকিয়ে, বুক ফুলিয়ে, দেমাক করে বেড়ায়, মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না,

বেশ্যার নেশায় বেঘোর, মামলা মোকর্দ্দমা করে, কার সর্ব্বনাশ করবে সদাই সেই চিন্তে, অলীক আমোদে দিনরাত মজগুল, সে ভাল? গরিব ও বড়মানুষের মধ্যে দোষ গুণ কার বেশী?

দেবী—তা যেন হল, মেয়েটার সুখের দিগেতো চাইতে হবে?

রমা—সুখটা ধনে না মনে? তুমি যদি গরিব হ'তে, আমি কি তা হ'লে অসুখী হতেম? বড় মানুষের মাগ্ বলে কি আমি দশমন বিশমন খেতে পারি? না দশখান বিষখান কাপড় পরতে পারি? দু'চার খানা গয়নার কথা বল্‌বে, বুঝেছি। আমার চেয়ে যে যোধপুরের রাণীরা কত বেশী দামী গহনা পরেন, আবার কাহার কুর্ম্মীদের মাগীরা যে মাটীর চুড়ি, গালার চুড়ি পরে সুখী। বিধাতা যাকে যা দিয়েছেন, সে যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকে তবেই সুখী, নইলে অসুখী। আর তা ছাড়া মা লক্ষ্মী, যিনি আজ আছেন কাল নাই, এখন আছেন তখন নেই, এমন চঞ্চলাদেবীর একটু আশ্রয় পেয়েছি বলে কি অপরকে মানুষ বলে জ্ঞান ক'রব না, সেইটেই বুঝি উচিৎ?

(জানকীর প্রবেশ)

জানকী—কই গো, ছোটদিদিমণি কোথায়?

রমা—সে ওঘরে আছে, তোর মনিবরা সব কখন আসবে লো জানকি?

জানকী—তাঁরা এখুনি আসছেন, আগে ছোটদিদিমণির কাছে যাই।

রমা—কেন্‌রে এত তাড়াতাড়ি কেন? তোর হাতে ওখানা কি?

জানকী—না, ও কিছু না, একখানা ছবি।

রমা—দেখি দেখি! কে দিলে?

জানকী—সনাতনবাবু ঋষিবাবুর ঘর থেকে চুপি চুপি এই ছবিখানা এনে, বড়দিদিমণিকে দেখতে দেন। তিনি আবার ছোট-দিদিমণিকে এখানা দেখতে দিয়েছেন।

দেবী—দেখি দেখি, ও আবার কি সর্ব্বনেশে ছবি আন্‌লি ?

রমা—আমায় দে দেখি, (ছবি গ্রহণ) বাঃ, দিব্যি অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি, কি ভাব-শুদ্ধ আঁকা !

দেবী—দেখি দেখি, (ছবি গ্রহণ) এ যে আমার মা উমার মূর্ত্তি, অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করছেন, আহা কেমন সোনার হাতে সোনার হাতা নিয়ে ভিখারী শিবকে অন্নদান করছেন। মার আমার মূর্ত্তিখানি লাজে ঢল ঢল, ঈষৎ হাঁসি হাঁসি মুখে, ভিখারী হরের প্রতি অপাঙ্গে চেয়ে দেখ্‌ছেন। মরি ! মরি ! এ আবার কি ! মহাদেবের মুখখানা যেন ঋষির মুখের মত দেখাচ্ছে না ? কেবল মাথার লতান চুল গুলি, জটা ভাবে ঝুল্‌ছে।

রমা—তুমি উমাকে না দিলে, ঋষির যা দশা হবে, তাই বুঝি অনুমান করে এঁকেছে।

দেবী—সে কি ! ঋষি কি আমার প্রাণের উমাকেও দেখেছে নাকি ?

জানকী—দেখেছেন বলছেন কি মেশোমশাই ? দু'জনে খুব ভাব, বৃন্দাবনে অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঋষিবাবু ছবি আঁকেন শুনে ছোটদিদিমণি তাঁকে একখানা ঠাকুরদের ছবি এঁকে দিতে অনুরোধ করেন, তাই বুঝি এখানা এঁকেছেন।

দেবী—বলো, বলো গিন্নি, আমাব সর্ব্বস্বধন উমা কি ঋষির প্রতি অনুরাগিণী ? মা আমার কি তারে পেলে সুখিনী হবে ?

রমা—যখন গিরিরাজ নন্দিনী উমা ভিখারী হরের ঘরণী হয়েও যদি সুখিনী হয়ে থাকেন, তখন আমাদের উমা অমন শিবতুল্য স্বামী পেয়ে কেনই বা সুখিনী না হবে ? আর এই ছবিখানা দেখেও ত উভয়ের মনোভাব জান্‌তে পারছ।

(সনাতন ও অনুপমার প্রবেশ)

সনা ও অনু—মাসীমা, মেশোমশাই, নমস্কার (তথাকরণ)

রমা—অমনি ভাল, বেঁচে থাক, হাতের নো অক্ষয় থাক্। এস বাবা এস, বস, লজ্জা কি মা অনুপমা? বেয়ান ঠাকৃরুণ এখন স্বর্গে গিয়েছেন, তিনি যখন তোমাদের বে দিতে চেয়েছিলেন, তখন বে হ'লে এত দিনে তোমার কোলে খোকা দেখতে পেতেম। ফুল না ফুটলে ত আর বে হয় না।

দেবী—তোমরা ত এলে বাবা, ঋষিবাবাজী কি আসবেন না?

সনা—উমাসুন্দরীকে দেখবে বলে তার অত্যন্ত আগ্রহ। উমার সহিত আপনাদের কি সম্পর্ক, আজ সেই কথা যখন ঋষিকে বলছিলেম, তখন সে একেবারে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। যখন এখনও সে আসেনি, আমার বোধহয়, স্বপ্নসুন্দরীর সেই ছবিখানা লয়ে আপনি পাছে বিরক্ত হয়ে আছেন, ভেবেই সে হয়ত সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে।

দেবী—রাধা মাধব! রাধা মাধব! রাগ-চণ্ডাল যখন ঘাড়ে চাপে তখন আমার আর দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান থাকে না। সেটা আমার বয়সের দোষ; মাথাটা ঠিক রাখতে পারি না। কিন্তু সে রাগটা খড়ের আগুণের মত যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই খপ্‌ করে নিবে যায়। যাও ত বাছা জানকি, ঋষিবাবুর বাসায় যেয়ে, এখনও যে তিনি কেন এলেন না, এই খবরটা আন ত।

(হৃষীকেশের প্রবেশ ও সকলের পদধূলি গ্রহণ)

দেবী—এস, এস বাবা, কোন কিছু কিন্তু কোরোনা বাবা, তোমা হতেই আমি আমার হারা নিধি খুঁজে পেয়েছি—

রমা—ওকি? জামাইদের সাক্ষাতে ও কি রকম ঠাট্টা, বুড়ি মুখের একটু রাস নেই।

দেবী—সত্য কথা মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে গেছে।

রমা—যাও, ছিঃ! আমি উমাকে এখানে আনি। (প্রস্থান)

দেবী—দেখ বাবা ঋষি, তুমি যে আমার উমাকে ভালবাস, সে সংবাদ জেনেছি, আর এই ছবিখানাও ততোধিক সাক্ষ্য দিচ্ছে। গিন্নীর ও অভিমত যে, তোমাকেই কন্যা দান করি। দেখ বাবা, আমার প্রাণের ধন উমাকে যত্নে রেখো। ওর আপনার মা নেই, কখন যেন মনঃক্লেশ দিও না। কি বলো, চুপ করে রইলে যে?

ঋষি—(স্বগত) একি ভগবান! তোমার একি অপার করুণা। দাদা আমার ত পুরুষকার অবলম্বন করে কতই না, নাকানি চোকানি খেয়েছেন। আর আমি, বৃন্দাবনের সেই সাধুবাবার উপদেশ মত দৈবের উপর আত্মসমর্পণ করে, ঠাকুর! তোমার এই অযাচিত আশীর্ব্বাদ লাভ করছি। দেব! তোমার চরণে শত কোটী প্রণাম।

অনু—উনি বড় লাজুক গো, উনি বড় লাজুক। পেটের ক্ষিদে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। না ভয় হচ্ছে?

দেবী—কেন, লজ্জা কেন বাবা? ভয় কিসের?

ঋষি—অমৃত খেতে কার অসাধ? দেশে আমার দুখিনী জননী আছেন, তাঁর অনুমতি না লয়ে কি করে—

দেবী—বাঃ বাঃ, তোমার এত মাতৃ-ভক্তি, শুনে আমি বড় খুসী হলেম। আমি তাঁকে চিঠি লিখে অনুমতি চাইব।

সনা—আমরা পূর্ব্বেই পরামর্শ করে টেলিগ্রাফে তাঁকে জানিয়েছি। প্রত্যুত্তরে তাঁর সম্মতিও পেয়েছি।

(বধূবেশে সজ্জিতা উমাসুন্দরীকে লইয়া রমাসুন্দরীর প্রবেশ)

দেবী—এস বাবা ঋষি, আমার ছেলে নাই, আজ হ'তে তুমি আমার ছেলে হলে। আমার সর্ব্বস্ব-ধন উমাকে, তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। (তথাকরণ)

অনু—কি গো ভালমানুষ চিত্রকর বাবুটি! আজ হ'তে তোমায় কি বলে ডাকবো—ঠাকুর পো, না বোনাই বাবু?

ঋষি—আপনি ত কেবল মহাপুরুষ নন, তৎসঙ্গে মহাযাত্রকরী বৌদি। আপনি যাতে খুসী হন তাই বলে ডাক্‌বেন। যদি দাদার মতন নাম ধরে ডাকেন, তা হলেই বুঝবো, আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়েছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার এই পত্নীলাভের সৌভাগ্যটা মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে উল্লেখ ছিল না কেন?

অনু—বৃন্দাবনে ভালরূপ পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত যে, সে সংকল্পটা মহাপুরুষের মাথায় আসেনি। তাই সেটা উহ্য ছিল। মেশোমশাই, আপনি পবিত্র কাশীধামে এসেছেন। এতক্ষণ ছবিতে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দেখ্‌ছিলেন। এখন তাঁদেরকে সশরীরে প্রত্যক্ষ দর্শন করুণ।

দেবী—তাতো বটেই, তাতো বটেই। সেটা মা, তোমাদের উদ্যোগে ও যত্নে।

অনু—ওলো উমা, আমি তোকে গাধার পিঠে বসে শীতলা ঠাকরুণ হ'তে বলেছিলুম। এই ছবিখানার দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌। তোর বর তোকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ-রাজেশ্বরী করে দিয়েছেন।

উমা—(জনান্তিকে) ছি ছি দিদি, ওকথা মুখে এনো না। ওসব কথা বল্‌লে যে দেবতার কাছে অপরাধ হয়। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লজ্জা দিও না।

সনা—সে কথাটা ত ব্রজ-বালকেরাই আগে বলে গিয়েছে—

বৃন্দাবনে রাজা হোকে বৈঠে রাধা প্যারী।
কোটাল হোকে পাহারা ফিরে আপে বংশীধারী॥

আবার এই কাশীতেও—অন্নপূর্ণা কাশীশ্বরী, আর শঙ্কর ভিখারী।

রমা—বাবা ঋষি, যেদিন তোমার বাসায় সেই ছবির কথা জানতে যাই, তুমি আমায় মা বলে ডাক্‌লে, আমার চোখে জল এলো, ইচ্ছা হল তোমায় কোলে করে চুমো খাই। কিন্তু কেন যে তা পারিনি, সেটাত তুমি জান বাবা। আজ যদি বিধি সুদিন দিয়েছেন, তবে কেন সে পবিত্র স্বর্গীয় বাসনা অপূর্ণ রাখি? এস, তোমরা দু'জনেই আমার কোলে বস, তোমাদের কোলে বসিয়ে চুমু খেয়ে তৃষিত প্রাণ শীতল করি। (উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন) দেখ কর্ত্তা, একবার চেয়ে দেখ, তুমি তুচ্ছ রত্ন-ভূষণে আমায় সাজাতে চাও, একবার প্রাণ ভরে চেয়ে দেখ, এ দু'টী অমূল্য রত্ন পরে আমি কেমন সেজেছি।

দেবী—গিন্নি, গিন্নি, তোমায় দেখব কি? আমি আপনি যে চোখের জলে অন্ধ হয়ে পড়েছি। গিন্নি, কোন ভাল জিনিষ পেলে, আমায় আগে না দিয়ে তুমি কখনও খাওনা ত। আজ কেন তার ব্যতিক্রম করলে? দাও দাও, আমার কোলে দাও, আজ আমি তোমার প্রসাদ পাই। (উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন) বাবা সনাতন, মা অনুপমে, আমার যে বড় ভাবনা ছিল, আমার প্রাণ-পুত্‌লিকে কোথায়, কার ঘরে দেবো। কিন্তু তোমাদের কল্যাণে আমার সে ভাবনা দূর হল। আমার মা লক্ষ্মী, আমার ঘরেই থাকবেন, আর আমার মনের মত শিবতুল্য জামাইও পেলেম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সকলেই যেন মনের মত সন্তান লাভ কর। এ জগতে মনের মতন পাওয়াই সুখ। গিন্নি! তোমার চোখে এখনও জল ঝর্‌ছে। কিন্তু ছিন্ন মেঘ মধ্যগত, ক্ষীণ বিজলী-রেখার মত, তোমার অধর প্রান্তে টিপি টিপি হাঁসি দেখ্‌ছি যে?

রমা—তবু ভাল। এত জল, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাতের পর, তুমি যে

শরতের আকাশের মত প্রসন্ন হয়েছ, সেই ভাল। তাই আজ চপলার চটুকে হাঁসি।

দেবী—বুঝ্‌লে না ত গিন্নি, এ সংসারটাই যে প্রেমের ফাঁদ। জীব মাত্রেই এই ফাঁদে পড়ে আছে। যতই পালাবার চেষ্টা করবে, ততই জড়িয়ে পড়বে। শোন বলি, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অভিমান, প্রভৃতি অপকৃষ্ট বৃত্তিগুলি প্রেমের বিকৃত বা বিরুদ্ধ অবস্থা। আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন, আত্মবলিতেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। যে সিংহাসন লাভের জন্য কুরু-পাণ্ডবের এত ঘোর সমর, পিতৃভক্ত ভীষ্ম কেন তাহা অম্লানবদনে ত্যাগ করেছিলেন? প্রিয়তমা ভার্য্যা ও অসীম ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, কেন রামের পাছু পাছু বনে গিয়েছিলেন? অসংখ্য জনক জননী, সন্তান রক্ষার জন্য, কেন আত্মজীবনে উপেক্ষা করেছেন? কত শত সতী সাধ্বী পতিব্রতা, স্বামীর মৃতদেহের সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে, কেন প্রাণ আহুতি দিয়েছেন? কোটী কোটী বীরবৃন্দ, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সহাস্য মুখে সমরাঙ্গনে, কেন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন? এ সকলিই প্রেমের খেলা। শিশির, তুষার, বাষ্প, নীহার,—প্রভৃতি যেমন জলেরই রূপান্তর, তেমনি স্নেহ, সখ্য, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, প্রভৃতি, পাত্র ভেদে প্রেমেরই নামান্তর। আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাই ওই সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির দ্বারা অথবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সোপান-পথে পরম পুরুষকে পাবার অনন্ত পন্থা বলে গেছেন। হায়, আমার সে দিন কবে হবে? যেদিন এ তুচ্ছ অলীক সংসারের মায়া কাটিয়ে, আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে, সেই পরম প্রেমময়ের প্রেমে প্রেমী হব। আমার সেদিন কি হবে?

সনা—নদি! তাই বুঝি তুমি আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে, আমার প্রেমের প্রগাঢ়তা পরীক্ষা করেছিলে?

অমু—কি জানি। জান্‌কি, তোর সেই গানটা একবার গা'ত।

গীত

জান্‌কী—

কে বলে প্রেম প্রাণের বিনিময়।
এতো মুখের খেলা, সুখের মেলা নয়।
কোথা রূপোর জোরে, রূপের ডোরে, প্রেম বাঁধা রয়।
যেথা পরের তরে, আপনি মরে, সেথাই প্রেমের পরিচয়।
তোমরা সবে মিলে, প্রাণ খুলে, বলো প্রেমের জয় জয়।

ঋষি—(করজোড়ে) আমার শ্রদ্ধেয়া বৌদি! আপনার অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচালনা দেখে, আমি আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারছি না। আমার গলা ঠেলে একটা শ্লোক বেরিয়ে আসছে, বলে ফেলি—

বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, খনা, লীলাবতী,
আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী আর গার্গী, অরুন্ধতী,
দুর্গাবতী, কর্ম্মদেবী, অহল্যা, পদ্মিনী,
ধাত্রীপান্না, মীরা, সবে ভারত-নন্দিনী।

পটক্ষেপ।

সমাপ্ত



হৃদয়-প্রতিধ্বনি

মূল্য আট আনা

শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের
উক্ত কাব্য সম্বন্ধে অনুগ্রহলিপি—

13, BOSEPARRAH LANE.
Calcutta, 27th February, 1890.

MY DEAR POOLIN BABOO

Myself and our mutual friend Baboo Devendra Nath Mozoomdar, read together your Hredoh Protidhony, and spent a couple of pleasant hours over it. It is not a "School boy freak" as you modestly call it. The book's a book with something solid in it. I found in it much to "praise". Our friend Debendra Baboo, I mean the brother of the late lamented Soorendra Nath, the poet was also very deeply impressed as myself, with your fluent lines They were all sponteuious flow of a poetic heart, and not couplets of syllable-counting rymers. Within the compass of a letter I can not fully dilate on its merits although it would be a very agreeable task to do it. I could say a great deal. There is much to say on the chastity of the style and thought, the soberness of melancholy pervading the work, the adoration of Nature, the rapture of Love, the Religious ecstasy and the grateful tribute of respect to the departed soul who watched on your tender years. All these I could dwell with pleasure but my space forbids and I reluctantly close with a hearty thanks for your valuable present and your kindness to-wards me throughout.

Yours very Sincerely
GRISH CHUNDER GHOSE.

কাব্যকণার সমালোচনা

খণ্ডকাব্য—শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য আট আনা। ইহাতে পৌরাণিক, পারমার্থিক, রহস্য প্রেমগীতি ও নানা বিষয়ক দুই শত একত্রিশটী কবিতা ও গান আছে। পুলিনবাবু সাহিত্য-সমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "হৃদয় প্রতিধ্বনি" বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভাবের মাধুর্য্য ও ভাষার চাতুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ভাষার উপর অত্যাচার বা ভাবের উপর অপচার কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। কবিতাগুলি খাঁটি বাঙ্গালীর রচনা, বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুটীত। কবি প্রাচীন এবং তাঁহার কাব্য আধুনিক কাব্য-দোষে দুষ্ট নয়। সাপ্তাহিক বসুমতী। ১৫ই বৈশাখ, ১৩১৭।

কাব্যকণা—কয়েকটী কবিতায় এ গ্রন্থ রচিত। এক একটী কবিতা এক একটী গান। সুর স্বর দেওয়া নাই; তবে গায়ক মাত্রেই মনোমত সুর-স্বরে গাহিতে পারেন। না গাহিলেও কবিতার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। অধিকাংশ গান কাব্য-রস-মাধুর্য্যে মনোরম। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গান। হাস্য-রসোদ্রেকেও গ্রন্থকারের শক্তি আছে। বঙ্গবাসী। ৭ই ফাল্গুন, ১৩১৬; 19-2-1910.

কাব্যকণা—১২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা। এই কবিতা পুস্তকখানি প্রধানতঃ পাঁচ বিভাগে বিভক্ত—পৌরাণিক, পারমার্থিক, রহস্য, প্রেম-গীতি, নানা-বিষয়ক। পুস্তকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহাতে অন্ধ অনুকরণ দোষ নাই। সরল স্বচ্ছন্দ-গতি-বিশিষ্ট ছন্দ। একটি কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। ইহাতে আধুনিক কবিতার ন্যায়

হেঁয়ালি নাই। ভাবগুলি সরল সহজ ভাষায় স্পষ্ট ব্যক্ত। রহস্য কবিতা-গুলি বেশ হাস্যোদ্দীপক। লেখককে আমরা সাদরে সাহিত্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। অর্চ্চনা, চৈত্র ১৩১৭।

কাব্যকণা—নানা বিষয়ক কবিতা পুস্তক। সকলগুলি সুন্দর না হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মধ্যে মধ্যে এক একটী কবিতা অতি সুন্দর হইয়া'ছ। কয়েকটী কবিতা বাদ দিলেই ভাল হইত। নব্যভারত, পৌষ ১৩১৬।

"KABYA-KANA"—This is a collection of verses in Bengali. The subjects are varied, and the poet seems to have a peculiar knack of dealing with abstruse matter of Hindu religion and philosophy as gracefully as with the most frivolous topics. Altogether we are delighted with the little book. The Bengalee, 10-3-1910.

কাব্যরেণু (খণ্ডকাব্য) মূল্য—।০

১৩৩৭ সালে ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত। আজিও (৮ই বৈশাখ ১৩৩৮) সমালোচনা বাহির হয় নাই।

এই গ্রন্থগুলি ১নং সিকদার পাড়া লেন, বড়বাজার পোঃ, কলিকাতা, পাওয়া যায়।

বৃন্দাবন-কথা

A Guide to Brindaban

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত। মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ দেবতা, সুরম্য মন্দির এবং তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী, বল্লভাচার্য্য, মানসিংহ, জয়সিংহ, মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি ৪৬ খানি চিত্র ও মানচিত্র আছে। প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস্ কাগজে পরিস্কার ছাপা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, সোনার জলে নামলেখা। এখানি শুধু বৃন্দাবনের নহে—স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কৌপীন মাত্র সম্বল বাঙ্গালী যাইয়া পাঠানগণ-বিধ্বস্ত প্রধান বৈষ্ণবতীর্থকে বিনা অস্ত্র প্রয়োগে—কেবলমাত্র ধর্ম্ম, ভক্তি ও চরিত্রবলে উদ্ধার করিয়াছিলেন—এখানি বাঙ্গালীর সেই অপূর্ব্ব গৌরব-কাহিনী—পবিত্রচেতা ভক্তগণের সুমধুর চরিতাখ্যানে পূর্ণ।

— সমালোচনা —

"বৃন্দাবন-কথা ঠিক উপন্যাসের মত, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িবার উপায় নাই। পুস্তকখানি সুলিখিত এবং ইহাতে শিখিবার বিষয় অনেক আছে।"—"অর্চ্চনা" চৈত্র ১৩২৬।

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ মূল্য কিছুই নয়। ... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।"—"নব্য-ভারত" চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... বর্ণনা-কৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জল্যমান।"—"ভারতবর্ষ" বৈশাখ ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ ... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—'মানসী ও মর্ম্মবাণী" জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই।"—"প্রবাসী" আষাঢ় ১৩২৭।

"বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গলায় নাই বলিলেই চলে।"—"বঙ্গবাসী" ৮ই শ্রাবণ ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us, and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

"The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly serviceable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading." The Hindoo Patriot, 19th May 1920.

মাথুর-কথা

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত)

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত।

প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

২৪৩।১ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মূল্য সদস্য পক্ষে ২৲ টাকা, সাধারণ পক্ষে ২॥০ টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত ভূমিকা সমেত!

এই পুস্তকে বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে মথুরার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে জৈন মহাবীর ও নেমিনাথ, বুদ্ধ, অশোক, উপগুপ্ত, মিলিন্দ ও পুষ্পমিত্র প্রভৃতির জীবনী; কণিষ্ক, বশিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি শক বা কুষাণ রাজগণের; চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্, হিয়াঙসাঙ্ ও অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত বিবরণ; চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি গুপ্ত সম্রাট্গণের; শ্রীহর্ষ, মিহিরভোজ রাজগণের ও মুসলমান যুগের বিবরণ; পরিশেষে বর্ত্তমান যুগের দেব-মন্দির, টিলাঘাট ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকে অতি প্রাচীন যুগের নিদর্শন (relic), স্তূপ, দেবমূর্ত্তি, মন্দিরাদির ৬৪ খানি হাফ্টোন চিত্র ও মথুরা সহরের একখানি মানচিত্র আছে। উত্তম পরিষ্কার কাগজে ছাপা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা।

সমালোচনা।

মাথুর কথা ঃ—মথুরা একাধারে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-স্মৃতি বিমণ্ডিত প্রাচীন নগরী। মথুরার ইতিহাস জানিলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও

ধর্ম্ম-জীবনীর একটা প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের সহিত পরিচয় হয়। বেদে "মথুরা" নামটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যমুনার ও তাহার তীরবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে। রামায়ণের ইঙ্গিত স্পষ্টতর, মহাভারত ও নানাবিধ পুরাণের মধ্য দিয়া মথুরার চিত্রটি বেশ উজ্জ্বল বর্ণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম এই মথুরা-মণ্ডলে প্রাধান্য বিস্তার করে, পাঠান-মোগলের অত্যাচারে মথুরা বার বার প্রপীড়িত হইয়াছে। এই মথুরা নগরে স্থাপত্য-শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন অপরূপ সৌধরাজি ও দেব-মন্দির-শ্রেণী একাধিকবার চূড়া উত্তোলন করে এবং প্রতিবারেই অত্যাচারীর হস্তে কলুষিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভারতবাসীর গৌরবের তিলক ও কলঙ্কের ছাপ যেমন মথুরার ভালে অঙ্কিত, অন্যত্র সেরূপ নয়। বাণিজ্যেও ভারত-বাসীরা কতদূর দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ এই মথুরায় নিহিত আছে, সুতরাং মথুরার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই দুরূহ। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার প্রাচীন বয়সে এই প্রয়োজনীয় ও দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বিস্তর পরিশ্রম, গবেষণা ও বিচার করিয়া তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পুরাণ, প্রাচীন বিদেশী পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-কাহিনী, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের মধ্য দিয়া অতি দুর্গম ও জটিল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি এই তীর্থ-পরিক্রমা শেষ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলও তিনি আহরণ করিয়াছেন। যে সমস্ত উপাদান নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি একত্র করিয়া, বিচার-নৈপুণ্য সহকারে ঝুটামেকী বাদ দিয়া এই যে অপরূপ মাল্য-রচনা,—ইহাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বঙ্গবাণীর কণ্ঠে এ রত্ন-হার অকলঙ্ক প্রভায় দোদুল্যমান থাকিবে।

গ্রন্থের শেষাংশে যে চিত্রাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়-সমূহ বুঝিবার সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও স্বচ্ছ।

মাসিক বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪—পৃ ৪৭০।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের প্রচুর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিন্যাস কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকখানি চিত্র যুক্ত হাওয়ায় পুস্তকটির গৌরব বাড়িয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।—"প্রবাসী" ফাল্গুন, ১৩৩৩।

গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়। তাঁহার দুই চারিটি কথার সহিত আমাদের মতভেদ থাকিলেও পুস্তকখানি যে সুলিখিত এবং অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ একথা স্বীকার করিতেই হইবে।—"ভারতবর্ষ" চৈত্র, ১৩৩৩।

মথুরার আদ্যোপান্ত ইতিহাস ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ক্রোড়পত্রে বহু চিত্রও আছে। মথুরা হিন্দুর বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ। তাহার এরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। আশা করি, বাঙ্গালী সমাজে ইহার আদর হইবে।—দৈনিক বসুমতী, ২রা মাঘ ১৩৩৩।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার অমিত অধ্যবসায় সহকারে মথুরার প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মোটের উপর মথুরা সম্বন্ধে বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক যাবতীয় তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থখানি অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মনোরম কাহিনীর অবতারণায় নীরস ঐতিহাসিক বিবৃতি সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের একটী সুপাঠ্য ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের প্রবন্ধসম্পদ ও প্রতিপাদ্য আরও স্ফুটতর করিয়াছেন, তদুপরি ৬৬খানি চিত্রের সমাবেশে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকের পাঠেচ্ছা স্বতঃই বর্দ্ধিত হয়। আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং পুস্তকখানি যে বঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।—সুবর্ণবণিক্ সমাচার, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সাল।

মাথুরকথা নাম শুনিলে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহা নহে, ইহা মথুরার একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস। চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ এবং ইংরাজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বর্ণিত ইতিহাস ও আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে ইহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। লেখক সাহিত্যানুসন্ধিৎসাবশে স্থানে স্থানে চিরপ্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রেখাপাত করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। টিলা বা স্তূপ সমূহ ও দেবভাবে পূজিত প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কৃত করিয়া বহু চিত্র সংযোজিত করিয়াছেন। শক, কুশান, গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মথুরা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় নিপুণ হস্তে ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, প্রয়োজনীয় এবং সুখপাঠ্য। গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে আমরা এক মত হইতে না পারিলেও তাঁহার অনুসৃত প্রণালী এবং বৃদ্ধ বয়সে সংকল্পোচিত উদ্যমশীলতার বিশেষ প্রশংসা করি।—মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ়, ১৩২৪।

It is a valuable contribution to Bengali Literature; and although written according to a modest plan is full of scholarly work.

The history of Mathura has been traced from the earliest period and the facts collected from numerous sources and with commendable discretion. Not to speak of special books on history, the Vedas, the Epics, the Purans Buddhist and Jain literature (religious and seculer) have all been laid under contribution. All Hindus who wish to study the past history and associations of Mathura, either in response to the promptings of religious sentiment or from purely scholastic motives, will find a regular storehouse of information in this book. The relics and antiquities of the sacred town are dealt with very fully and a very full list of plates accompany the book. In this way it also serves as a guide to pilgrims and tourists. The History of Buddhist influence on the fortunes of Mathura is a fascinating chapter in the book. We have nothing but praise for the skilful way in which the author

has handled his theme and the reverent manner in which has discussed the numerous controversial topics.

"The Bengalee" 13 February 1927.

"To a Hindu the city of Mathura or Muttra has a great religious significance hallowed by the great Leela of Lord Krishna. It is still a place of pilgrimage visited by millions of devotees. To a student of history Mathura is an ancient city that played a remarkable part in the annals of our country. It is to be regretted that few of us evince a desire to study the history of such a great and important city.

The writer of the book under review is an energetic member of the Bangiya Sahitya Parishat and is the author of a number of well-known historical books. It is gratifying to note that though far advanced in years the author has the industry and perseverance enough to attempt an interesting historical treatise for which he had to go through a large number of manuscripts, Sanskrit, Bengali and Hindi books and the accounts left by Chinese, French, German, English and other foreign writers and travellers. The author has dealt with the history of the city in the Vedic age, the age of the Ramayana, and the Mahavarata, the Buddhist age, the age of the Mauryas and the Mahomedan period and has concluded with graphic descriptions of the city at the present day.

We do not say that the work, as it is, is complete in itself. But it is certain that it will prove to be a great help to future historians of the City. He is in a sense a pioneer in the field. There is no doubt that it will be recognised as one of the valuable historical productions in our language."

"The Amrita Bazar Patrika" 24 April 1927.

The volume under review is devoted to a study of the old records and ancient relics of Mathura in Bengali. The aim of the author is to lay the foundation for a faithful history of that famous city. For this he had to study all references about it in our ancient literature, Vedic and

Pauranic, as well as the records left by the foreign travellers of their journey. He had also to study the newly discovered relic in which the city abound and verify his study by personal inspections. The historical records of the English archeologists have also not escaped his notice.

Though it is not possible to agree in toto with the author's opinions and deductions yet it must be admitted that the book, as it stands, is the production of great energy and preseverance which is not only commonly found here particularly in men of the author's age. The book comprising of over 300 pages deals with Mathura in different periods of Indian history—the Vedic and Pauranic period, the Hindu period, the Musalman period and the present age as well. There are a large number of plates illustrating the newly discovered old relics. The treatment is exhaustive and the style elegant, but as the title states it reads more like a narration than a history still it is sure that the materials collected here will be sufficient in the hands of a trained historian to which the author lays no claim to reconstruct the chequered history of that much beloved yet much persecuted city.

"Forward" 8th May 1927.

গ্রন্থকার এই পুস্তক দুইখানি [বৃন্দাবন-কথা ও মথুর-কথা] আমাদিগকে দিয়াছেন। পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ আমাদিগের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দুঃস্থ-সাহিত্যিকগণের সাহায্য ভাণ্ডারের তহবিলে জমা হইবে। যাহারা এই পুস্তক ক্রয় করিবেন তাঁহারা তো ঘরে বসিয়া বৃন্দাবন ও মথুরার প্রাচীন সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সচিত্র সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিবেন। তাহা ছাড়া—যাহারা এইরূপ পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন, সেইরূপ ব্যক্তিগণকে যে সহৃদয় মহাশয় এ সংবাদ জানাইবেন, তিনিও দারিদ্র্যপীড়িত বাঙ্গালী সাহিত্যিক ভাণ্ডারের পরোক্ষভাবে সহায়তা করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকমল সিংহ।
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।